ব্রাহ্মধর্ম্মগীতা।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

বিবৃত

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানের পদ্যানুবাদ

প্রথম প্রকরণ।

শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

ये च पूर्वं ऋषयो ये च नूत्ना इन्द्र ब्रह्माणि जनयन्त विप्राः ।
अस्मा ते सन्तु सख्या शिवानि यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥

ऋग्वेद ६ । २१ । ७

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৪৫ শক, ১৭ পৌষ।

সেই

জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতা বরণীয়

পরমেশ্বরের

উদ্দেশে

এই সত্যগর্ভ ব্রাহ্মধর্ম্মগীতা

উৎসর্গীকৃতা হইল।

তাঁহার

মঙ্গল-দৃষ্টি ইহার উপরে নিপতিত হউক।

ভূমিকা।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানের প্রথম প্রকরণ পদ্যে রূপান্তরিত হইল। ইহা অতি গভীর অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান। সাধারণ পাঠকবর্গের বোধ-সৌকর্য্যার্থে ও পাঠোৎসাহশীলতার্থে ইহাকে পদ্যান্তরিত করার আবশ্যক হওয়ায় আমি ক্ষুদ্র হইয়াও এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমি কবি নহি। বিশেষত ব্যাখ্যানের ন্যায় ব্রহ্ম-জ্ঞান ব্রহ্ম-প্রেম ও ব্রহ্ম-যোগ বিষয়ক সকলের আদরণীয় গ্রন্থকে রূপান্তরিত করিতে গিয়া তাহার গভীর ভাব-সকল অবিতথ রাখা অতীব কঠিন। এই পদ্যের ভাষার উপর যদিও আমার কিছুই বলিবার নাই, কিন্তু ইহাতে মূল-ব্যাখ্যানের ভাবের যে কিছু ব্যত্যয় হয় নাই, তাহা আমি নিজেই বলিতেছি। যেহেতু আমি পূজ্যপাদ গুরু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের পবিত্র পাদমূলে বসিয়া ইহা রচনা করিয়াছি এবং তিনি দয়া করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে ইহার দ্বারা পাঠকবর্গের যদি কিছুও উপকার হয়, একটি আত্মারও ঈশ্বরের দিকে মতি হয়, তবে আমার সমস্ত শ্রম সফল হইবে।

হিমালয় পর্ব্বত ৭ আশ্বিন
ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৪

শ্রী প্রিয়নাথ শাস্ত্রী।

সূচিপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
ঈশ্বরের উপসনাতে প্রবৃত্ত করিবার উপদেশ ...	১
জগতে ঈশ্বরের আবির্ভাব	১১
অন্তরে আত্মাতে ঈশ্বরের আবির্ভাব	২০
আত্মাতেই ঈশ্বরের সহবাস	৩৭
ঈশ্বরের প্রেমদৃষ্টি	৫৭
আত্মাতেই সত্যজ্যোতি পরমেশ্বরের প্রকাশ ...	৭২
সত্যজ্যোতি পরমেশ্বর সকলের প্রাণ-স্বরূপ ...	৮৭
সত্যজ্যোতি পরমেশ্বর আমাদের সখা	১০০
সত্যের সত্য পরমেশ্বরকে এখানেই জানিয়া আমরা কৃতার্থ হই	১১২
পরমেশ্বর পূর্ণ পুরুষ	১২৮
ঈশ্বর বিশ্বতশ্চক্ষু	১৪৯
পূর্ণ পুরুষ পরমেশ্বরের সহিত আত্মার সাদৃশ্য ...	১৬১
পূর্ণ পুরুষ পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা	১৭৮
ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য	১৯৬
পরমেশ্বর জগতের পাতা	২০৮
পরমাত্মাকে প্রিয় করিয়া উপাসনা করিবে	২২১
পরমেশ্বর আমাদের পিতা	২ ৮
তিনি পিতার ন্যায় আমাদিগকে শিক্ষা দেন ...	২৫২
স্বাধীন ভাবে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন কর	২৬১
ঈশ্বরে আপনার সকলই অর্পণ কর	২৭৩
ঈশ্বর জগতের আধার	২৮৪

বিষয়		পৃষ্ঠা।
মনকে উদাস ও পবিত্র করিয়া ঈশ্বরের মহিমা দেখ	...	২৯৯
ঈশ্বরের অধীন হইয়া স্বাধীন হও ...	...	৩১১
ঈশ্বরই মনুষ্যকে শ্রেয়ের পথে আকর্ষণ করেন	...	৩২৫
ধীরেরা প্রেয়কে পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে অবলম্বন করেন		৩৩৬
সেই অমৃত পুরুষকে লাভ করিয়া আপ্তকাম হও	...	৩৫৭

ওঁ তৎসৎ

প্রথম প্রকরণ।

প্রথম ব্যাখ্যান।

ঈশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত করিবার উপদেশ।

মৃত্যু যেন তোমাদের না দিউক ব্যথা
এই হেতু শুন ভাই এই দিব্য কথা।
বেদ্য পূজনীয় সেই পুরুষ অমৃত,
মৃত্যু তরিবারে হও তাঁহার আশ্রিত।
সংসারে বিপদ এই আছে যত রূপ
নাহি ভয়ানক কেহ মৃত্যুর স্বরূপ।
মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি সর্ব্বদা বিকট
সম্মুখে তোমার হের রয়েছে প্রকট।
মৃত্যুর আকৃতি এযে স্বয়ং সংসার
যাহার জনম হেথা তাহারি সংহার!

এখানে যাহার বৃদ্ধি তারি হয় ক্ষয়
নিত্য যে হেরিছ তবু ঘুচে না সংশয়?
মর্ত্তোর অনিত্য এই বিষয় চঞ্চল
অস্থির অনিত্য এই ঘটনা সকল
কেবল অঙ্কিত করে মৃত্যুর ভবন
কেবল করিয়া দেয় মৃত্যুর স্মরণ।
এই মৃত্যু-ভয় এই মৃত্যু পীড়া হ'তে
কেমনে নিস্তার পাবে ভাবিলে না চিতে?
মৃত্যুর তো প্রতিকৃতি আছে সর্ব্ব ঠাঁই
অমৃতে বরিলে কিন্তু মৃত্যু-ভয় নাই।
মৃত্যু-ভয় সংসারে সবার অবিরাম
সংসারের পারে সেই অমৃতের ধাম।
এখানেই মৃত্যু-ভয়ে, সবে হই ভীত
এখানে অভয়, হলে অমৃতে আশ্রিত।
মৃত্যুর ব্যাদানে কাল করিয়া যাপন,
জানি মোরা সে অমৃতে আশ্চর্য্য কেমন!
দেবের দেবতা যিনি ভূপতির পতি
তাঁহার আশ্রয় পাই হয়ে ক্ষুদ্র অতি

বিবিধ ঘটনা-জালে হইয়ে পতন
মঙ্গল উদ্দেশ্য তাঁর করি সম্পাদন।
এখানেই সিংহ হস্তী, জীব জলচর
এখানেই বন পশু বিহঙ্গ খেচর
জানে না, ভাবে না তাঁর প্রসাদ কখন
যাঁহার প্রসাদে করে সুখে সঞ্চরণ।
মানুষের হের এই উচ্চ অধিকার
কল্যাণ উদ্দেশ্যে যোগ দিতেছে তাঁহার।
মানুষই লভে মর্ত্যে অব্যয়-রতন
ভয়ের মাঝারে পায় অভয়-শরণ।
ঈশ্বরে সম্বন্ধ-যোগ এখানেই ক'রে
পিতৃ ক্রোড়ে এখানে অভয় লাভ করে।
করিলে নির্ভর এক, চরণে তাঁহার
হইবে শরীরে নব জীবন সঞ্চার।
দুঃখে নাহি দেহ-মন হবে অবনত
হৃদয়-আনন্দ কভু না হইবে গত।
বিপদে আক্রান্ত হই রোগেতে শয়ান
আত্মার আনন্দ নাহি হবে অবসান।

পাইলে অমৃত-নিকেতনের আশ্রয়
দূর হয় হেন ভয়ানক মৃত্যু-ভয়।
অতএব ঘোরতর থাকিয়া সংসারে
রহিও না ক্ষণকাল ছাড়িয়া ঈশ্বরে।
সেই ব্রহ্ম নাহি মোরে ত্যজেন কখন
তাঁরে পরিত্যাগ কভু নাহি করি যেন।
এই যেন রয় সদা হৃদয়ের মাঝ
তাঁহারে ছাড়িয়া নাহি করি কোন কাজ।
যাঁহা হ'তে পাইয়াছি সর্ব্ব ভোগ, সুখ,
ক্ষণে যিনি আমাদের নহেন বিমুখ,
তাঁরে পরিত্যাগ যেন করিয়া সদাই
শূন্য এ জীবন ল'য়ে নাহিক বেড়াই।
ভাব দেখি এক বার মনেতে আপন
বিবেক-বিজ্ঞান-সহ করিয়ে চিন্তন,
ত্যজিলে মোদের তিনি কি হতো কপালে ?
যাইতাম যাইতাম মৃত্যুর কবলে।
কেই বা করিত হেথা শরীর ধারণ
করিত জীবন কেবা তাহাতে পোষণ

যদি সে আনন্দময় ব্যোম-নিকেতন
সঙ্গে নাহি থাকিতেন করিয়া রক্ষণ।
ভূমিষ্ঠ হইয়াবধি আমরা যাঁহার
বৰ্দ্ধিত হ'তেছি, পেয়ে প্রেমের আগার,
আশ্রয়ে অনন্ত কাল যাঁহার থাকিব
হেন আশা করি; কিহে তাঁহারে ত্যজিব?
কখনো নহেন তিনি মোদের ভুলিয়া
মোরাও রহিনা যেন তাঁহারে ত্যজিয়া।
নিয়ত বিধাতা যিনি মোদের কারণ
করিছেন ধৰ্ম্ম অর্থ কতই প্রেরণ,
একি শেষ মানবের করণীয় হবে
হৃদয় হইতে তাঁরে মুছিয়া ফেলিবে?
কেনই ত্যজিব তাঁরে বল দেখি বল
তাহাতে কি আমাদের হইবে মঙ্গল?
নাহি কি নরের মর্ত্ত্যে যাতনা অশেষ
নাহি কি কোনই হেথা দুখ বিঘ্ন ক্লেশ?
ক্লিষ্ট কি না হয় দেহ, অবসন্ন হিয়া
যে মোরা রহিতে পারি তাঁহারে ত্যজিয়া?

কোন ভয় নাই কি যে আমাদের হেথা
ছাড়িয়া অভয়-পদ যাইব অন্যথা ?
এখানে কি পাপ-তাপ দুঃখ-শোক নাই
পতিত-পাবনে তাই কভু নাহি চাই ?
তাঁহা ছাড়া আমাদের কেবা আছে বল
শান্তি দিয়ে দীপ্ত শির করিতে শীতল ?
মূর্ত্তিমান আশঙ্কার সংসার-আগারে
ভীত হই যবে মোরা কে অভয় করে ?
হায় রে, দুরন্ত মোহ-ইন্দ্রজালময়
তাঁহতে মোদের চিত্ত অপহরি লয়।
কিন্তু নর ! হবে কি মোহের অনুগত ?
কোন্ সুমঙ্গল তায় হইবে সাধিত ?
কর্ম্মাচরি যদি মোরা তাঁহাকে ছাড়িয়া
পরিণত হবে স্বার্থপরতায় গিয়া,
তাঁহাকে ছাড়িয়া যদি করি সুখ-ভোগ
কৃতঘ্নতা কহি, তাহা অধর্ম্ম অমোঘ।
এই ভক্তবৃন্দ এই মন্দিরে যাঁহারা,
শুনাই শিক্ষার শেষ, ভাবেন কি তাঁরা ?

বৃথা গতায়াত তবে, তা যদি হইল
প্রদীপ নির্ব্বাণ পুন আঁধারে ঘেরিল।
সমাজে প্রভুর গান ঘরে গিয়ে ভুল
অঙ্কুর না হতে বীজে হইল উন্মূল।
জ্ঞান সত্যে মন যদি না হ'লো উন্নীত
ঈশ্বরানুরাগে উগ্র নহে প্রজ্জ্বলিত,
বিষয় পাইয়ে তাঁরে না যদি স্মরিলে
মন্দিরে পশিয়া তবে কি আর করিলে ?
সুখে নাহি প্রদাতার প্রসাদ স্মরণ
অন্ন পেয়ে কৃতজ্ঞতা না কর অর্পণ।
কি আর হইল তবে কি হইল আর
শাস্ত্র অধ্যয়ন পরিশ্রম মাত্র সার।
পবিত্র ভাবের যিনি পুণ্য-উৎসময়
তাঁরে ছাড়ি পবিত্রতা পাইবে কোথায় ?
ধর্ম্মের আবহ ছাড়ি ধার্ম্মিক বলিয়া
দিবে নিজ পরিচয় কেমন করিয়া ?
কল্যাণ-আকর যিনি মঙ্গলের ধাম
তাঁহা ছাড়া হয়ে, ভদ্র কিসে লবে নাম ?

অদ্যই করহে তাঁরে আত্ম-সমর্পণ
অদ্যই পাইবে অন্য নূতন জীবন।
যাঁ হ'তে পেয়েছ বিদ্যা-বুদ্ধি প্রাণ-ধন
তাঁরে ভজিবার কিহে শিক্ষা প্রয়োজন ?
সেই দিন হ'তে, যবে ভূমিষ্ঠ হইলে
যাঁহার প্রসাদ ভুঞ্জি জীবন যাপিলে
ভুঞ্জিবে অনন্ত কাল যাঁহার শরণ
তাঁরে ভজিবার কিহে শিক্ষা প্রয়োজন ?
পাপে সন্তাপিত হয়ে শান্তি ক্রোড়ে তাঁর
মনের মালিন্য করিবে না অপসার ?
যিনিহে গুরুর গুরু জনক-জনন
তাঁর আরাধনা হেতু নাহি দিবে মন ?
ধর্ম্ম-বল উপার্জ্জন করিবার তরে
ডাকিবে না পিতা বলি কাতর-অন্তরে ?
প্রকৃতি বিকৃত হলে, দুর্ম্মতি সবল,
ভজনার দ্বারে পড়ে কঠিন অর্গল
অতএব আত্মা নিজ করিয়া মার্জ্জন
ব্রহ্ম আরাধনে অদ্য হতে দেও মন।

যে দেশে নাহিক হয় ব্রহ্ম-আরাধন,
যে বাড়িতে নাহি তাঁর নাম-উচ্চারণ,
যে হৃদয়ে নাহি তাঁর পবিত্র আসন,
সকলি সে শূন্য বিষাদের নিকেতন।
আবার আবার বলি, বলি বার বার,
প্রভু-পদে মন প্রাণ দেও রে সত্বর।
শিখেছ অনেক, কানে শুনেছ অপার,
তাই বলি জ্ঞান ধর্ম্মে মিলাও আচার।
জীবনের সুখ-ভোগ যাঁহার প্রসাদে
লভিছ, প্রণম প্রেম-সহ তাঁর পদে
বিপদে বিমুগ্ধ কিম্বা ভয়ে সশঙ্কিত
হইলে, চরণে তাঁর হও রে আশ্রিত।
শিশু যথা ভয়-শূন্য মাতৃ-ক্রোড়ে গিয়া,
তুমিও হইবে তথা নিরাতঙ্ক হিয়া।
পাপের সন্তাপে যবে হইবে মগন,
অশ্রু-সহ পদে তাঁর লইবে শরণ।
তিনি যে শরণাগত-বৎসল ঈশ্বর,
মুক্ত করিবেন পাপ তিনিই তোমার।

দেবের দেবতা তিনি রাজগণ-রাজা
পবিত্র হৃদয় কর, কর তাঁর পূজা।
জানিয়া শুনিয়া এত তবু যাঁর মন
বারেকো চাহে না তাঁরে করিতে চিন্তন,
করুন মার্জ্জিত তিনি হৃদয় আপন,
দুরন্ত দুর্ম্মতি সব করুন দমন।
বিমুক্ত অন্তরে তাঁর করিলে প্রার্থনা,
অনুভব হবে তাঁর প্রসাদ, করুণা।
'সেই ব্রহ্ম নাহি মোরে ত্যজেন কখন
তাঁরে পরিত্যাগ কভু নাহি করি যেন'
এবাক্যের অর্থবোধ হইবে তাঁহার,
শান্তির সহিত সুখ হইবে অপার।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যান।

জগতে ঈশ্বরের আবির্ভাব।

নিম্নে বসুন্ধরা মধ্যে নভোদেশ
ঊর্দ্ধে গ্রহমতী অমরাপুরী,
উষার নবীন কান্তি প্রস্ফুটিত,
রবি অস্তমান অচল পরি।
আনন্দের খনি ব্রহ্ম সনাতন
স্বপ্রকাশ ঈশ অমৃতাধারে,
শ্রদ্ধা-পূতহিয়া এক নিষ্ঠ ধীর
চাহিলে সর্ব্বত্র নয়নে হেরে।
প্রভাতের সনে লোহিত ভাস্কর
নিদ্রিত ধরণী করি চেতন,
এই রূপ-হারা তিমিরে গম্ভীর
ভূমে বর্ণদান করে যখন,
জ্যোতিষ্মান্ সেই সূরয অন্তরে
পূজ্য বরণীয় করুণাকরে

অনায়াসে হেরি দেব-বাঞ্ছা-হিয়া
জাগে সাধকের হরষ-ভরে।
ঊষার জ্যোৎস্না ফুটিতে ফুটিতে
কিরণে কিরণে ছাইতে ধরা,
হৃদয়ের নভে বহে সাধকের
বিমল ব্রহ্মের আলোক-ধারা।
আদিত্য অন্তরে জীবের হৃদয়ে
যিনি প্রতি ভূতে, প্রবেশি র'ন
তমোমুক্ত প্রাতে সকল জগতে
আপন প্রকাশ ছড়ায়ে দেন।
নবীন রবির তরুণ বরণে
জ্যোতির জ্যোতিরে নয়নে হেরি,
ঊষার শোভায় শোভার শোভা সে
উদিত, স্বরূপ প্রকাশ করি।
যেই আমাদের ঘুচি ঘুম-ঘোর
দুইটি নয়ন খুলিয়া যায়,
অবিশ্রান্ত দৃষ্টি জগৎ-স্রষ্টার
দেখি আমাদের উপরে ভায়।

দয়ার সাগর অনন্ত ঈশ্বর
তাঁহার মহিমা ভুবন-ব্যাপী,
অতি অনায়াসে সর্ব্বত্র নেহারি
যদ্যপি তাঁহারে পরাণ সঁপি।
ব্যাকুল হৃদয়ে ডাকিরে যদ্যপি
তাঁহা ছাড়া যদি কিছু না চাই,
অন্তরে বাহিরে নিকটে সুদূরে
তাঁহার প্রকাশ দেখিতে পাই।
আবার যদ্যপি অপবিত্র ভাবে
সতত আমরা ডুবিয়ে রই,
আপন আত্মারে মোহেতে ছায়িয়া
ভবে অচেতন অসাড় হই,
নাহি খুলি যদি হৃদয়ের দ্বার
না পাতি প্রভুর আসন মনে
যাই, তবে চলি, যত ইচ্ছা হয়
পর্ব্বত-শিখরে, গহন বনে,
সাগরের তীরে সজন নগরে,
তীর্থে তীর্থে কিম্বা করি ভ্রমণ,

দেবের মন্দিরে যতই যাইনা,
অন্ধ নয়নের নাহি মোচন।
কিন্তু যে নিমেষে সরল হৃদয়ে
উদ্‌ঘাটন করি হৃদয়-দ্বার,
সতৃষ্ণ নয়নে চাহিরে তাঁহারে,
অমনি নিরখি প্রকাশ তাঁর।
পর্ব্বত নির্জ্জন উদ্যান কানন
যার কাছে তাঁর বারতা লই,
সূরয গগনে, বনস্পতি বনে,
সবে উচ্চে বলে, নিরখ ওই।
যে দিকে তখন ফেলি রে নয়ন
পশ্চিম পূরব ঊরধ তল,
উত্তরে উত্তরে দক্ষিণে দক্ষিণে
নেহারি তাঁহার রূপ নিষ্কল।
নীচে বসুন্ধরা ঊর্দ্ধে দেব লোক
সর্ব্বত্র ঘোষিত মহিমা তাঁর,
অমৃতময়ের আনন্দ-স্বরূপ
সকল ভুবন করে প্রচার।

অজ্ঞান আমরা মূঢ় চিত্ত অতি
কঠিন হৃদয়ে কবাট দিয়া
আঁটিয়া এমনি রাখিরে তাহারে,
সেথা ব্রহ্ম-জ্যোতি পশে না গিয়া।
উদয়-অচলে অস্তাচল-শিরে
উদয়ে রবির, শয়নে তার
উষায় যেমন সন্ধ্যায় তেমন
সুপ্রসন্ন মূর্ত্তি তাঁর প্রচার।
যবে রজনীর ছায়া বসুধারে
শান্তি ও বিশ্রামে করে মগন,
যখন চন্দ্রমা সহস্র কিরণে
আকাশে জ্যোৎস্না করে বর্ষণ,
যখন তারকা নিদ্রিত বিশ্বের
প্রহরী হইয়া ফুটিয়া রয়,
তখন কহ রে কহ ওরে নর
কাহার প্রকাশ তাহারা বয়?
তাঁহারি প্রকাশ তাঁহারি প্রকাশ
তাঁহারি প্রকাশ তাহারা বয়,

চন্দ্র তারকের যিনি রে অন্তরে
চন্দ্র তারা যাঁর নিয়মে রয়।
গগনের সেই জড় চন্দ্র তারা
যাঁহার শরীর যাঁর আবাস,
জানে না যাঁহারে, তিনি সেই ধন,
চন্দ্রমা তারকে তাঁর প্রকাশ!
আনন্দ-মূরতি প্রাণারাম সেই
অমৃতের রূপ প্রভাত-কালে,
আনন্দ মূরতি প্রাণারাম সেই
জাগ্রত প্রদোষ নিশির ভালে।
কিন্তু কহ দেখি তুমি হে মানব
কহ তো চিন্তিয়া মনে তোমার,
এ সকল ছাড়া পৃথিবীর মাঝে
নরে আবির্ভাব নাহি কি তাঁর?
যদি দেখা যায় চন্দ্রমা তারকে
মঙ্গল-ময়ের প্রভাব এত,
মানুষের তবে সুন্দর আননে
আরো তাঁর ভাব প্রকাশ কত!

নর-মুখ-শ্রীতে তাঁর আবির্ভাব
যদি না হেরিলে তবে কি আর,
মৃত্যুরূপ এই জড়ের মধ্যেই
হেরি তৃপ্তি পাবে মন তোমার?
পশুর রাজ্যেই তাঁর রাজ্য-পাট
সুধু কিহে তুমি হেরিবে সদা?
সে চিত্রকরের উচ্চ চিত্র নরে
তাঁর হস্ত নাহি হেরিবে কদা?
ধর্ম্মাত্মা নরের অনুরাগ ভরা
মুখে সেই জ্যোতি রয়েছে জাগি,
প্রেম-বিগলিত পুণ্যাত্মা জনের
প্রেমাশ্রু-পতন বিভুর লাগি,
ইহাতে যতেক কোথায় এতেক
জ্বলন্ত বিকাশ আছে তাঁহার,
নিম্নে ধরাতলে ঊর্দ্ধে গ্রহ-দলে
নাহিক ভূধরে সাগরে আর।
সাধু পুণ্যশীল মানব আত্মার
কি উচ্চ কঠোর ধরম বল,

মহান্ চরিত চমৎকার ভাব
হিয়া কি পবিত্র অতি কোমল।
পুণ্যাত্মাদিগের শুদ্ধ পূত হিয়া
সেই অমৃতের প্রিয় কেতন,
শীতল পবিত্র ব্রহ্ম-আবির্ভাব
সেথায় যেমন, নাহি এমন।
ব্রহ্ম-পরায়ণ সাধুর বদনে
তাঁহার আনন্দ-রূপের ভাতি,
এই পুণ্যশীল সাধু-দল যথা
সেথাই তাঁহার বিমল জ্যোতি।
যেখানে তাঁদের মহা উচ্চ নাদ
ব্রহ্ম আরাধনা সেই এ ঘরে,
অমৃতময়ের অমৃত বিকাশ
আনন্দের ধারা নিয়ত ঝরে।
সেই আমাদের সমাজ-মন্দিরে
তাঁহারি বিকাশ তাঁহারি ভাতি।
ওই হের ওই আলোক-কিরণে
প্রকাশ তাঁহার পবিত্র জ্যোতি।

ফিরাও নয়ন　　　ঐ সব হ'তে
　　হৃদয়ে আপন বারেক হের
দেখ রে তাঁহার　　　প্রসন্ন মূরতি
　　কি উজ্জ্বল কত বিমলতর !
হে মানব তবে　　　দেখিলে হে যদি
　　হৃদে সত্য সেই ব্রহ্ম সনাতন,
মানব জনম　　　কর রে সফল
　　প্রীতি-পুষ্প তাঁয় করি অর্পণ।

তৃতীয় ব্যাখ্যান।

অন্তরে আত্মাতে ঈশ্বরের আবির্ভাব।

হে মানব ধর চিতে হেন কি বাসনা
যিনি রে অন্তরতম
হৃদয়ের প্রিয়তম
তাঁহারে ছাড়িয়া দূরে রাখিবে আপনা?
অজস্র করুণা তাঁর ভুঞ্জি বার বার
মনে কি না হয় কভু
জ্ঞান প্রাণ-দাতা বিভু
পরম সুহৃদ্ সে যে তিনি সবাকার।
তবে কি হইতে পারে
এ হেন বাসনা নরে
তাঁহা হ'তে আপনারে দূরান্তে রাখিতে?
প্রকৃত নরের একি বাঞ্ছা হয় চিতে?
পাপের পঙ্কেই হোক কলঙ্কিত মন,
নিয়ত অশুচি থাক
বিষয়ে মজিয়া যাক

তাঁ হ'তে রহিতে দূরে করিবে মনন ?
হবে কি মানব আত্মা এত অচেতন ?

আহা ! মানবের ভাগ্যে হইবে উদয়
এ হেন দুৰ্দ্দশা কি রে,
তাহার চিত্ত-মন্দিরে
ঈশ-স্পৃহা একেবারে পাইবে বিলয় ?
রুদ্র মূৰ্ত্তি যে বা তাঁর করিছে ঈক্ষণ
উদ্যত বজ্রের সম
দর্শন ভীষণতম
সৰ্ব্বদা নিরখি হয় সঙ্কুচিত মন।
যদিও সে মনে চায়
পৃথক করিয়ে তাঁয়
দূর করি দিবে নিজ হৃদয় হইতে।
সে কি আত্ম-নাদ এই পায় না শুনিতে ?

"কোথায় পলাবে ওরে পাপিষ্ঠ মানব ?
তাঁহা ছাড়া অন্য আর
কে আছে দিতে নিস্তার

তাঁহার আশ্রয় হ'তে বিচ্যুত হইয়া
পাইবে শরণ আর কোথায় যাইয়া ?"

হয়েছ শঙ্কিত তুমি পাপের তরাসে।
তাঁ হ'তে মুকতি চাও
তাঁহার শরণ লও
সাধিলে তাঁহারে মুক্তি পাবে অনায়াসে।
কি ফল লভিবে বল দূরে গিয়া তাঁর ?
পাপেতে মজ্জিত হিয়া
সেও কভু দূরে গিয়া
তাঁ হ'তে থাকিতে পারে হইয়া অন্তর ?
গিরির গুহার তলে
গভীর সাগর জলে
যাইবে পলায়ে যাক যথা ইচ্ছা হয়।
তাঁহার শরণ বিনা না যাইবে ভয়।

অতএব ওহে নর! পাপ কর্ম্ম করি,
স্তেন সম দূরে গিয়া
রহিও না পলাইয়া

হৃদয়ের কপটতা করিয়া মোচন
ব্যাকুল অন্তরে তাঁর লও হে শরণ।

বলরে প্রার্থনা-বাণী হইয়ে কাতর।
“হে বিভো! করুণাকর
আমারে গ্রহণ কর
হয়েছি জঘন্য আমি পাপিষ্ঠ পামর।
হৃদয়ের নিকেতন পড়িয়াছে ঢাকা
গভীর তিমিরে অতি,
তুমি হে জ্যোতির জ্যোতি
আলোকে লইয়া যাও বারে দিয়ে দেখা।
শত দণ্ড দেও তুমি
বহন করিব আমি
কিন্তু গো কুটিল পাপ হ’তে মুক্তি দাও,
তোমার প্রসন্ন মুখ বারেক দেখাও।”

সন্তাপে পূরিত চিত্ত ব্যাকুল হইয়া
দাঁড়াও কৃপার তরে
বিনয়ে প্রার্থনা ক’রে

তাঁহার করুণা বারি হইবে বর্ষণ,
অবশ্য শীতল হবে পাপ-দগ্ধ মন।

আত্মঘাতী সেই পাপী অতি দুরাচার
পাপ করি নাহি চায়
যে জন ঈশ্বরাশ্রয়
মনে করে "সেই ভাল না থাকে ঈশ্বর,
নাহি থাকে পরকাল—পাপ-পুণ্য-গতি
তা হলে উত্তম হয়।"
মিথ্যা এ সিদ্ধান্ত কয়,
"নাস্তি পরকাল নাহি জগতের পতি।"
সদত ইহাই ভাবে
তাঁ হ'তে দূরেতে রবে
হইয়া মোহেতে মুগ্ধ সদা দেখে ভয়।
ক্ষণে কত উঠে মনে কুটিল সংশয়।

কৃপা-পাত্র সেই হায় কি দুর্দ্দশা তার,
আত্মার পাবে না সায়
তবু সে বলিতে চায়

নাহিক ঈশ্বর, পরিত্রাণের কারণ,
তথাপি রহিবে সেই মুদিয়া নয়ন !

দেখিছে সর্ব্বদা সেই জাগ্রত ঈশ্বর
পুণ্য-পাপদর্শী ও যে
সম্মুখে সদা বিরাজে
ভয়েতে অন্তর কাঁপে তবু নাহি ডর।
ডাকেন পরমপিতা আপনার পানে,
কিন্তু কেবা কারে কয়
তাহে চিত নাহি ধায়
বধির অভাগা নর নাহি শুনে কানে।
হে সাধক তব চিত
তাঁহার শাসনে ভীত
হতেছে কি? করো না করো না কোন ডর,
শাস্তিই ঔষধ তাঁর নরের উপর।

এখনি হইতে লও তাঁহার শরণ,
তা হলে নিশ্চয় জানি
ঘুচিবে সকল গ্লানি

মনের বিষাদ সব হইবে মোচন,
আপদ বিপদ ভয় হবে নিবারণ।

পুণ্যের আলোকে আত্মা পূরিবে তোমার,
ঈশ্বরের বাক্যে পুন
আকৃষ্ট হইবে মন
পাইবে তাঁহার সহবাস অধিকার।
হবে রে মৃত্যুর দিন যবে উপস্থিত,
ভাব দেখি সেই দিনে
কি সন্তাপ হবে মনে
যখন সম্মুখে তাঁর হবে উপনীত ?
"কেহ করিবেন মনে
পাপ-পথ পর্য্যটনে
ঈশ্বর হইতে দূর ছিলাম যখন,
উদ্ধারের আশা মম ছিল না তখন।

ঈশ্বর মঙ্গলময় করুণা-সাগর।
তাঁহার প্রসাদ-বলে
তাঁহার চরণ তলে

ত্যজি কুটিলতা পুন হয়েছি আগত,
ইহা না হইলে মম কি দশা হইত!"

কেহ কহিবেন স্মরি বিগত দুষ্ক্রিয়া।
"হায় রে আমার তবে
কি দশা এখন হবে
পারি না বহিতে আর শোক-দগ্ধ হিয়া।
কোথায় যেতেছি আমি কি গতি হইবে?
সত্যের সুপথে যদি,
চাহিতাম সে অবধি
থাকিতে, থাকিতে আমি পারিতাম তবে।
কিন্তু দুর্ম্মতির বশে
আপন মঙ্গল আশে
আপন জীবনে ফিরে চাই নি কখন
ঈশ্বরের স্নেহ ভাষে পাতি নি শ্রবণ।"

ভাবিও না দূর মৃত্যু; কি তার নিশ্চয়?
হেন কহিও না মুখে
"যৌবন ইন্দ্রিয়-সুখে

কাটাই, সাধিব বৃদ্ধে ধর্ম্মের বিষয়,
করিব ঈশ্বরে চিত্ত মগ্ন সে সময়।”

অদ্যই সংগ্রহ কর যা পার সম্বল।
অপর দিনের তরে
থেকো না নির্ভর ক’রে
অবসরে বৃদ্ধি পায় অসুরের বল।
মানসের তৃষ্ণা যদি একটি ত্যজিতে,
কুটিল মনের ভাব
একটিও পরাভব
অদ্যই করিতে পার, অদ্যই করিতে;
মনের শিথিল ভাবে
পিছে হটিও না তবে
“আজি এ মিটাই তৃষা, কালি হবে হ্রাস”
ভাবিও না, ভাবিলে সে বৃথা অভিলাষ।

হেন ইচ্ছা হয় যদি নিশ্চয় সে জানা
মোহের রজনী ঘোর
এখনো হয় নি ভোর

এখনো মানস হতে হয় নাই দূর
কুটিল হৃদয়-চর প্রবৃত্তি নিষ্ঠুর।

মনের দুরিত ভাব হোক দূরীকৃত
যে চায় সদত মনে,
অপবিত্রতার সনে
ক্ষণেও তিষ্ঠিতে কি হে চায় তার চিত?
এখনি দাঁড়াক সেই তাঁহার নিকটে।
বিনষ্ট ধর্ম্মের জয়
চাহে যেই পুনরায়
আপন মুক্তির আশা রাখে চিত্তপটে,
শত অনুতাপ-বলে
ভাসুক নয়ন-জলে
পাপের কাটিয়া যাবে দৃঢ় আকর্ষণ,
শোকের প্রদীপ্ত শিখা হবে নির্ব্বাপণ।

তখন তাহার মনে হইবে না আর,
ঈশ্বর হইতে আমি
দূরান্তর পথে ভ্রমি

থাকুন ঈশ্বর দূর হইতে আমার,
হৃদয়ে হইবে দীপ্ত প্রেমের সঞ্চার।

তখন সন্তাপ-অগ্নি উঠিবে জ্বলিয়া
তাঁর সহবাস-ভোগ
তাঁহার সহিত যোগ
করি নাই বলি সেই উঠিবে কাঁদিয়া
বলিবে "পূর্ব্বের সেই বিচ্ছেদ সময়
হইয়া ঈশ্বর-হীন
হইয়া কৃপণ দীন
কি শূন্য কি অপবিত্র ছিল রে হৃদয়;
এখন প্রসাদে তাঁরি
নয়নে তাঁহারে হেরি
তিনিই করুণা করি আমার নিকট
করেছেন জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ প্রকট।

তখন জানিল নর নিজ পরীক্ষায়,
যেই ভক্ত মহাজ্ঞানী
আত্মায় সাক্ষাৎ জানি

নিয়ত ব্রহ্মের ভাব করে দরশন,
তারি নিত্য শান্তি ; নাহি লভে অন্য জন।

তখন দেখিল নর, মানসে চিন্তিয়া,
তেয়াগি ঈশ্বরে যবে
একাকী ছিলাম ভবে
করেছি বহন তবে কি ব্যাকুল হিয়া।
এখন তাঁহার পাশে করি আগমন
সকলি জ্যোৎস্নাময়।
সকলি সে সুধাময়
দুইটি দশার দুই পার্থক্য কেমন!
তাঁ হতে সুদূরে থাকি
অগ্রে সে ছিল অসুখী
এখন আত্মস্থ করি দেখিয়া তাঁহায়
নাহিক তাহার কোন বিপদের ভয়।

বাহিরের শত শত্রু আক্রোশে ভীষণ
যদি আক্রমণ করে
তখন আসিয়া তারে,

পারে না আত্মার শান্তি করিতে হরণ,
আত্মারাম ব্রহ্মে নর লভেছে যখন।

শোকের তীব্রতা নাই নিকটে তাহার,
মৃত্যুর নাহিক ডর
নাহি পাপ গ্লানিকর
অমর সে, শোকের পাপের গিয়ে পার।
নিয়ন্তা একাকী বিশ্বে যিনি সবাকার
একা সর্ব্বভূত মাঝে
অন্তরাত্মা হয়ে রাজে
এক মাত্র রূপে দেন বিবিধ আকার।
সেই ব্রহ্মে যেই জ্ঞানী
আত্মায় সাক্ষাৎ জানি
নিয়ত তাঁহার ভাব করে দরশন,
তার নিত্য শান্তি ; নাহি লভে অন্য জন।

অনিত্য তাবৎ এই বস্তুর ভিতর
কেবল একাকী নিত্য
যিনি শুদ্ধ সার সত্য

সর্ব্ব চেতনের যিনি চেতন ঈশ্বর
কাম্য বস্তু সবাকার দেন নিরন্তর।

এমন ব্রহ্মেরে যেই প্রশান্ত বিদ্বান্
আপন আত্মাতে হেরে
নিত্য শান্তি লাভ করে,
সেই নিত্য শান্তি কভু অন্যে নাহি পান।
আত্মায় দেখিলে ব্রহ্মে দেখা হয় তবে।
এই পবিত্র সমাজে
এই আলোকের মাঝে
রয়েছেন তিনি এও দূর এক ভাবে।
সমাজের গৃহেতেই
তাঁর আবির্ভাব এই,
এই তো, তথাপি নয় নিকট এ অতি
অন্তরেই নিকটে সে অন্তরের পতি।

দেহ-মন্দিরের দেব পরম ঈশ্বর।
বাহিরে তাঁহার দেখা,
দেখিলে, সে দূরে দেখা

সেই সে নিকটে দেখা হৃদয়ে যখন।
তিনি আমাদের হন নিজস্ব রতন।

অনল অনিল বারি চন্দ্রমা তপন,
এরা সাধারণ ধন,
তিনি সুধু তাহা নন,
প্রত্যেক নরের তিনি নিজস্ব রতন।
বিশেষ সম্বন্ধ প্রতি আত্মায় তাঁহার,
প্রত্যেকের অন্তর্যামী
শরীরের পুরস্বামী
গৃহের দেবতা তিনি প্রত্যেক জনার।
আমার জনক এই,
আমার জননী এই,
আমার ভগিনী এই, ভ্রাতা এই জন,
তাদের 'আমার' বলি ডাকিরে যেমন,

পরম কারণ সর্ব্ব বিশ্ব-বিধাতারে
তেমতি আমার জানি
আত্মার আত্মীয় মানি

একান্ত হৃদয়ে বলি, আমার ঈশ্বর,
অন্তর আকাশে ভাসে প্রেম-দিবাকর।

নিখিল জগতপতি পরম ঈশ্বরে
মনে যেই জন ভাবে
অল্পও অন্তরে, তবে
সদা উঠে ভয় তার মানস বিবরে।
যখন আত্মাতে দেখি তাঁহার উদয়,
তাঁহার সহিত যোগ
তাঁর সহবাস ভোগ
তাঁহারে লভিয়া হই নিঃশঙ্ক হৃদয়।
অহো! কি আশ্চর্য্য দেখি!
ভুবন উজ্জ্বল একি,
অন্তর বাহিরে দীপ্ত স্বরূপ তাঁহার
দেখিতেছি রহিয়াছে সর্ব্বত্র প্রচার!

করিতেছি যেই দুই নেত্র উন্মীলন,
অমনি সকল দিকে
নিরখি নয়নে তাঁকে

পুন করিতেছি যবে নেত্র নিমীলন
তাঁরি স্বপ্রকাশ মুর্ত্তি অন্তর-শোভন।

চতুর্থ ব্যাখ্যান

আত্মাতেই ঈশ্বরের সহবাস।

এই পূর্ব্বক্ষণে এই শুনিলাম
“শরীরের পুরস্বামী
ব্রহ্ম আমাদের গৃহের দেবতা
আত্মার অন্তরযামী।
যে জন তাঁহাকে আত্মায় নিরখে
যথার্থ হেরে সে জন,
তাঁরে যে অন্তরে অন্বেষণ করে
সফল তার যতন।”
কিন্তু কয় জন হেন অন্বেষণ
করিছে স্বীয় অন্তরে,
আপনা হারায়ে বাহিরে বিষয়ে
সর্ব্বস্ব অর্পণ করে।

বাহিরে কখন হয় না দর্শন
তাঁহারে নিকট করি
আছেন আকাশে নহেকো সেখানে
সম্পূর্ণ নিকট হেরি।
সকল জগতে প্রতিরূপ তাঁর
প্রকাশ করেন বিভু,
মানব আত্মায় তাঁর রূপ ভায়
নহেকো অন্যত্র কভু।
অনন্ত সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে অতুল
নর-মুখ-শ্রীর পরি
ধার্ম্মিক জনের হিত অনুষ্ঠানে,
প্রতিরূপ তাঁর হেরি।
সাক্ষাৎ স্বরূপ কিন্তু আছে তাঁর
প্রত্যেক নর আত্মায়,
সত্য জ্ঞান রূপে অনন্ত স্বরূপে
আছেন ব্যক্ত সেথায়।
শান্ত শিবময় অদ্বৈত ঈশ্বর
প্রকাশিত সেইখানে

ইহা ছাড়া আর প্রতিরূপ তাঁর
রয়েছে সকল স্থানে।
স্নেহে জননীর সৌহার্দ্দে ভ্রাতার
সতীর পবিত্র প্রেমে
তাঁর প্রতিরূপ আত্মাতেই রূপ
নরের সৌভাগ্য ক্রমে।
হিরণ্ময়-জ্যোতি আত্মা-আবরণে
সাক্ষাৎ তাঁহার বাস
বিরাজেন সেথা সত্য প্রেম রূপে
অমৃত রূপে প্রকাশ।
জগৎ সংসার সকলি তাঁহার
মলিন দর্পণ হয়,
আকার-বিহীন বিমল মূরতি
সুস্পষ্ট সেথায় নয়।
আত্মায় যেমন সুন্দর শোভন
কোথাও নহে এমন,
যে জন অন্তরে অন্বেষণ করে
সফল তার যতন।

কিন্তু রে কেমনে আত্মা-নিকেতনে
তাঁহার রূপের ভাসা,
সেথা কি প্রকার আবির্ভাব তাঁর
হইতে পারে জিজ্ঞাসা।
কহে বহু জন "যথা আপনাকে
শরীরে জানি নিশ্চয়,
সত্ত্বা আপনার স্পষ্ট করি বোধ,
এমন ব্রহ্মকে নয়।"
আপন আত্মার আত্মা যে মহান্
আত্মাই শরীর যাঁর,
এ কি বিড়ম্বনা, তাহারা সেখানে
দেখে না প্রকাশ তাঁর।
কেমনে দেখিবে? যেমনে দেখিলে
হয় ঠিক নিরীক্ষণ
তেমন করিয়া তাঁহাকে তাহারা
করে না তো দরশন!
জ্ঞানে জানা যায় ক্ষুদ্র পদার্থের
আশ্রয় অপরিমিত,

পারে না থাকিতে জীবাত্মা কখন
হয়ে সে আশ্রয়চ্যুত।
যিনি রে আমার আশ্রয় আধার
তাঁরে পরিত্যাগ করি
ছিন্ন-মূল হয়ে শূন্যের উপরে
কেমনে থাকিতে পারি?
আমরা তো এই ফুল ফল তরু
দেখ্‌ছি পল্লব শাখা,
কিন্তু কে কহিছে নাহি তার মূল,
যদিও সে আছে ঢাকা?
এই আমাদের ক্ষুদ্র পরিমিত
জীবাত্মাও ক্ষণ তরে,
সে মূল কারণ হইতে ক্ষরণ
হইয়া থাকিতে নারে।
আপনারে যবে, জানিতেছি নিজে,
তখনি এ জানিতেছি,
পরিমিত আমি আশ্রিত মানব,
তাঁহার আশ্রয়ে আছি।

নিজ জ্ঞান প্রতি তাকাও বারেক
করি চিত্ত সমাধান,
চারি দিকে তার দেখিতে পাইবে
রহিয়াছে পরিমাণ।
কিন্তু সে সীমায় আবদ্ধ নরের
ক্ষুদ্র এই সৃষ্ট জ্ঞান
করিছে প্রকাশ ঈশ্বরের সেই
অসীম জ্ঞান মহান্।
দেখ রে আপন ইচ্ছা ক্ষুদ্র কত,
অথচ স্বাধীন হয়,
স্বাধীন, অথচ মহতী ইচ্ছার
অধীনে সংযত রয়।
দেখ পরীক্ষিয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম
আপন সকল ভাব,
অনন্ত স্বরূপে স্থাপিত না হ'লে
নাহি করে তৃপ্তি লাভ।
দেখিবে আত্মারে রয়েছে ঈশ্বরে
করিয়া অবলম্বন,

আত্মাকে দেখিয়া আত্মার সহিত
দেখিবে মূল কারণ।
সর্ব্ব ভূত যথা, রহেছে তিষ্ঠিয়া,
আকাশ-আশ্রয় পরি,
আকাশের সহ রয়েছে সকল
ঈশ্বরে আশ্রয় করি,
জীবাত্মা তেমতি পরম আত্মারে
করিয়া দৃঢ় আশ্রয়,
অক্ষয় অভয় ব্রহ্ম সনাতনে
প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়।
রথের চক্রের নীচে ও উপরে
নাভি * ও নেমির † মাঝে
নাভি ও নেমিরে অবলম্ব করি
যথা সর্ব্ব অর ‡ সাজে

---

* চক্র-মধ্য-স্থান।

† চক্রের প্রান্ত ভাগ।

‡ যাহাকে চক্রের পাখা বলে।

এও সেই রূপ ভূমণ্ডল-গত
সমস্ত পদার্থ রাশি,
উপরে বিস্তৃত অগণন লোক
দেবতা দ্যুলোক বাসী,
সকল জীবের, সমুদায় প্রাণ,
জীবাত্মা যতেক আছে,
সকলে একত্র পরম আত্মায়
আলম্বিত রহিয়াছে।
নৈকট্য এমন জীবাত্মা এবং
পরম ব্রহ্মের সনে,
ব্যবধান হয়ে পৃথক্ করিতে
আকাশ নাহি সেখানে।
আত্মার সহিত এত যে নিকট
সম্বন্ধ রাখেন বিভু
তবু কি আমরা, আশ্রিত হইয়া,
তাঁরে না জানিব কভু?
যেই শান্ত মতি মানব পুঙ্গব
অন্তরে দেখে তাঁহারে,

এক অদ্বিতীয় সেই সে আপন
আশ্রয়-দাতারে হেরে।
জীবাত্মার সনে পরম আত্মার
নিয়ত একত্র থাকা
উভে উভয়ের সহিত মিলিত
উভে উভয়ের সখা।
একটি আশ্রয় একটি আশ্রিত
শরণ শরণাগত,
এক ফল-ভোগী, এক ফল-দাতা,
নিকট সম্বন্ধ এত।

অনেক এমন কহে, শুনা যায়,
প্রণিধান নাহি করে,
"অসম্ভব ইহা, তাঁর সহবাস
করিতে পারে কি নরে?
সঙ্গী মানুষের হইবে মানুষ,
ইহাই সম্ভবপর,
কিন্তু কোথা সেই আদি-অন্ত-হীন
কোথা এই ক্ষুদ্র নর!

ক্ষুদ্র জীব এই মানব আমরা,
তাহাতে হের আবার,
বিবিধ দুর্গতি নানা অভাবের
নিত্য সহিতেছি ভার।”
সেই সে মহান্ শাশ্বত পুরুষ
সর্ব্বত্র হেরিয়ে তারা,
হেরি ক্ষুদ্র পুন আপনার ভাব
ভয়েতে আকুল সারা।
এখন জিজ্ঞাসা এই হ’তে পারে,
সহবাস কারে কয়?
সরল উত্তরে, একত্র থাকাই
কহি সহবাস হয়।
দূরে রহে যেই তাহার সঙ্গেই
পারে না হ’তে মিলন।
যে অন্তরতম তাঁহাতে মিলন
হবে না এ কেমন?
নিকটেই যিনি, তাঁর সহবাস
হবে না কেমন ক’রে

আশ্রয় হইতে, আশ্রিত যে জন,
পারে কি থাকিতে দূরে ?
মহা ঋষিগণ সহবাস তাঁর
লভিয়া প্রাচীন কালে,
স্বীয় মুষ্টি-গত আমলক-সম
গিয়াছেন তাঁরে ব'লে।
আমলক ফলে কর দিয়ে যথা
আমরা পরশ করি,
সেই রূপ মোরা আপন আত্মায়
তাঁহারে ছুঁইতে পারি।
নিকট বলিয়া পরশ করিয়া
আত্মা জানিতেছে তাঁয়,
তাঁহার সহিত সংস্পৃষ্ট হয়ে
তবে সে জীবন পায়।
এত সন্নিকটে রয়েছেন দেব,
মিলন কিসে না তবে,
এও সহবাস যদি না কহিবে,
তবে আর কারে কবে ?

যখন আমরা মুকত হৃদয়ে
জানাই হৃদ-বেদনা
শুনেন, শুনেন আবার যখন
তাঁহার করি প্রার্থনা।
দিতেছেন জ্ঞান সত্য বুঝাইয়া,
সরস অমৃতময়
কহিছেন কথা, তাও শুনিতেছি।
একি সহবাস নয়?
বলিতেছি যবে যাহা কিছু আমি,
তিনি শুনিছেন তাহা,
শুনিতেছি আমি সকল আদেশ,
তিনি করিছেন যাহা।
তাঁহার দক্ষিণ আনন সুন্দর
করিতেছি দরশন,
করিতেছি আর জ্ঞানের তাঁহার
মহতী শিক্ষা শ্রবণ।
যবে যে প্রার্থনা করিতেছি তাঁরে
তাহার পেতেছি সায়,

ইহা যদি নহে সহবাস, তবে
সহবাস কারে কয় ?
তাঁহার সহিত সহবাস করা
নাহি যায় কহে যারা,
বারেক অন্তরে যদি চিন্তা করে,
তা হ'লে বুঝিবে তারা।
তা হ'লে তাদের সংশয়িত মনে
হইবে দৃঢ় প্রত্যয়,
তাঁর সঙ্গে যথা হেন সহবাস
অন্য কারো সনে নয়।
তাঁর উপদেশ গভীর বাণীর
কোনই শবদ নাই,
অথচ আমরা আত্মায় আপন
নিয়ত শুনিতে পাই।
তাঁর সহবাস অভিলাষ করি
না চাই ইন্দ্রিয় স্থূল,
চক্ষু নাসিকার নাহি প্রয়োজন,
না চাই শ্রবণ মূল।

পরম ঈশ্বর স্বয়ং যেমন
অনেত্র অকর্ণ হন,
অথচ সকল দেখেন সহজে,
করেন সব শ্রবণ।
তেমতি আমরা নেত্র দিয়া নহে
কিন্তু দেখিতেছি তাঁরে,
তেমতি আমরা কর্ণ দিয়া নহে
কিন্তু শুনিতেছি তাঁরে।
তাঁর বাক্য যবে মোরা এই ভাবে
শুনিতেছি অনুক্ষণ,
স্পর্শ করিতেছি, সাক্ষাৎ তাঁহায়
করিতেছি দরশন।
সহবাস ছাড়া কি কথা এমন
মানবের আছে আর,
যাহাতে করিয়া মনোভাব তার
করিতে পারে প্রচার।
রস-স্বরূপ ব্রহ্ম পরাৎপর
বিমল আনন্দ-ঘন,*

---

* ঢেলা।

তাঁহারে লভিয়া পরিশুদ্ধ জীব
আনন্দে হয় মগন।
নয়ন ব্যতীত যেমন তাঁহারে
জ্ঞানে দরশন করি,
স্পর্শেন্দ্রিয় ছাড়া আত্মায় তাঁহাকে
পরশ করিতে পারি,
আস্বাদি তেমতি বিনা রসনায়
তাঁহার আনন্দামৃত,
তাঁহার অতুল প্রেম-সরোবরে
জীবাত্মা রহে মজ্জিত।
তাঁহার পবিত্র আনন্দ যখন
আত্মাতে হয় উদয়,
রস-স্বরূপ বলিয়াও তাঁরে
সকল বলা না হয়।
এখানে কোনই রসের সহিত
মিল সে রসের নাই,
সে যে অনুপম, তাঁহার তুলনা
কোথা না খুঁজিয়া পাই।

তাঁর সহবাস করিতে হইলে
ইন্দ্রিয় নাহিক চাই,
স্বয়ং পুরুষ তিনি অতীন্দ্রিয়।
তাঁর সহবাসো তাই।
আমাদের এই জীবাত্মা যখন
তাঁহারে পরশ করে,
তাঁহার দক্ষিণ সুপ্রসন্ন মুখ
আনন্দের সহ হেরে,
তাঁহার অমৃত রস করে পান,
আদেশ করে শ্রবণ,
তখন তাহার কর্ণ নেত্র আদি,
কারো নাই প্রয়োজন।
এই সব ধ'রে সম্বন্ধ তাঁহার
এতই নিকটে পাই,
জীবাত্মা ঈশ্বর, উভয়ের মাঝে
আকাশ ব্যবধি নাই।
কেননা তাঁহারা উভয়ে আছেন,
আকাশ অতীত হয়ে,

জীবাত্মা রয়েছে　　পরম আত্মারে
　　পরশি আপনা দিয়ে।
বিচিত্র সৃষ্টির　　শোভা রমণীয়
　　বিকীর্ণ রয়েছে এত,
ধার্ম্মিক নরের　　হৃদয়-নিঃসৃত
　　ধর্ম্ম আচরণ শত,
বান্ধব জনের　　হৃদয়ের তৃষা
　　বান্ধব-জন-প্রণয়।
বাহিরের এই　　বিষয় তাবত
　　তাঁর প্রতিরূপময়।
ইহাতে তাঁহার　　অতুল্য মঙ্গল-
　　ভাবের আদর্শ দেখি,
আনন্দের সহ　　কৃতজ্ঞ হৃদয়ে
　　কৃতার্থ হইয়া থাকি।
কিন্তু আমাদের　　অন্তরের মাঝে
　　তাঁরে যে সাক্ষাৎ করি,
সব চেয়ে এই　　উচ্চ অধিকারে
　　আমরাই অধিকারী।

বাহিরে সর্ব্বত্র রয়েছে ছড়ান
সব প্রতিরূপ তাঁর,
অন্তরে তাঁহার সাক্ষাৎ স্বরূপ
হেরিতেছি বার বার।
রস-স্বরূপ, তৃপ্তির কারণ,
কেন যে তাঁহারে কয়,
সেখানে তাঁহারে দেখিলে অমনি
স্পষ্ট অর্থ বোধ হয়।
রস-স্বরূপ, তৃপ্তির কারণ,
অনন্ত সুখ-ভবন,
ব্রহ্ম পরাৎপরে লাভ করি জীব
আনন্দে হয় মগন।
বায়ু বৃষ্টি আদি চন্দ্র সূর্য্য তারা,
সকল মিলিয়া, তাঁর
করে বিতরণ আমাদের তরে
প্রসাদ অতি উদার।
কিন্তু আপনাকে আপনি প্রকাশি
মোদের অন্তর-দেশে,

যত ভালবাসা প্রকাশেন তিনি,
এমন অপর কিসে ?
দক্ষিণ আনন* তাঁর অনুক্ষণ
করিছেন সুপ্রকাশ,
প্রেম আলিঙ্গন করিয়া অর্পণ
মিটাইয়া দেন ত্রাস।
নিজ সত্য-পথে করুণা করিয়া
রাখিছেন অনুক্ষণ,
তাঁহার সহিত, এই আমাদের
প্রধান প্রেম-বন্ধন।
আপনাকে নিজে আমাদের তরে
তিনি যে করেন দান,
সকল দানের হইতে অধিক
এ তাঁর প্রধান দান।
তিনি যে মোদের অমৃত রাজ্যের
দিয়াছেন অধিকার,

* প্রসন্ন মুখ।

সব অধিকার হইতে অধিক
এ প্রধান অধিকার।
আশ্চর্য্য! মোদের এই মর্ত্ত্য হ'তে
হইতেছে অবগতি,
তিনিই মোদের পরম সম্পদ,
তিনিই পরম গতি।
ইহ পরকালে স্থিতির কারণ
তিনিই পরম লোক,
উপভোগ হেতু তিনিই আনন্দ
আঁধারে তিনি আলোক।

পঞ্চম ব্যাখ্যান।

ঈশ্বরের প্রেমদৃষ্টি।

কি বন্ধনে বাঁধা মোরা আছি চিরকাল
পরম আত্মার সহ, কেমন করিয়া
তাঁর সহবাস-সুখ লভিবারে পারি,
এই মাত্র সে সব বলেছি বিস্তারিয়া।

চক্ষুর অগ্রাহ্য সেই দেব মহেশ্বর,
আত্মায় নিরখি তাঁর প্রকাশ উজ্জ্বল।
কর্ণের অতীত তিনি, অথচ আমরা
আজ্ঞা উপদেশ তাঁর শুনি অবিকল।

সুধু চক্ষু কর্ণ নহে; যা কিছু ইন্দ্রিয়,
সবার অতীত তিনি—কিন্তু রে কেমন,
সুন্দর মঙ্গলময় সত্যভাব তাঁর
অনায়াসে করিতেছি আমরা গ্রহণ।

তাঁহার অমৃতানন্দ-রস করি' পান
বিষাদ ডুবিয়ে যায় তৃপ্তির সাগরে,
ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য তিনি, তবু তাঁর সনে
জীবাত্মা আবদ্ধ গূঢ় সম্বন্ধের ডোরে।

পবিত্র হৃদয়ে যবে ধ্যান-মগ্ন হই,
তখন আত্মায় তাঁর পাই দরশন,
করি' সহবাস সেই ভূমার সহিত
সার্থক হতেছে ক্ষুদ্র মোদের জীবন।

যখন দেখিতে পাই জ্ঞান-চক্ষু তাঁর
রয়েছে উপরে মোর হয়ে বিকসিত,
আমার নয়ন পরে তাঁহার নয়ন,
তখনি মিলন হয় তাঁহার সহিত।

দেখ ওহে একবার করি অনুভব
জ্ঞান-চক্ষে করিয়া আত্মারে সমুন্নত,
ঈশ্বরের দৃষ্টি তবে পাইবে দেখিতে
প্রেম-দৃষ্টি তাঁর সেই দৃষ্টি অবিরত।

ঈশ্বরের প্রেম-ভাব রয়েছে যেমন,
আমারো হৃদয়ে আছে সেই প্রেম-ভাব,
প্রীতি-নেত্রে চাও সেই ঈশ্বরের পানে,
করিবে উদার তাঁর প্রীতি অনুভব।

উদাসীন ভাবে যদি চাও তাঁর পানে,
সে প্রেমময়ের প্রেম নারিবে হেরিতে।
প্রীতি অনুরাগ সহ চাও একবার,
তাঁহার উজ্জ্বল মূর্ত্তি পাইবে দেখিতে।

প্রেমের অমৃত-ভাব পূর্ণ নাহি হয়
একেই যদ্যপি করে তার প্রেম দান,
তবে সে প্রেমের ভাব হয় সম্পূরণ,
যখন উভয়ে করে আদান প্রদান।

প্রেম-দাতা দেন যেই প্রেম আমাদের,
তাহাই মোদের প্রেম করে আকর্ষণ।
তাঁহার অজস্র দানে কৃতার্থ আমরা
আমাদের প্রেম-বিন্দু করিয়া অর্পণ।

ঔদাস্যের সহ তাঁরে করিলে দর্শন,
পড়ে না উজ্জ্বল সে প্রেমের এক রেখা।
জ্ঞানের নয়ন প্রেমে করিয়া রঞ্জিত
দেখিলে, তবে সে প্রেম-দৃষ্টি যায় দেখা।

মাতার স্নেহের ন্যায় প্রেম-দৃষ্টি তাঁর
সকল জগৎ রাখিয়াছে সিক্ত করি',
সকল জগৎ আর প্রত্যেক জনের
হৃদয় রয়েছে তাঁর স্নেহ-রসে ভরি।

প্রত্যেক জনেরে তিনি এক এক করি
বিশেষ করিয়া করিছেন নিরীক্ষণ,
একাকী বিশ্বের বন্ধু প্রত্যেক আত্মার
প্রেম-ক্ষুধা-শান্তি করিছেন অনুক্ষণ।

এই ধরাধামে যদি, ভাব একবার,
আমা ছাড়া অন্য আর কেহ না থাকিত,
তাঁহার অসীম এই রাজ্য অধিকারে
একাকী আমার যদি বসতি হইত,

তা হ'লে অখিলনাথ এক পুত্র বলি'
যেমন স্নেহের নেত্রে মোরে হেরিতেন,
এখনো অগণ্য এই জীবের ভিতরে
অবিকল সেইরূপ মোরে দেখিছেন।

মর্ত্ত্যের নৃপতি ক্ষুদ্র আপন রাজ্যের
প্রত্যেক প্রজাকে নাহি জানে কদাচন,
বিশ্বপতি কিন্তু তাঁর অসীম রাজ্যের
প্রত্যেক পুত্রকে দেন স্নেহ-আলিঙ্গন।

জন্ম হ'তে অদ্যাবধি রহিয়াছ যাঁর
শীতল আশ্রয়-তলে, যিনি আপনার
প্রেম-সুধা দিতেছেন এখনি মোদের,
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে কর তাঁরে নমস্কার।

জন্ম হ'তে অদ্যাবধি যিনি আমাদের,
ক্ষুদ্র এ জীবন রাখিছেন বার বার,
ভূমিষ্ঠ হইয়াবধি স্নেহেতে যাঁহার
হয়েছি পালিত, তাঁরে কর নমস্কার।

কোথা হ'তে হ'লো তাঁর স্নেহের উদয় ?
এই পৃথিবীতে কিছু জানিয়া শুনিয়া
আগমন করি নাই আপনা হইতে,
লোষ্ট্র সম অচেতন ছিলাম পড়িয়া।

গভীর আঁধার মাতৃ-কুক্ষির ভিতরে
ছিলাম যখন, কিছু জানি নি তখন,
কিন্তু যেই মেলিলাম আলোকে নয়ন,
কোথা হ'তে স্নেহ আসি' দিল আলিঙ্গন।

জড়-পিণ্ড-সম সেই ভূমিষ্ঠ সময়ে
কি ছিল এমন গুণ, হেন আকর্ষণ,
কহ, আমাদের, যাহে আকৃষ্ট হইয়া
কাহারো মোদের প্রতি হইত যতন।

জন্মের সঙ্গেই কিন্তু অখিল-বিধাতা
কতই দিলেন স্নেহ মাতার হৃদয়ে,
বিপদ হইতে শত শত সেই স্নেহ
রাখিয়াছে আমাদের বর্ম্ম-সম হ'য়ে।

জীবন রক্ষার হেতু তিনি আমাদের
মাতার স্তনেতে দুগ্ধ করিলেন দান।
মাতার হৃদয়ে স্নেহ দিলেন ঢালিয়া
তাই আমাদের বাঁচিয়াছে ক্ষুদ্র প্রাণ।

অজ্ঞান বালক যবে ছিলাম আমরা
করি নি তাঁহার প্রেম প্রার্থনা তখন।
আপনা হইতে তাহা আসি' মর্ত্যধামে
সযতনে আমাদের করিল গ্রহণ।

দয়ার সাগর সেই স্বয়ম্ভূ ঈশ্বর
কত পূর্ব্ব হ'তে দিতেছেন প্রেম তাঁর,
কত কাল পরে তাহা বুঝিয়া এখন
আমরা দিতেছি তাঁকে প্রেম উপহার।

নাহি ছিল দন্ত যবে চর্ব্বণের হেতু,
দুগ্ধ দিয়া পুষিয়া যে রাখিয়াছিলেন,
এখন বদনে দিয়াছেন দন্তপাঁতি
তবে কি হে অন্ন আর নাহিক দিবেন?

ছিল না বুদ্ধির লেশ শৈশবে যখন
তখন বিপদ হ'তে রক্ষা করিতেন,
বুদ্ধিতে সম্পন্ন যদি করেছেন এবে,
এখন আশ্রয় তাঁর নাহি কি দিবেন ?

যখন ছিলাম মোরা অনাথ দুর্ব্বল
পালন করিয়া নিজ কোলেতে তখন,
এখন কি আমাদের ত্যজিবেন তিনি
করিবেন আপনার প্রেমে কি বঞ্চন ?

নিতান্ত সহায়হীন বাল্যে আমাদের
জনক জননী তিনি সর্ব্বস্ব ছিলেন,
এখন তাহাই ঠিক, স্ুধু তাহা নয়,
অনন্ত কালের তরে তাই থাকিবেন।

অনন্ত জীবন মোরা কি করিব লয়ে
তাঁহার স্বর্গীয় প্রেম বিহীন হইয়া,
তৃপ্তি কি কখন হ'তে পারে আমাদের
অনন্ত জীবন ঔদাসীন্যে কাটাইয়া।

অত্যন্ত উজ্জ্বল রূপে করিব আমরা
তাঁহার উদার প্রেম আরো অনুভব,
আমাদের প্রীতি তাঁরে আরো দিব দান,
এই ভাবে এ জীবন কাটি যাবে সব।

জ্ঞানের আলোক তিনি করিয়া প্রকাশ,
ধর্ম্মের বিমল শিক্ষা করিয়া প্রেরণ,
তিতিক্ষা ধৈর্য্যের বর্ম্মে মোদের আবরি',
সংসারের ব্রতে করেছেন নিয়োজন।

জনমে মরণে যিনি পিতা আমাদের,
চির কাল যাঁর সহবাসের লাগিয়া
এখান হইতে সবে হতেছি প্রস্তুত,
তাঁরে কৃতজ্ঞতা দেও হৃদয় খুলিয়া।

জলে স্থলে শূন্যে ব্যাপ্ত রয়েছেন যিনি,
সাক্ষাৎ এখানে তাঁরে করি' দরশন,
এখনি এখানে তাঁকে জানি' বর্ত্তমান,
কৃতার্থ করিয়া লও মানব জীবন।

তাঁহার বিশুদ্ধ প্রেম, প্রীতির নয়নে,
হে মানব! অহরহ কর নিরীক্ষণ।
এমন সুহৃদ্ হেন বন্ধু আমাদের
কুত্রাপি নাহিক, নাহি মিলিবে কখন।

প্রার্থনা করিতে নাহি করিতে, সকল
বাঞ্ছনীয় দ্রব্যজাত করি আয়োজন
কামনার অগ্রে কাম্য করিয়া বিধান
রেখেছেন সবাকার সাধি' প্রয়োজন।

তাঁহার উদার এই দেখ প্রেম-ভাব,
হের পুন সংসারের ক্ষুদ্রতার প্রতি,
এখানে প্রত্যাশা সব কর যার কাছে
লভিবে বঞ্চনা সে—আশার শেষ গতি

পুত্রসম পালি যারে, মনে করা যায়
বৃদ্ধে এ যষ্টির ন্যায় হবে আলম্বন,
কিন্তু রে পালিত চির সেই যষ্টি হ'তে
নিষ্ঠুর আঘাত আসি' করে প্রহরণ।

অকৃত্রিম প্রেম-ভাবে বান্ধবের করে
অর্পিতেছি আপনার সকল হৃদয়,
হস্তে পেয়ে মন-প্রাণ শত্রুসম হ'য়ে
অশেষ যাতনা দেয় তার বিনিময়।

নীচ এ মর্ত্ত্যের ভাব সবি বিপরীত,
যেখানে প্রত্যাশা মনে করি কৃতজ্ঞতা,
কৃতঘ্নতা সেই খানে পাই অনিবার,
যেখানে বন্ধুতা চাই, সেখানে শত্রুতা।

ঘন অন্ধকারময় সংসারেতে এই
কাহার প্রীতির পরে করিতে নির্ভর
পারি রে আমরা ? কিম্বা নিঃশঙ্ক হইয়া
বিশ্বাস স্থাপিতে পারি কাহার উপর ?

যিনি সত্যধর্ম্মা সেই মহান্ ঈশ্বর,
নির্ভর করিলে তাঁর প্রীতিতে কেবল,
অনায়াসে অতিক্রম করা যেতে পারে
নিষ্ঠুরতা জগতের আছে যে সকল।

যাইতাম যদি মোরা হইয়া বাহির
ঈশ্বর-প্রেমের দৃষ্টি করিয়া লঙ্ঘন,
কি দুর্দ্দশার চক্রে ঘুরিতাম তবে।
কে তবে মোদের শান্তি করিত অর্পণ ?

এই সব স্বার্থপর দুর্ব্বল মানুষ
সর্ব্বদা চঞ্চল লয়ে নিজ ধন মান,
অন্যের বিষয়ে কি করিবে দৃষ্টিপাত ?
ক্ষুদ্রের শরণে কোথা আছে পরিত্রাণ।

এখনি পবিত্র এই সমাজ-মন্দিরে
উপাস্য ব্রহ্মের দেখ কি উদার ভাব,
নিজ প্রেম দিয়ে পিতা আমাদের প্রতি
দূর করিছেন অন্য প্রীতির অভাব।

যেখানে যতই কেন পাই না আঘাত,
যতই বেদনা কেন সহি না হৃদয়ে,
তাঁহার নিকটে গিয়া শান্তি করি' লাভ
সকল যাতনা জ্বালা যেতেছে জুড়ায়ে।

নির্ভরের আশা করি যেখানেই যাই
সেই সেই স্থান হ'তে আসি যে ফিরিয়া,
কিন্তু আমাদের চির জীবনের সখা
আশাতীত দেন ফল সঙ্গেই থাকিয়া।

তাঁহারি অধীনে থাকি' স্বাধীন আমরা।
স্বাধীনতা তাই—তাঁর আদেশ পালন,
মনুষ্যত্ব আমাদের সেই স্বাধীনতা,
এখনি তা আমাদের উজ্জ্বল ভূষণ।

যতনে পালন করি' তাঁহার আদেশ,
মুক্তির অবস্থা লাভ হবে এ'র পর,
পাইব নিষ্কৃতি শোক মোহ-গ্রন্থি হ'তে,
কৃতার্থ মানিব আপনারে বহুতর।

কিন্তু ভাবিছ কি মনে এই অবস্থার
এক সময়েই শেষ হইয়া যাইবে?
তা নয়, আনন্দ পরে আনন্দ আসিবে,
প্রেমের উপরে প্রেম লভিতে থাকিবে।

যাঁহার উপরে আশা ভরসা এতেক,
সাবধান! পরিত্যাগ করিও না তাঁয়।
প্রীতির উপরে তাঁর করহ নির্ভর,
সকল প্রকার ব্যাধি হইবে বিলয়।

হৃদয়ের বন্ধু তিনি হন আমাদের,
তিনি আমাদের হন উপাস্য দেবতা,
আত্মার আনন্দ তিনি শান্তির আলয়,
সর্ব্ব কামনার শেষ, মঙ্গলবিধাতা।

এখন তাঁহার কাছে এই নিবেদন।
এখন যেমন তিনি আছেন প্রকাশ
এই আমাদের কাছে, তেমতি করিয়া
চির কাল হৃদয়ে থাকুন সুপ্রকাশ।

হৃদয়-কন্দর দিয়ে সে আনন্দ-স্রোত
জাহ্নবী-সমান হো'ক চির বহমান,
তিনি ভিন্ন আমাদের অন্য গতি নাই,
সর্ব্বস্ব মোদের তাঁর প্রেম দীপ্যমান।

ব্রহ্মন্! অতুল্য তব আনন্দ অমৃতে
চিরকাল রাখ মোরে অভিষিক্ত করি',
তোমার প্রীতির ওই দৃষ্টির উপরে
মম দৃষ্টি রহে যেন দিবস শর্ব্বরী।

ইচ্ছা মম যেন তব মহতী ইচ্ছার
নিয়ত অধীনে থাকি' সাধে প্রয়োজন,
তোমার আদেশে যেন তব কার্য্য করি,
তোমার ইঙ্গিতে প্রাণ করি বিসর্জ্জন।

সহস্র সহস্র দণ্ড দেও তুমি মোরে
তোমার নিয়ম যদি করি গো লঙ্ঘন।
হে সুহৃৎ! কিন্তু ত্যাগ করিও না মোরে
তুমি ভিন্ন গতি আর নাহি অন্য জন।

ষষ্ঠ ব্যাখ্যান

আত্মাতেই সত্যজ্যোতি পরমেশ্বরের প্রকাশ।

বিনয়ে আসিয়ে শিষ্য করিল জিজ্ঞাসা,
কহ তথ্য গুরু-দেব, পূর্ণ কর আশা।
কোথা অনির্দ্দেশ্য সেই সুখ-সরোবর
শান্তির সলিলময় স্বয়ম্ভু ঈশ্বর ?
যাঁহার অচিন্ত্য ভাব অনন্ত মহিমা
বাক্যেতে বর্ণিয়া কভু নাহি হয় সীমা।
শান্ত সত্য-ব্রত ধীর ব্রহ্মপরায়ণ
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ যাঁরে করে অনুক্ষণ।
কহ দেব ! কহ তাঁরে কেমনে জানিব,
কোথা তিনি, আমি তাঁরে কোথায় দেখিব ?
হে গুরো ! করুণা করি কহ এ দাসেরে
কে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে মর্ত্ত্যে পারে ?

শুনি গুরু, শিষ্যেরে কহেন এই ভাষ,
সূর্য্য নাহি পারে তাঁকে করিতে প্রকাশ,
প্রকাশ করিতে নাহি চন্দ্র-তারা পারে,
পরাজিত প্রকাশিতে বিদ্যুৎ অম্বরে।
পার্থিব অনল এই ক্ষুদ্র অতিশয়
তাঁকে প্রকাশিতে তার শকতি কোথায় ?
সেথানে নাহিক সূর্য্য, নাহি চন্দ্র তারা,
অন্ধকার হয় সবে সেখানে তাহারা।
কিন্তু যেই আমাদের আছে আত্ম-জ্যোতি
তাঁকে প্রকাশিতে একা তাহারি শকতি।
আত্ম-জ্যোতি-বলে হয়, সত্যের প্রকাশ,
আত্মজ্যোতি-বলে পাই সত্যের আভাস।
বিদ্যুৎ অনল তারা চন্দ্রমা তপন,
সেথা পরাভব পায় সবার কিরণ।
কি হেন পদার্থ এই আত্ম-জ্যোতি তবে
যেথা চন্দ্র যেথা সূর্য্য পরাভব সবে ?
হইয়া অনন্যমনা তুমি একবার
প্রণিধান করি' দেখ মনে আপনার।

তা হ'লে জানিতে তুমি পারিবে নিশ্চয়
কারে অপার্থিব এই আত্ম-জ্যোতি কয়।
আদিত্য হইলে অস্ত পশ্চিম গগনে,
রাত্রিশেষে নিশাকর যাইলে শয়নে,
অগ্নির প্রখর জ্বালা হইলে নির্ব্বাণ
কাহার আলোক থাকে শেষ দীপ্যমান ?
কাহার আলোক সেই কাহার আলোক ?
আত্ম-জ্যোতি স্বপ্রকাশ আত্মার আলোক।
এখনি প্রত্যক্ষ এই করহ দর্শন
অস্তমিত সূরয়ের নাহিক কিরণ,
চন্দ্রের কিরণো এবে এখানেতে নাই,
দীপ মাত্র জ্বলিছে এখানে সর্ব্ব ঠাঁই।
মনে কর দীপালোক হ'লো নির্ব্বাপণ,
ঘন অন্ধকারে সব হইল মগন,
তা হ'লে মন্দিরে এই আলোক রঞ্জিত,
এই যে নিরখি শান্ত-দান্ত-সমাহিত
সাধুদের স্নিগ্ধ মূর্ত্তি, আনন সুন্দর,
তখন হবে না আর নয়ন-গোচর।

করি' এবে ঈশ্বরের মহিমা শ্রবণ
সকলে আছেন যথা তাঁহাতে মগন,
নিবিলেও আলো যদি নিস্তব্ধ নীরবে
সকলে থাকেন এই সমাধির ভাবে,
তবে শব্দ-শূন্য এই অন্ধকার ঘরে
একে নাহি পারিবেন জানিতে অপরে।
কিন্তু রে যদিও মোরা এই স্তব্ধাগারে
দৃষ্টিহারা হয়ে ঘোর থাকি অন্ধকারে,
তথাপি অন্তর-আঁখি না হ'লে মুদিত
রহিবে অন্তরে আত্ম-জ্যোতি প্রজ্বলিত।
অন্ধকার স্তব্ধাগারে প্রত্যেকে তখন
আপনারে আপনি করিবে নিরীক্ষণ।
আত্মার জ্যোৎস্না, সেই অন্ধকার ঘরে,
আরো প্রজ্বলিত হয়ে উঠিবে অন্তরে।
সেই প্রজ্বলিত আত্ম-জ্যোতির সহিত
সেই সত্য-জ্যোতিও হইবে প্রকাশিত।
আত্মার কারণ সেই পুরুষ অমৃত
আত্মার সহিত হইবেন আবির্ভূত।

প্রকাশিতে হারে যাঁকে চন্দ্র-দিবাকর,
আত্ম-জ্যোতি-বলে হয় প্রকাশ তাঁহার।
কি নির্ব্বোধ সে মানব ঈশ্বরে যে জন
বাহ্য আলো দিয়ে চায় করিতে ঈক্ষণ।
এখানে এটুকু বোধ নাহি আছে কার,
অন্তরে থাকেন অন্তরাত্মা আপনার।
অন্তরেই অন্তর-আত্মাকে পাওয়া যায়,
আপন অন্তরে তাঁকে অন্বেষিতে হয়।
জ্ঞান মঙ্গলের ছায়া বাহ্য বস্তু-পরে
রয়েছে তাঁহার—তাঁর আলোক অন্তরে।
তাঁহারি আলোকে দীপ্ত হৃদয়-আকাশ,
আত্মাতেই শুধু তাঁর উজ্জ্বল প্রকাশ।
পরম আত্মার প্রভা আত্মায় যখন
হয় পরকাশ, বল কি হয় তখন?
তাই হয়, যাহা হয় উদিলে তপন
তার সহ যদি হয় চন্দ্রের মিলন।
যেমন দেখিতে পাই সূর্য্যের প্রকাশে
হয়েছে চন্দ্রমা প্রতিবিম্বিত আকাশে,

সর্ব্বপ্রকাশক যিনি প্রকাশে তাঁহার
ফুটিয়া পড়েছে তথা প্রকাশ আত্মার।
আত্মার জীবন, জ্ঞান, ধর্ম্ম, প্রেম তার,
তাঁ হ'তে প্রকাশ দেখা যায় এ সবার।
আত্মার শরণ, মূল কারণ আত্মার
প্রতিভাত হন, হ'য়ে আশ্রয় তাহার।
অন্তরে সুরয-রূপ পরম আত্মার
দেখি যবে পরকাশ, তখন কি আর
লক্ষ্য থাকে মানবের আপনার প্রতি,
প্রেমে মগ্ন হয়ে তাঁর থাকে দিন রাতি।
প্রখর সে রবি-কর-নিকটে কখন
চন্দ্র কি ঢালিতে পারে আপন কিরণ ?
ঈশ্বরের স্বপ্রকাশ জ্যোতির নিকটে,
আপনার ক্ষুদ্র ভাব সবি যায় টুটে।
যিনি সর্ব্বব্যাপী, যিনি সম্পূর্ণ মঙ্গল,
নিরবদ্য নিরঞ্জন বিশুদ্ধ নিষ্কল,
তাঁর প্রতি প্রীতি-ভাব গেলে একবার
থাকে ভালবাসা কিহে প্রতি আপনার ?

আর কি সে প্রীতি-দৃষ্টি তাঁ হ’তে ফিরায়ে,
যেতে পারাযায় অন্য কোন দিকে লয়ে ?
তাঁ হ’তে পারি কি দৃষ্টি করি’ প্রত্যাহার
রাখিতে আপন ক্ষুদ্র ভাবের উপর ?
তখন মনের ভাব প্রীতির সহিত
তাঁহাতেই হয় সব সম্পূর্ণ অর্পিত।
তাঁহাতে যেমন প্রীতি হয় উজ্জ্বলিত
আপনার প্রতি তথা হয় অস্তমিত।
যখন মোদের প্রীতি ঈশ্বরেতে গিয়া
সংসারে আইসে ফিরে বিশুদ্ধ হইয়া,
কি সুন্দর জ্যোতি হয় তাহার তখন,
ধরে অনুপম শোভা জগত-রঞ্জন।
তাঁহার পরশে তাহা পবিত্র হইয়া
নিম্নগামী হয় ধরা উজ্জ্বল করিয়া।
মহান্ কিরণ তার পড়ে ঘরে ঘরে,
পৃথ্বীর সকল স্থান অভিসিক্ত করে।
ঈশ্বরের আদর্শ ধরিয়া শুভকর
শান্তির পথেতে সাধু হ’ন অগ্রসর।

ঈশ্বরের শোভা করি' হৃদয়ে গ্রহণ
আপনার শোভা তিনি করেন ধারণ।
ঈশ্বরের ভাব তিনি যতটুকু পান,
তাতেই কৃতার্থ নিজে ভাবেন ধীমান্।
ঈশ্বরে ছাড়িয়া যে নিজের নীচ ভাব,
তাহা তিনি করিছেন সদা অনুভব।
তাঁহার সহিত যোগ করিয়া বন্ধন
মহত্ত্বও আপনার করেন দর্শন।
ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের, মতিমান্
যদ্যপি করেন লাভ কণিকা-প্রমাণ,
তা হ'লে তাহার সহ রাজ্য সমুদয়
নাহিক চাহেন করিবারে বিনিময়।
ঈশ্বর মঙ্গলময় সর্ব্বস্ব তাঁহার,
তাঁরে ছাড়ি নাহি চান রাজ্য সুবিস্তার।
আপন প্রকাশ ঈশ হৃদয়-রঞ্জন
বিদ্যুতের সম যে করেন বিস্ফারণ,
হই মোরা তাও চিতে ধরিতে বিহ্বল
এতই আমরা, হায়! মানব দুর্ব্বল।

এই ক্ষণ-প্রকাশেই মোদের জীবন
কিন্তু হয়ে উঠিতেছে আর এক নূতন।
মোদের সম্মুখে তিনি বিদ্যুতের মত
যদিও উদিত হয়ে হ'ন অস্তগত,
তবু যে এখানে পিতা মোদের এখন
এক একবার দিতেছেন আলিঙ্গন,
ইহা হ'তে এই আশা উপজে অন্তরে,
দিবেন মোদের চির-আলিঙ্গন পরে।
হ'য়ে মোরা এপ্রকার দুর্ব্বল-হৃদয়,
করিয়ে সম্পূর্ণ পাপ-গ্লানির সঞ্চয়,
ক্ষণেও করি যে তাঁর প্রকাশ দর্শন,
সহজ সূচনা ইহা ভেবোনা কখন।
এ মঙ্গলময়ী ইচ্ছা ইহাতে প্রচার
আরো দান করিবেন আপনাকে তাঁর
মুহূর্ত্ত কালের এই আনন্দ এখন
ভুঞ্জিয়া আমরা ধন্য হ'তেছি যখন,
তখন ভাবিয়া দেখ কি অবস্থা হ'বে
দীর্ঘকাল ভুঞ্জিতে পাইব তাহা যবে।

পেলে আনন্দের সেই অমূল্য জীবন
কি না পারি তাঁর লাগি করিতে অর্পণ ?
কিন্তু রে আমরা হই অত্যন্ত দুর্ব্বল,
নাহি আমাদের তত পুণ্যের সম্বল।
বারেক আত্মাকে সেই আনন্দ মহান্
তাই সিক্ত করি হয় পুন অবসান।
চিরস্থায়ী সে আনন্দ যদি রে হইত,
মোহ আকর্ষণ তবে কিছু কি থাকিত ?
এখানেতে যদি ওই বিদ্যুতের ন্যায়
ক্ষণে ক্ষণে ঈশ্বরের দেখিয়ে উদয়
কলুষ-দলিত জীবনের সমুদয়
পুণ্যের ভাবেতে পরিবর্ত্ত হ'য়ে যায়,
তবে সূরযের ন্যায় তাঁর আবির্ভাব
দেখিব যখন, হবে কি সম্পদ লাভ।
দিন রজনীর পরিবর্ত্তনের ন্যায়
ঈশ্বরের ভাব হ'য়ে অন্তরে উদয়
এখন যেমন পুন হয় অস্তমিত,
তখন রহিবে তাহা চির প্রকাশিত।

ঈশ্বর আনন্দ-খনি মঙ্গল-আলয়
থাকিবেন হ'য়ে চির অন্তরে উদয়।
সূর্য্য-কিরণের ন্যায়, খুলি মনোদ্বার
অবিচ্ছেদে নিরখিব প্রকাশ তাঁহার।
এখানে উচিত এই মোদের গণনা,
উচিত ইহাই সদা করিতে ভাবনা—
স্বকৃত পাপের কত হইল বিনাশ
কতবা আত্মায় পরমাত্মার প্রকাশ,
যোগের বন্ধন কত সহ হ'লো তাঁর
কত ত্যাগ তাঁর লাগি হইল স্বীকার।
ইহা দেখিবার নাহি কোন প্রয়োজন,
কত লাভ হ'লো প্রতিপত্তি মান ধন।
কি হইবে ইহাতে করিয়া আয়ুঃক্ষয়,
সব শূন্য অন্ধকার মৃত্যুর সময়।
যে ধন শাশ্বত যাহা অক্ষয় রতন,
তা কত করিলে লাভ করহ গণন।
এই ধন এই খানে করিলে সঞ্চয়
সকলি করিবে লাভ,—করিবে নিশ্চয়।

কিন্তু হায়, সংসারের উল্টা ভাব হেরি,
অনায়াসে পবিত্র ধর্ম্মকে তুচ্ছ করি।
ক্ষুদ্র ভাবে স্ফীত এই ক্ষুদ্র নরগণ,
ক্ষুদ্র বিষয়েরি করে পশ্চাতে ধাবন,
ক্ষুদ্র মানে ক্ষুদ্র যশে রাখি' অনুরাগ
ধর্ম্ম সহ ঈশ্বরে করিছে পরিত্যাগ।
কি আশ্চর্য্য মোহজালে পড়িয়ে ভীষণ
বুঝিয়াও তারা নাহি বুঝিবে কখন।
মোহ আসি' নেত্র দুটি করিয়া হরণ
দেয় না তাদের সত্য করিতে দর্শন।
সেই যে সম্পদ চির, চির দিন তরে
ভুঞ্জিতে পাইবে ওহে আনন্দ অন্তরে,
আশার আনন্দে এই কেন না মাতিবে?
বিপদ সম্পদে তুচ্ছ কেন না করিবে?
সূর্য্য চন্দ্র প্রকাশিতে যাঁহারে অক্ষম
দেখিব প্রকাশ তাঁর সূর্য্য চন্দ্র সম।
এই ভাব চিরস্থায়ী হইলে রে আর
কিবা দুঃখ কিবা শোক মোহ-অন্ধকার।

তা হ'লে দুঃখের মাত্রা যত ইচ্ছা হয়
বাড়ুক, সহজে সে বহিব সমুদয়।
দুর্ব্বল শরীর তবে সবল হইবে
নির্ব্বীর্য্য মনের বীর্য্য প্রচুর বাড়িবে।
নাই কি আশার বল এই আমাদের ?
নহে প্রদর্শক কি এ ভবিষ্য পথের ?
প্রত্যক্ষে মোদের আর আশাতে যখন
হইতেছে এখানেতে একত্র মিলন,
তখন সংশয়-রূপ ঘোর অন্ধকার
প্রত্যয়ের মূলে কি থাকিতে পারে আর ?
প্রত্যক্ষ মোদের এই—কোটি সূর্য্য যাঁয়
প্রকাশিতে হারে, তিনি ব্যকত আত্মায়।
তা হ'তে মোদের এই আশার আশ্বাস,
চিরস্থায়ী হবে হেথা তাঁহার প্রকাশ।
হে ঈশ্বর সত্যধর্ম্মা! প্রভু পরমেশ!
তুমি এই আশা যবে দিতেছ অশেষ,
তব অধিষ্ঠান মম হৃদে চিরন্তন
রাখিবে,—করিবে তাহা অবশ্য পূরণ।

এখন সুধাই নাথ, কি অপেক্ষা আর
আছে বল, সেই দিন আসিতে আমার—
সেই দিন, যেই দিন তোমার সম্মুখে,
কল্যাণের পথে পথে উত্তরিব সুখে,
সম্পূর্ণ আনন্দময় হইয়া দাঁড়াব,
তোমার সঙ্গেই নিত্য নিয়ত কাটাব।
হে ব্রহ্মন্! লইযাছি তোমার শরণ।
হে ব্রহ্মন্! ধরিয়াছি তোমার চরণ।
কি হেতু তোমার দ্বারে, বলি গো তোমায়,
এসেছি;—এ ধন মান যশ তরে নয়।
করিবে আদর সবে কি উপায়-বলে,
কিসেতে সম্ভ্রম মান্য করিবে সকলে,
ইহারি প্রার্থনা ক'রে আসি নি গো নাথ,
ইহারি প্রার্থনা ক'রে পাতি নি এ হাত।
লয়েছি নিতান্ত আমি তোমার শরণ
মম দুর্ব্বলতা নাথ করিবে হরণ,
পাপের কলঙ্ক হ'তে মলিন আত্মার
দিবে গো নিষ্কৃতি, বাঞ্ছা ইহাই আমার।

পতিত-পাবন! তব অমৃত মিলন
আনন্দ অন্তরে যেন ভুঞ্জি অনুক্ষণ—
এই আশা এই ইচ্ছা মানসে উদয়
পূর্ণ কর বাঞ্ছা এই, ওহে দয়াময়!
অকৃত্রিম হৃদে যেন অবলম্ব করি'
তোমার সরল পথ নিয়ত বিচরি।
নিষ্ঠুরতা সংসারের সকল প্রকার
অতিক্রম করি যেন প্রসাদে তোমার।
তব প্রীতি-পূর্ণ ওই দৃষ্টির উপরে
প্রীতির নয়ন মম রাখি যত্ন ক'রে।
তোমার অধীনে নাথ থাকি সর্ব্বক্ষণ
সকল প্রকার কার্য্য করি সম্পাদন।
এই মাত্র প্রার্থনা, ইহাই নাথ চাই,
ইহা ছাড়া মানসেতে অন্য কিছু নাই

সপ্তম ব্যাখ্যান।

সত্য-জ্যোতি পরমেশ্বর সকলের প্রাণ-স্বরূপ।

তাঁহারি প্রসঙ্গে নিত্য লভিয়াছি এই সত্য
"অন্তরেই ঈশ্বরের উজ্জ্বল প্রকাশ।
অন্তরে আত্মার জ্যোতি হইলে প্রদীপ্ত অতি
দেখি সত্য পরমেশ অজ অবিনাশ।
বিদ্যুৎ চন্দ্রমা তারা, সে জ্যোতি না পেয়ে তারা,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারা গগনে গগনে,
নিরাকার নির্ব্বিকার সর্ব্বগত বিশ্বাধার
বিরাজেন পরমাত্মা আত্মার আসনে।
তিনি হন আমাদের প্রিয়তম অন্তরের
প্রাণের আরাম তিনি পরম ঈশ্বর"
হৃদয়-আনন্দ-ভরে এখনি এখানে তাঁরে
নিরখ নিরখ, করি' বিশুদ্ধ অন্তর।
যদি এ মন্দিরে আসি' তাঁর অর্চ্চনায় বসি'
অন্তরে ব্রহ্মের না হেরিলে আবির্ভাব,

যেই রূপ এসেছিলে তেমনি চলিয়া গেলে
লইয়ে হৃদয় শূন্য, কি হইল লাভ?
বার বার বলিয়াছি, পুনরায় বলিতেছি
এই বাক্য কখনই নহে পুরাতন—
পরমাত্মা নির্ব্বিকার আত্মার অন্তরে তাঁর
দেখা যায় স্বপ্রকাশ উজ্জ্বল শোভন।
এখনি তাঁহাকে তবে, প্রত্যক্ষ কর হে সবে
ব্রহ্মের আনন্দ যদি ভুঞ্জিবারে চাও।
দেখিয়া প্রকাশ তাঁর ফেলিয়া পাপের ভার
বিশুদ্ধ করিয়া চিত্ত কৃতপুণ্য হও।
তিনি সকলের প্রাণ। যেই সাধু পুণ্যবান্
সেই পরমাত্মা-রূপ সূর্য্যের প্রকাশ
আপনার অভ্যন্তরে সদা দরশন করে,
দেখে সদা সত্য-জ্ঞান-জ্যোতির উচ্ছ্বাস,
সে জন দেখিতে পায়, নিয়ত স্বীয় আত্মায়,
প্রাণের স্বরূপ সেই পরম ঈশ্বর,
প্রাণের স্বরূপ তিনি, মৃত্যু-রূপ নন তিনি,
তিনি সকলের প্রাণ অজর অমর।

আত্মার অন্তর-দেশে যাঁর জ্যোতি পরকাশে
জীবাত্মার প্রাণ-রূপে দেখি সে বিধাতা,
মোদের দেবতা যিনি, নিদ্রিত নহেন তিনি
জাগ্রত জীবন্ত তিনি পরম দেবতা।
তিনি প্রাণ, মহাপ্রাণ, তিনিই প্রাণের প্রাণ,
তিনিই সকল এই জগতের প্রাণ।
প্রাণ-রূপে তাঁকে যবে, নিরখি অন্তরে, তবে
ফলিতার্থ হয় তাঁর প্রার্থনা ধেয়ান।
অনন্ত কালের তরে অনন্ত জগত পরে
আসিছে স্নেহের দৃষ্টি যে পিতা হইতে,
তাঁর সেই দৃষ্টি পরে মম দৃষ্টি যবে পড়ে
তখনি তাঁহার পূজা হয় বিধি মতে।
প্রার্থনায় যুক্ত হ'য়ে অন্ধের মতন র'য়ে
যদি না দেখিলে সেই ব্রহ্ম পরাৎপরে,
গলিত নয়ন-নীরে কেমনে প্রার্থিবে তাঁরে
কেমনে করিবে দণ্ডবৎ ভক্তিভরে?
জীবন হইয়া হারা পড়িয়া রহে যে মরা
কে কখন্ তার সঙ্গে আলাপিতে যায়,

অমৃতের ভক্ত হ'য়ে মৃত্তিকা পাষাণ চেয়ে
অধিক দেখিতে মোরা পাব না কি তাঁয়?
দুঃখের রজনী কিবা, সুখের উজ্জ্বল দিবা
কিম্বা সুশীতল সন্ধ্যা শান্তির আশ্রয়,
যখন যেখানে থাকি ইহাই কামনা রাখি
দেখি তাঁকে দীপ্যমান সকল সময়।
এরূপে দেখিতে তাঁরে এ দৃষ্টি যদ্যপি হারে
যেহেতু মনুষ্য মোরা অতীব দুর্ব্বল,
তথাপি একত্রে মিলে তাঁহার পূজার স্থলে
উপনীত হই যবে আমরা সকল,
যখন চরণে তাঁর, ভক্তি-পুষ্প-উপহার
যাই দিতে, চাই তাঁর মহিমা কীর্ত্তন
করিয়া কৃতার্থ হ'তে, তবে রে বিশুদ্ধ চিতে
করিব না তাঁরে কি প্রথমে বিলোকন?
সেই যে বিশুদ্ধ অতি সমুজ্জ্বল-জ্ঞান-জ্যোতি,
প্রত্যক্ষ তাঁহারে যদি নাহি করিলাম,
মানসের ভাব তবে, তাঁহাতে কেমনে যাবে,
সাধনার নামে তবে কিবা সাধিলাম?

তাঁর বিকসিত আঁখি যদি হেন নাহি দেখি
রহিয়াছে মম পরে ধ্রুব তারা প্রায়,
হৃদয়ের প্রেম তবে কিসে উচ্ছ্বসিত হবে
কিসে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ছুটিবে কোথায়?
এখনি এখনি সবে ভাসিবে আনন্দ-প্লবে
এখনি নিরখ সবে প্রকাশ তাঁহার,
আত্মার আলোক ধর তাঁর স্বপ্রকাশ হের,
বিরাজিত প্রাণ-রূপে তিনি সবাকার।
সেই সর্ব্বব্যাপী যিনি অমৃত পুরুষ, তিনি
ওতপ্রোত এই পঞ্চ-ভূতের ভিতরে।
ওতপ্রোত জীবাত্মায়, প্রীতি প্রদানিতে তাঁয়
না হই আমরা ক্ষান্ত যেন ক্ষণ তরে।
এশুভ উদ্দেশ যদি হৃদে থাকে নিরবধি
তা হ'লে অবশ্য তাহা হইবে সফল,
এখনি দেখরে ইহা, ঈশ্বর-লাভের স্পৃহা
উঠিতে উঠিতে হৃদে, শুভ্র সমুজ্জ্বল,
হৃদয়ে আলোক জ্বালি, আত্মায় আনন্দ ঢালি,
দিতেছেন দরশন স্বয়ম্ভু ঈশ্বর।

এই দীপ্ত আলোপরি, তাঁহার প্রকাশ হেরি,
অন্তরে স্বয়ং তিনি পুরুষ সুন্দর।
মোদের উপাস্য যিনি, জাগ্রত দেবতা তিনি,
শরীর মোদের তাঁর মন্দির সজ্জিত,
জীবাত্মা আসন তাঁর, সেই খানে অবতার
হয়ে, তিনি রয়েছেন চির বিরাজিত!
দেখ একি মহত্তর আমাদের অধিকার,
অন্যত্র না হয় যেতে দেখিতে তাঁহায়,
যখনি মানস চায়, তখনি প্রণমি তাঁয়,
তখনি প্রভাব তাঁর নিরখি আত্মায়।
কি সূরয নিশাপতি কি ওষধি বনস্পতি
কি অগ্নি অনিল বারি অসীম গগন,
সকলে তাঁহার বাস, সকলে তাঁহার ভাস,
কিন্তু এই আত্মা তাঁর প্রিয় নিকেতন।
সেই সে বিজ্ঞানময় পুরুষ অমৃতময়
আছেন সকল স্থানে সকল সময়,
তাঁ হ'তে স্বতন্ত্র করি যা কিছু নয়নে হেরি
অসাড় মৃত্যুর রূপ সকলি দেখায়।

তাঁ হ'তে যাহা বিচ্যুত তাই শূন্য তাই মৃত
সকলি অসৎ তাহা ব'লে বোধ হয়।
তিনি প্রাণময় সেতু তাঁরি অধিষ্ঠান হেতু
সকলেই সচেতন, সবি প্রাণময়।
সব চেতনের যিনি একা আদি-সঞ্জীবনী
তাঁহার চেতনে সব রয়েছে চেতন,
তাঁর সত্য ভাব সেই গ্রহণ করিয়া, এই
হইয়াছে হের সৎ নিখিল ভুবন।
সেই অমৃতের ক্রোড়ে আশ্রয় লভিয়ে নরে
হইয়াছে অমৃতের অধিকারী সব,
অমৃতের পুত্র হ'য়ে মর্ত্ত্যেও জনম ল'য়ে
লভেছি পিতার মোরা অমৃত বিভব।
সংসারের আজ্ঞাধীন হ'য়ে থাকি যত দিন
তত দিন থাকি মোরা মৃত্যু-পাশে বাঁধা,
মৃত্যুর ব্যাদানে শুয়ে অমৃতেরে পাসরিয়ে
সত্যের অভাবে সব শূন্য দেখি সদা।
মৃত্যু-রূপ এ সংসার ভয়াকীর্ণ পারাবার
অমৃতের ভাব হেথা কিছু মাত্র নাই,

ঈশ্বর মৃত্যুর ভয় ঈশ্বর মৃত্যুর জয়
ঈশ্বরি একাকী দিব্য অমৃতের ঠাঁই।
যবে অন্য পরিহরি' তাঁহাতে সম্বন্ধ করি
সংসারের পারে হই উত্তরণ তবে,
জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম-ধাম দেখি পূরে মনস্কাম
উদ্বেলিত হৃদয়েতে বলি উচ্চরবে,—
যাহারা তাঁহাকে জানে, অমর তারা এখানে।
যারা সে প্রাণের সহ যুক্ত হ'য়ে রয়,
মৃত্যুকে দেখিয়া তারা হয় না ভয়েতে সারা
অমৃত লাভের প্রতি তাহারা নিশ্চয়।
জীবাত্মা আসন তাঁর, প্রীতি-ভক্তি উপচার,
তিনিই মোদের পূজ্য, তাঁরে পূজে সবে,
সে পূজা বাহ্যিক নয় আন্তরিক তাহা হয়,
কি আনন্দ! আত্মায় নিরখি তাঁরে যবে।
তাঁহার সাক্ষাৎ তরে, কত লোক কত করে,
কত লোক কত কষ্ট করিছে সাধন,
অরণ্যে অরণ্যে ফিরি' কঠোর তপস্যা করি'
করিছে শরীর নাশ থাকি' অনশন।

আপন আত্মার সাথে, কি আর সম্বন্ধ তাঁতে,
তাহা না বুঝিয়া তারা বাহ্য ক্রিয়া হ'তে
তাঁহাকে লভিতে যায়, তাঁহার দর্শন চায়,
নিরাশে ফিরিয়া তাই হয় যে আসিতে।
এই হেতু এই মর্ম্মে শিক্ষা আছে ব্রাহ্মধর্ম্মে,
"না জানিয়া তাঁরে যেই করে হোম যাগ,
করে বা তপস্যা যদি সহস্র বৎসরাবধি
না লভে সে স্থায়ী ফল, বৃথা অনুরাগ।"
কিন্তু আমাদের ভাই সৌভাগ্যের সীমা নাই,
শান্ত-সমাহিত-চিত্ত হ'য়ে একবার
হৃদয় কবাট খুলি', যদি জ্ঞান-নেত্র ফেলি,
অন্তরে আত্মায় পাই সাক্ষাৎ তাঁহার।
সকলি সহজে হয় তাঁহার প্রসাদে জয়,
সকল প্রকার দুঃখ সহিতে সক্ষম,
তাঁহার সত্ত্বায় খাঁটি হইয়ে, সংশয় কাটি'
অনায়াসে মোরা পাপ করি অতিক্রম।
সেই পূর্ব্বকাল-গত প্রাচীন ঋষির মত
তাঁহার অস্তিত্বে যবে হই নিঃসংশয়,

যে দিকে নয়নে চাই, তাঁহারে দেখিতে পাই,
সত্য-জ্ঞান-রূপ হেরি অন্তরে উদয়।
যখন তাঁহার আঁখি আমার উপরে দেখি
এক দৃষ্টে স্নেহ-ভরে রয়েছে পড়িয়া,
যবে তাঁর সঙ্গ ল'য়ে তাঁর ভক্ত প্রেমী হ'য়ে
নিকট সম্বন্ধ যায় তাঁহাতে আঁটিয়া,
আমার সঙ্গেতে তাঁর কিছু ব্যবধান আর
নাহি থাকে যবে মম সৌভাগ্য উদয়ে,
আমি পুত্র তিনি পিতা তিনি গুরু জ্ঞান দাতা
আমি শিষ্য প'ড়ে তাঁর পদের আশ্রয়ে,
আমার জননী তিনি আমি তাঁর স্নেহ-মণি
তখনি বলিতে পারি উৎসাহের ডাকে,—
"জনক ওগো আমার! এই ঘোর অন্ধকার
সংসারের পারে যাও লইয়া আমাকে।"
মুকত হৃদয়ে তবে প্রার্থি রে গম্ভীর রবে
"মাতা! মোরে রক্ষা কর মাতার সমান
শ্রী দেও সম্পদ দেও প্রীতি ভালবাসা দেও
দেও পরা-বিদ্যা নিধি, সুবুদ্ধি, প্রজ্ঞান।"

যবে সে অভয়-দাতা জ্ঞান-দাতা গুরু পিতা
স্নেহ-দাতা জননীর কল্যাণের ভাব
একত্রে চয়ন করি' হৃদয়ে আমরা ধরি,
তখন মোদের আর কি থাকে অভাব ?
তখন তাঁহার প্রতি নির্ভরের ভার অতি
কেমন প্রকৃষ্ট-রূপে হয় নিবন্ধন।
তাঁহার মহান্ প্রেম তাঁহার প্রদত্ত ক্ষেম
লভি মোরা, ক'রে থাকি প্রেমাশ্রু-বর্ষণ।
যখন ভাবি রে আমি, অনন্ত বিশ্বের স্বামী
পুত্রস্নেহে আমারে করেন দরশন,
জানেন আমারে পিতা, করেন স্নেহ-মমতা,
তখন লভি রে এক নূতন জীবন।
তখন তাঁহারে পাই, সবি অর্থ বুঝে যাই,
প্রহেলিকাসম আর থাকে না সংসার,
তখন যে দিকে চাই অমনি দেখিতে পাই
ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ রয়েছে সবার।
কি স্বদেশ কি বিদেশ কি সুখ সন্তাপ ক্লেশ
সকলে দেখিতে পাই তাঁহারি মহিমা।

প্রাণের স্বরূপ তিনি,   সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত তিনি,
খুঁজিয়া তাঁহার অন্ত, নাহি পাই সীমা।
তাঁর চক্ষু ফুটে যথা   মোর পরে আছে, তথা
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড-চক্রে তাঁহার নয়ন,
তেমনি বৃক্ষের পত্রে   চিত্রিত পক্ষী-পতত্রে
সর্ব্বত্র তাঁহার হস্ত করি নিরীক্ষণ।
সকল শক্তির মাঝে   তাঁহারি শক্তি বিরাজে
তাঁরি অধিষ্ঠানে এই জগত জীবিত,
সকল কৌশল-তলে   তাঁরি গূঢ় জ্ঞান চলে
কার্য্যে কার্য্যে তাঁরি প্রেম আছে সংঘটিত।
রোগেতে কাতর হ'লে,   সেই জননীর কোলে
সকলে আমরা হই স্নেহে সুরক্ষিত,
অতুল্য প্রেমেতে তাঁর   সিক্ত থাকি নিরন্তর
সংসারের প্রীতি হ'তে হইলে বঞ্চিত।
সকলেতে বিদ্যমান   তাঁরি প্রেম তাঁরি জ্ঞান
তাঁরি মঙ্গলের চিহ্ন প্রতি ঘটনায়।
হা! আমি এক্ষণে একি   অনুপম ভাব দেখি!
কি ওই সম্মুখে! আমি আছি বা কোথায়?

ভূলোকেও আমি নাই, দ্যুলোকেও আমি নাই
এইক্ষণে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম-ধামে তবে।
মন এ আনন্দ-ভার বহিতে পারে না আর,
বাক্য কি বলিবে। তবে বাক্য কি বলিবে।

অষ্টম ব্যাখ্যান।

সত্যজ্যোতি পরমেশ্বর আমাদের সখা।

সুন্দর বিহঙ্গ দুটি একত্র রয়েছে যুটি
একটি জীবাত্মা আর অন্যটি ঈশ্বর।
ঈশ্বরের কাছে র'য়ে তাঁহার সৌন্দর্য্য পে'য়ে
জীবাত্মাও হইয়াছে তাহাতে সুন্দর।
এই জীবাত্মা, আর পরমাত্মা মূলাধার,
একত্রে একই বৃক্ষ মানব শরীরে,
নিয়ত আছেন বসি' উভয়ে উভে পরশি'
আশ্রয়-আশ্রিত-ভাব পরস্পর ধ'রে।
যেমতি একত্র থাকা, তেমতি উভয়ে সখা,
প্রেম-দানে পরমাত্মা করেন পালন,
জীবাত্মা সংসারে থাকি' সত্য-ধর্ম্ম হৃদে রাখি'
সদা তাঁর প্রিয় কার্য্য করেন সাধন।
এই যে দুইটি সখা, এঁদের একটি একা
সুখে খায় আপনার কর্ম্ম-লব্ধ ফল,

জীবাত্মা সে হৃষ্টচিতে ঈশ্বরের সদাব্রতে
উপভুঞ্জে জীবনের সকল মঙ্গল।
অন্য থাকি' নিরশন করিছেন নিরীক্ষণ
সাক্ষীর স্বরূপ পরমাত্মা পরাৎপর,
সদা সুখ-সঞ্চরণে দেখিয়া সন্তানগণে
পিতামাতাসম তৃপ্তি লভেন বিস্তর।
ঈশ্বর মহান্ অতি অনন্ত বিশ্বের পতি
জীবাত্মা ইন্দ্রিয়পতি শরীরে মগন,
একজন ফল-দাতা, সর্ব্বজীবনের পাতা,
প্রদত্ত ফলের সেই ভোক্তা অন্য জন।
ব্রহ্মের করুণা সহ যেই সুখ অহরহ
সুপ্রচুর-রূপে হেথা হতেছে বর্ষণ,
জীবাত্মা কৃতজ্ঞ হ'য়ে মস্তকে মৃত্তিকা ছুঁয়ে
প্রণমি' ঈশ্বরে, তাহা করিছে গ্রহণ।
যাঁহার শক্তির বলে সকলি নিয়মে চলে
যিনি এক অদ্বিতীয় পরম শরণ,
তাঁহারি আশ্রয় পে'য়ে জীবাত্মা নির্ভয় হ'য়ে
সংসারে করিছে সুখে সদা সঞ্চরণ।

ভেবে দেখ একবার স্বাধীনতা জীবাত্মার,
নাহি চাহে কাহারো সে হইতে অধীন।
স্বাধীনতা ভোগে তার সুখ হয় যে প্রকার
ছোট বড় সকলেই জানে চির দিন।
এখানে পৃথিবী-তলে বিবিধ ঘটনা-জালে
যদিও হতেছে তারে হইতে অধীন,
কিন্তু সে নিয়ত চায় বিচরে স্বাধীনতায়,
অন্তরের ভাব তার অত্যন্ত স্বাধীন।
সেই স্বাধীনতা-সুখ তাহার সকল-সুখ
পরের বশ্যতা তার মরণের প্রায়,
কিন্তু দেখ একবার কেমন আনন্দ তার
একমাত্র ঈশ্বরের অধীনে থাকায়।
এখানে এ মর্ত্যভূমে জীবাত্মা যে কোন ক্রমে
কাহারো অধীন হ'য়ে থাকিতে চাহে না,
কিন্তু সে স্বর্গীয় পিতা ঈশ্বরের অধীনতা
ব্যতীত কখন সে যে থাকিতে পারে না।
তাঁর অনুচর হ'য়ে দাসত্বে জীবন দিয়ে
থাকিতে পেলেই হয় আনন্দ আত্মার।

আপন ইচ্ছাকে সেই ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই
নিয়োগ করিয়া পূর্ণ মহত্ত্ব তাহার।
কি হেতু বলিছ ভাল, কিসে প্রার্থনীয়, বল,
মোদের মুক্তির দশা—ভবিষ্য জীবন,
যখন সৌভাগ্য-বলে মুক্তির অবস্থা পেলে
ছিঁড়িবে সংসার-টান, বিষয়-বন্ধন,
সে কেবল এই জন্য সকলে করিছে মান্য
"সংসারের অধীনতা ছেদন করিয়ে
মোহ মলিনতা ধুয়ে ব্রহ্মের অধীন হ'য়ে
লভিব আনন্দ তাঁরি পদের আশ্রয়ে।
তাঁহার সেবক হ'য়ে তাঁর আজ্ঞা শিরে ল'য়ে
নিয়ত অর্চ্চনা তাঁর করিব সাধন।
তাঁর প্রিয় অভিপ্রায় যাহাতে নিষ্পন্ন হয়
আনন্দে পারিব তা করিতে সম্পাদন।"
সংসার হইতে ছিন্ন দুঃখ ক্লেশ হ'তে ভিন্ন
হ'লেই তাহারে যদি মুক্তি নামে কয়,
যদি সে অবস্থা-পাতে নাহি থাকে বিধি-মতে
বিচিত্র পূজার দ্রব্য প্রেম ভক্তিচয়,

তাঁর সেবা উপাসনা তাঁর কার্য্য সংসাধনা
করিতে কিছুই নাহি থাকে অধিকার,
তবে সেই সার-শূন্য মুক্তিরে করি না গণ্য
উদাসীন মুক্তি ল'য়ে কি হ'বে আমার।
যিনি এক, সর্ব্বজনে যিনি ব্যাপ্ত ত্রিভুবনে
তাঁহারি অধীন হ'তে আনন্দ আত্মার,
তাঁহারে নিয়ত সেওয়া তাঁহারি সেবক হওয়া
এক মাত্র মহত্ত্ব সে জানে আপনার।
সকল হইতে তার এই উচ্চ অধিকার
সে যে সে পরমারাধ্য ঈশ্বরে পূজিবে,
তাঁহার সেবায় দিন কাটাইবে চির দিন
সে যে তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধিতে পাইবে।
যিনি আমাদের ধাতা যিনি এ জীবন-দাতা
না পে'লে দেখিতে যাঁর দক্ষিণ আনন,
বিনা যাঁর অধীনতা, জীবন যাপন বৃথা,
তিনি সখা আমাদের হৃদয়ের ধন।
তিনি আমাদের প্রতি দিতেছেন তাঁর প্রীতি
আমাদের নিজ প্রীতি চাহেন আবার,

করি নিজ প্রেমার্পণ করিছেন আকর্ষণ
আমাদের হৃদয়ের প্রেম অনিবার।
দেখিছেন প্রেম-চক্ষে রাখিছেন স্নেহ-বক্ষে
সাধিছেন আমাদের উৎকর্ষ আত্মার,
সদাই করুণা করি সিঞ্চিয়া স্নেহের বারি
টানিছেন তাকে সদা দিকে আপনার।
আনন্দ হইতে আরো আনন্দ প্রচুরতর
দিয়ে তারে, করিছেন আনন্দেতে মাখা।
কৃতার্থ মোদেরো হিয়া তাঁহাকে সে প্রীতি দিয়া।
তাই জীব-আত্মা পরমাত্মা, উভে সখা।
ক্ষুদ্র এ ইন্দ্রিয় দিয়া সুখী যে সুখ লভিয়া
আমরা, তাহারি সীমা নাহি করা যায়,
জ্ঞান-ধর্ম্ম-উৎসে তবে কত যে আনন্দ স্রবে
কে বল গণিয়া যাবে তাহার সীমায় ?
এই প্রেম, এই জ্ঞান, বিশুদ্ধ ধর্ম্ম কল্যাণ
ক্রমশই ইহাদের হইবে উন্নতি।
ইহাই ভাবিয়া চিতে কৃতজ্ঞতা রাখি দিতে
মনে কি কুলায় ঠাঁই ? সঙ্কীর্ণ সে অতি।

যদি আপনার জন্য কৃতজ্ঞতা সীমা ছিন্ন
করিয়া, চলিয়া যায় তাহার বাহির
তবে সকলের হ'য়ে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে
পরাভব মানি বাক্য হবে নাকি স্থির ?
ঈশ্বরের প্রেম-দৃষ্টি করুণা-মঙ্গল-বৃষ্টি
একারি উপরে মোর পড়িতেছে যাহা,
বাক্য যদি স্তব্ধ হয়, মানস নিবিয়া যায়
বাক্য মনে বলিতে ধরিতে গিয়ে তাহা,
তা হ'লে অগণ্য লোক অনন্ত অনন্ত লোক
নিবাসী অসংখ্য যত জীবের উপর,
যে করুণা প্রেম-ধার হতেছে বর্ষিত তাঁর
ক্ষুদ্র এই মনে তা ধরিবে কি প্রকার ?
এইক্ষণে মোরা সবে মিলিয়া সৌহার্দ্দ-ভাবে
ভুঞ্জিতেছি যে উদার ব্রহ্মের প্রসাদ,
এই সকলের হ'য়ে আমি, কি শবদ দিয়ে
কি প্রকারে পারি দিতে তাঁরে ধন্যবাদ।
অতিশয় ক্ষুদ্র মোরা দোষেতে গ্লানিতে ভরা,
তথাপি পরম ব্রহ্ম আমাদের সখা।

মোদের কি অধিকার! দেবের সে দেবতার
সুদৃষ্টি মোদের পরে সদা যায় দেখা।
উচ্চ পদ নাম ধরে এখানে এ রূপ নরে
আমরা বলিয়া সখা ডাকিতে কুণ্ঠিত,
কিন্তু সেই মহেশ্বরে সখা সম্বোধন ক'রে
ডাকিতে আমরা কভু নাহি হই ভীত।
অসীম এ বিশ্ব যাঁর মহিমা করে প্রচার
সেই দেব-দেব হন আমাদের সখা,
তাঁহার প্রীতি-তরঙ্গে মোদের প্রীতির সঙ্গে
হইতেছে একাধারে একত্রেতে মাখা।
থাকিতে তাঁহার বশে মোদের আনন্দ আসে
হইতে মোদের নেতা তাঁর আকিঞ্চন,
মোরা তাঁকে প্রভু ডাকি তিনি ভৃত্যসম দেখি'
করিছেন আমাদের নিয়ত পোষণ।
সম্বোধি যখন তাঁরে "তুমি প্রভু এ সংসারে,
শরণ্য মোদের তুমি মঙ্গল-নিধান,
তুমি পূজ্য দুঃখ-হর্ত্তা, আমাদের রক্ষাকর্ত্তা,
বলি যবে, "প্রভু তুমি পুরুষ মহান,"

ঈশ্বরের মহাবাণী আসিছে অহোরজনী—
"আমাকে ভুলিয়া কভু থাকিও না কেহ,
আমার অজস্র দান, নাহি যার পরিমাণ
ভুঞ্জ, কিন্তু আমার শরণ ল'য়ে রহ।"
সকল ব্রহ্মাণ্ড-গত সম্পদ আছয়ে যত
তাহাদের হেন সাধ্য নাহি কদাচন
যে তাহার কোন মতে মোদের ঈশ্বর হ'তে
বঞ্চিত হবার ভয় করে নিবারণ।
সমুদয় ভূমণ্ডলে খুঁজে খুঁজে সারা হ'লে
এমন আনন্দ কভু নাহি পাওয়া যায়,
নিমগ্ন হইয়া যাতে আমাদের হৃদয়েতে
ঈশ্বর-বিচ্ছেদ-দুঃখ অবসান পায়।
ঈশ্বর কভু এখানে তৃপ্তি দেন নাই ধনে,
ধনে তৃপ্তি দেন নাই ইহারি লাগিয়া,
তা হ'লে বিষয়ে মজি' পাছে ব্রহ্মানন্দ ত্যজি',
অপবিত্র হয়ে পড়ি কলঙ্কে ডুবিয়া।
এই জন্য পরমেশ সুখের সঙ্গেতে ক্লেশ
রেখেছেন, সম্পদের সঙ্গেতে বিপদ

রেখেছেন এই হেতু, যেন সেই পুণ্য-সেতু
অবলম্ব করি মোরা হই নিরাপদ।
সংসার কণ্টকে কত হইলে ক্ষত বিক্ষত
প্রার্থি যেন তাঁর সেই আশ্রয় অমৃত,
সংসার-অনলে পুড়ে দীপ্ত-শিরা হ'লে পরে
স্নিগ্ধ বারি তরে তাঁর হই রে ধাবিত।
আত্মার উন্নতি সাথ বিষয়-লালসা পাত
যত হয় ক্রমে করি নিম্নতর মুখ,
উচ্চ হ'তে উচ্চতর ক্রমে তত পরিসর
পায় ব্রহ্মানন্দ নাশি' পাপ তাপ দুখ।
তখন ব্রহ্মের জন্য হয় এ সংসার গণ্য'
আপন ভোগের জন্য হয়েন ঈশ্বর,
ব্রহ্মের অমৃত পানে আনন্দেতে মন-প্রাণে
তাঁহার মহিমা গান গাই নিরন্তর।
হে সাধক! এই ক্ষণে আমরা সে সখা সনে
রয়েছি একত্র, তাঁরে প্রেম-অশ্রু দাও,
মনের সহিত তাঁরে ভক্তি কৃতজ্ঞতা ভরে
আপন সর্ব্বস্ব দিয়ে চরিতার্থ হও।

নবম ব্যাখ্যান

সত্যের সত্য পরমেশ্বরকে এখানেই জানিয়া
আমরা কৃতার্থ হই।

এখানে থেকেই মোরা জানিয়াছি তাঁরে।
এখানে থাকিয়া যদি নাহি মানিতাম বিধি
নাহি জানিতাম সেই জনিতা ঈশ্বরে,
বিনাশ পে'তাম মহা, পড়িতাম ঘোরে।

কি হ'তো মোদের দশা তা হ'লে তখন।
কি ঘোর তিমির আসি' সংসার ফেলিত গ্রাসি'
দুঃখ হ'তে দুঃখে মোরা হইয়া পতন
কোথাও না পাইতাম বিশ্রাম-ভবন।

এখানে যতেক শত্রু, বাহিরে ভিতরে,
তাদের নিষ্ঠুর বাণে বিদ্ধ হ'য়ে দেহ প্রাণে
শান্তি নাহি পাইতাম নিমেষের তরে,
ম্লান হ'য়ে রহিতাম বিষাদ-অন্তরে।

জ্বলি' দিন দিন দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে
হইয়া অঙ্গারময় শরীর হইত ক্ষয়
আজীবন দাবদাহ-সংসার-অনলে।
আর না নিবৃত্তি সে পাইত কোন কালে।

তা হ'লে কি ভয়াবহ হইত জীবন।
কিন্তু কি দয়া ঈশ্বরে! মোদের শান্তির তরে,
আপনাকে করিছেন তিনি সমর্পণ,
পাপ তাপ মৃত্যু ভয় করিয়া হরণ

তিনি আপনাকে হেথা করিয়া অর্পণ
আমাদের শোক-ভারে ভগ্ন এ হৃদয় তারে,
পুনরায় দিতেছেন নূতন গঠন,
এখনি প্রত্যক্ষ তাহা হ'তেছে দর্শন।

এখনি আমরা তাঁর ছায়া-তলে বসি'
ভুলেছি সকল পাপ ভুলিয়াছি শোক তাপ,
এই রূপে যখনি তাঁহার সঙ্গে মিশি
তখনি তাহার ফল হস্তে পড়ে আসি'।

এফল প্রত্যক্ষ, ইহা অপেক্ষার নয়
ভবিষ্য কালের জন্য, এখনি সে প্রেমারণ্য
হইতে নিরখি কি আনন্দ-বায়ু বয়,
তার আলিঙ্গনে শান্ত হ'তেছে হৃদয়।

তাঁহার পূজার ফল সঙ্গেই বিধাতা
দিতেছেন আমাদের, নাহি ব্যাজ ভবিষ্যের,
যেমন প্রত্যক্ষ তিনি হ'তেছেন হেথা,
প্রত্যক্ষ তাহার ফল দিতেছেন তথা।

অনন্ত সময়াবধি পূজিব তাঁহায়,
এই যে একটি আশা রয়েছে অন্তরে পোষা
পূর্ণ করিছেন তাহা প্রত্যেক সময়,
সে আশা উঠিছে আরো হ'য়ে দীপ্তিময়।

মর্ত্যে এ অধস্থ লোকে থাকিয়া যখন
এতও মলিন হ'য়ে ইন্দ্রিয়-বন্ধনে র'য়ে
মিলন-জনিত তাঁর আনন্দ সেবন
করিতেছি, আমরা হ'তেছি হৃষ্টমন,

তখন ক্রমেতে যত পবিত্র হইয়া
উচ্চ হ'তে উচ্চে অতি লোকেতে করিব গতি
রহিব যে অবিচ্ছেদে তাঁহাকে ভুঞ্জিয়া,
উঠিছে বিশ্বাস এই সংশয় ছেদিয়া।

এখান হইতে এই মোদের বিশ্বাস
হইতেছে দৃঢ়তর। ঈশ্বরের, পর পর,
পাইব দেখিতে আরো উজ্জ্বল প্রকাশ,
ভুঞ্জিব অটল ভাবে তাঁর সহবাস।

এখানে থাকিয়া যদি নাহি জানিতাম
অব্যয় অনন্ত দেবে, বিনাশ পে'তাম তবে,
চিরকাল ক্ষুদ্র বিষয়েই থাকিতাম,
তাহাতেই বদ্ধ হ'য়ে জীর্ণ হইতাম।

মরণ-কালেও বিন্দু না থাকিত আশ।
যথা কারা-বন্দী দীন আঁধারে কাটায় দিন
সেইরূপ থাকিতাম, হইতাম নাশ।
হৃদে বিন্দু আশা-রশ্মি হ'তো না প্রকাশ।

হায়! হায়! যদি মোরা নাহি জানিতাম
অব্যয় অনন্ত দেবে এখানে থেকেই, তবে
সর্ব্বনাশ হইত! বিনাশ পাইতাম!
আজীবন অশান্তি-অনলে জ্বলিতাম।

কিন্তু একি ঈশ্বরের দয়া অতুলন!
এখানেই আপনারে, মোদের ভোগের তরে
দিয়েছেন, দিতেছেন এ আশ্বাস পুন
ভুঞ্জিব অনন্ত কাল হইয়া মগন।

চন্দ্রমা, তারক, পশু, বিহঙ্গম নানা,
তাহারা তো এ প্রকার কিছুই জানে না তাঁর,
চন্দ্র তারকের পরে তাঁহার জ্যোৎস্না,
চন্দ্রমা তারক তাহা কিছুই জানে না।

নিকৃষ্ট বনের পশু স্বেচ্ছাচারময়
তাঁ হ'তে রক্ষিত হ'য়ে তাঁহাতে রহে বাঁচিয়ে
তাঁতেই করিছে বাস তারা সমুদয়,
তিনিই অরণ্য-ঘোরে তাদের আশ্রয়।

কিন্তু সেই সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক শূকর,
প্রবৃত্তি সাধন হেতু ধাবিত হ'তেছে শুধু
প্রান্তর হইতে অন্য অরণ্য প্রান্তর।
নাহি জানে আপনার জনিতা ঈশ্বর।

নরের কাছেই ব্রহ্ম হয়েন ব্যকত।
পবিত্র-হৃদয় শান্ত পুণ্যাত্মা সাধু একান্ত
যাঁহারা, তাঁদের দৃষ্টি মাঝারে সতত
থাকেনি তো পরাৎপর ব্রহ্ম সমুদিত।

কিন্তু যারা সাংসারিক সুখেই মগন,
বিষয়-লালসা-ভূমে নিয়ত নিয়ত ভ্রমে,
বারেক তাঁহাকে মনে করে না কখন,
সে মনেও শুভ ক্ষণে দেন দরশন।

সাধু পুরুষের যেই কোমল হৃদয়
সেখানে তো বিশ্বনাথ, প্রবেশি' রবেন সাথ,
কিন্তু বিষয়িরো যেই হিয়া লৌহময়
তাও ভাঙ্গি অন্তরেতে হয়েন উদয়।

সাধু মিলে তাঁহাতে হইয়া হৃষ্ট-মনা।
পাপীও পাইয়া ক্লেশ যন্ত্রণা লভি' অশেষ
ঘটনায় ঘটনায় পে'য়ে বিড়ম্বনা
শেষেতে তাঁহারি বক্ষে লভিছে সান্ত্বনা।

বারেও তাঁহাকে মনে করে না যে জন
তাকেও কৃপালু নাথ ধরেন প্রসারি' হাত।
পবিত্র সময়ে কোন ঈশ্বরে স্মরণ
সেও যদি করে, ফেলে করিয়া ক্রন্দন।

হয়তো ব্রহ্মের সেই বিদ্যুৎ-প্রভাবে
তার এ জীবন আৰ্ত্ত হ'য়ে যায় পরিবর্ত্ত,
হয়তো তখন হ'তে ঈশ্বরের ভাবে
অনন্ত সময়াবধি ভাসিতে থাকিবে।

ঈশ্বর মঙ্গলময় পতিত-পাবন
পাপীকেও এ উপায়ে গৃহেতে আসেন লয়ে
কেবল সময় তিনি চান অনুক্ষণ,
সদা করিছেন অবসর অন্বেষণ।

দেখিছেন দয়াময় ইহাই কেবল,
কোন্ উপযুক্ত কালে স্বীয় রূপ প্রকাশিলে
আপন হৃদয়ে নর দিতে পারে স্থল,
কখন্ তাঁহাকে পে'য়ে হইবে শীতল।

যদিও আমরা তাঁকে করি নাকো মনে,
প্রেম ভক্তি উপহারে অর্চ্চনা করি না তাঁরে
নিয়ত বিমুখ তাঁর আদেশ পালনে,
তবু কিন্তু বিশ্রাম নাহিক তাঁর ক্ষণে।

স্নেহময় পিতা দেখিছেন অবসর,
হিয়া পাতি কে কখন্ তাঁহারে করে গ্রহণ।
সকলের তরে পিতা দয়ার সাগর
রেখেছেন প্রেম-ক্রোড় করিয়া প্রসার।

রে দুরন্ত অকৃতজ্ঞ মনুষ্য-সকল!
তোমরা কি ক্ষণ তরে মনে না করিবে তাঁরে?
হেরি তাঁর এত কৃপা প্রেম নিরমল
তাঁর ধন্যবাদে বাক্য রাখিবে নিশ্চল?

বিমূঢ় আমরা অতি শূন্য-জ্ঞান-হিয়া।
পিতা যে স্নেহের ভরে ক্রোড়ে করিবার তরে
ডাকিছেন আমাদের যতন করিয়া,
তাহাতে আমরা থাকি বধির হইয়া।

চাহেন ঈশ্বর তাঁর অমৃত-বারিতে
আমাদের অভিষিক্ত করিয়া রাখেন নিত্য,
সদা অভিলাষ তাঁর আমাদের হিতে।
আমরা ফিরাই নেত্র কিন্তু তাঁহা হ'তে।

নিয়তই প্রেম তিনি করিছেন দান।
আমাদের ইচ্ছা নাই, প্রীতি নাই, স্পৃহা নাই,
নাহিক ঈশ্বর-বোধ, নাহি ধর্ম্ম-জ্ঞান,
তাই মোরা তাঁর প্রেমে রয়েছি অজ্ঞান।

যখনি আমরা তাঁকে আত্ম-সমর্পণ
করিয়া মলিন ভাব দূর করি দেই সব
আত্মায় তাঁহাকে চাই করিতে দর্শন,
সে আশা তখনি তিনি করেন পূরণ।

পুষ্পকে সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করেছেন যিনি,
আলোকেতে দিবাকরে রাখিছেন পূর্ণ ক'রে
আপনাকে করি দান সে দেব আপনি
পূর্ণ রাখিছেন সদা আত্মাকে তেমনি।

অফুর অনন্ত সে অমৃত-প্রস্রবণ
না কভু ফুরায়ে যায় না কভু শুকায়ে যায়,
আমাদের যত শক্তি করিতে গ্রহণ
তাঁহার তেমতি দান অতি অফুরণ।

যদিও এ মর্ত্যধামে তাঁহাকে সকলে
মনে নাহি করে কভু তবু সে পরম প্রভু
সংশোধন করি সবে টানিছেন কোলে,
কাহাকেও নাহিক ত্যজেন কোন কালে।

তাঁহার পোষ্যের মধ্যে কোন কোন জন
যদিও পতিত হয়, চিরকাল নাহি রয়,
পাপিষ্ঠ পুণ্যাত্মা উভে দিয়ে আলিঙ্গন,
যেতেছেন ল'য়ে পিতা গৃহেতে আপন।

শুভ্র সমুদার তাঁর মঙ্গল-স্বরূপে,
তাঁর ক্ষমা দয়া প্রীতি স্নেহ ভালবাসা প্রভৃতি
মোদের বিশ্বাস হেন নিঃসংশয় রূপে ;
সকল ভরসা আছি তাঁহাকেই সঁপে।

এই বসুন্ধরা তলে থাকিয়াই সবে
উন্নত হইবে ক্রমে ধর্ম্ম ও কল্যাণ প্রেমে
ব্রহ্মের নিবাস হৃদে সবাকার হবে,
দুর্গতির দশা ক্রমে চলিয়া যাইবে।

তাঁর রাজ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইবে বিস্তার,
নীচ উচ্চ নিজ পর রবে না ইহার পর
সকলেই ভ্রাতৃ-রূপে হ'য়ে একাকার
সেবিবে চরণ সেই পরম পিতার।

তখন সৌভাগ্য গণি' স্মরিয়া মহিমা
ঈশ্বরের, মুক্তরবে বলিয়া উঠিবে সবে,
"আমরা তাঁহাকে যদি নাহি জানিতাম
তবে রে বিনাশ মহা প্রাপ্ত হইতাম !"

বিকৃতির ভাব যথা হেরি এ সময়,
বুদ্ধিতে তাহাতে হেন নাহি হয় নিরূপণ
দুর্গতি যন্ত্রণা দুঃখ পাইয়া বিলয়
কি রূপে এ সুখ-রাজ্য হইবে উদয়।

যখন মনেতে সত্য মঙ্গলের ভাব
হ'য়ে উঠে প্রণোদিত, তখনি তার সহিত
অটল প্রত্যয় এই হয় সমুদ্ভব,
সবেই হইবে ব্রাহ্ম পৃথ্বীর মানব।

ব্রহ্ম-পরায়ণ হ'য়ে একান্ত মনেতে
ঈশ্বরে পূজিবে সবে, ধর্ম্মেতে বর্দ্ধিত হবে,
তাঁহারি আশ্রয়ে থাকি তাঁরি আদেশেতে
সাধিবে তাঁহারি ধর্ম্ম সুনির্ম্মল চিতে।

করিবেন চরিতার্থ ব্রহ্ম সনাতন
সকল মনুষ্যগণে। সতত একান্ত মনে
ব্যাকুল তাঁহার জন্য হবে যেই জন,
করিবেন ব্যাকুলতা তার প্রশমন।

আশ্চর্য্য! আমরা এই মর্ত্ত্যেই থাকিয়া
জানিয়াছি বিধাতারে, পূজিতে পেয়েছি তাঁরে,
পরিমিত ক্ষুদ্র এই জীবন ধরিয়া
ব্রহ্ম-জ্ঞান-অধিকারে পড়েছি আসিয়া।

তাঁহাকে জানিলে আর কি থাকে জানার?
"হে গুরো! জানিলে কায়' সকলি এ জানা যায়।"
এ প্রশ্নের এইমাত্র একটি উত্তর,
অন্য সবি জানা যায় জানিলে ঈশ্বর।

সত্যই জ্ঞানের অন্ন সত্যের আকর
সেই পরমেশ যিনি, পরম পদার্থ তিনি,
তিনি সত্য বস্তু ত্রিভুবনের ভিতর,
তিনিই জ্ঞানের তৃপ্তি অনন্ত অমর।

বিষয়ে আসক্তিহীন প্রশান্ত হৃদয়
মহর্ষি ছিলেন যাঁরা, তাঁহাকে পেয়েই তাঁরা
জ্ঞান-তৃপ্ত হইয়াছিলেন শান্তিময়,
সত্যই তাঁদের ছিল অভয়-আশ্রয়।

জ্ঞান ত্যজি পরিমিত বিষয়-সকল
যতক্ষণ তাঁর পরে গিয়া না বিশ্রাম করে,
ততক্ষণ নাহি তার শান্তি নিরমল,
ঘুরে সে হইয়া সদা ব্যাকুল চঞ্চল।

সত্যের সন্ধানে জ্ঞান সদা বটে ধায়,
কিন্তু ক্ষুদ্র বিষয়েতে জল স্থল আকাশেতে
কোথাও খুঁজিয়া ঠিক সত্য নাহি পায়,
সে সত্যের ছায়া এই সত্য সমুদায়।

সত্যের স্বরূপ সেই পরম মহেশ,
তাঁকে মোরা পাই যবে, জ্ঞান-তৃপ্ত হই তবে,
নাহি থাকে আর কোন কামনার লেশ,
তৃপ্তি-হেতু তিনি সর্ব্ব কামনার শেষ।

পুরাতন-কাল-গত আর্য্য-ঋষিগণ
পবিত্র সত্যের সেই পরম নিধান যেই,
তাঁহারে অন্তরে করি' সাক্ষাৎ দর্শন
গিয়াছেন বলি এই বেদ-প্রবচন।

"সত্যের স্বরূপ তিনি জ্ঞান-নিকেতন,
অনন্ত অপরিমেয় ব্রহ্ম পরাৎপর ধ্যেয়,
বিশুদ্ধ নিষ্কল তিনি সত্য-আয়তন,
সকল সত্যের সত্য সত্য-সনাতন।"

এই সব মহাবাক্যে আত্মার সহিত
এখনো দিতেছি সায়, পেতেছি আনন্দ তায়,
এই বাক্য চিরদিন হইবে কীর্ত্তিত,
আকৃষ্ট করিবে ইহা সকলের চিত।

সত্যের প্রভাব, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতাপ,
যথা পুরাতন কালে, তথা বর্ত্তমান কালে,
তথা চিরদিন এ'র নাহি অপলাপ,
ক্রমেতে নাশিবে যত অসত্য প্রলাপ।

ইহা সমুদয় ভ্রম, মালিন্য-সকল,
ঘুচায়ে নর-হৃদয়ে রহিবে নিহিত হ'য়ে।
সত্যের একটু মাত্র থাকে যদি বল,
ক্রমে পৃথিবীকে ইহা করিবে উজ্জ্বল।

ঈশ্বর করুণাময় দিউন এ বর—
যেন অতি অল্পকালে সকল পৃথিবী তলে
ব্রাহ্ম ধরমের সত্য লভে পরিসর,
ভাসে শান্তি সুমঙ্গল পৃথ্বীর উপর।

দশম ব্যাখ্যান।

পরমেশ্বর পূর্ণ পুরুষ।

কেমন সৌভাগ্য দেখ আমাদের,
আমাদের প্রিয়তম
স্বয়ং ঈশ্বর ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক,
গুরুর গুরু উত্তম।
সত্য-আয়তন পূর্ণ জ্ঞানময়
সত্যের সত্য যে জন,
বাস্তব ধর্ম্মের তিনিই আশ্রয়,
তিনিই তার জীবন।
সত্যের আলোক দিতেছেন তিনি
পাঠাইয়া সর্ব্বস্থানে,
কভু বা মোদের সাহায্যের হেতু
প্রেরিছেন এই খানে
হেন মহাত্মারে, সত্যই যাঁহার
একমাত্র ব্রত হয়,

যিনি সেই সত্য গ্রহণ করিয়া
পূরিয়া তাহে হৃদয়,
তাহার প্রচার এই ধরাধামে
করেন একান্ত মনে,
নিজের পরাণ ধন জন মান
সঁপিয়া তাঁর চরণে।
বিশ্ব নিয়ন্তার হ'য়ে প্রতিনিধি
মঙ্গল সঙ্কল্প তাঁর
সেই ভক্ত সাধু সিদ্ধ প্রাণপণে
করিছেন অনিবার।
অসীম সৃষ্টির স্রষ্টা মহেশ্বর
হন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক,
সেই ভক্ত সাধু তাঁর আজ্ঞাকারী
তাঁর ধর্ম্ম-প্রচারক,
সেই সাধু নর হ'য়ে অনুচর
হইয়া প্রেরিত তাঁর
নানা বিপত্তির বিঘ্নের মধ্যেও
বাঁধি হিয়া আপনার

তাঁহার মঙ্গল কার্য্য সম্পাদন
করিতে থাকেন সদা,
ইহাতে যেমন আনন্দ তেমন
কিছুতে না পান কদা।
ঈশ্বর তাঁহার প্রিয় তনয়েরে
বাহিরের শত শত
বিপদের জালে করিয়া আবৃত
শিক্ষা দেন বিধিমত।
কিন্তু প্রভু নিজে দিয়ে পুরস্কার
আপনাকে তার তরে,
আত্মার আনন্দ ক্রমিক তাহার
দেন পরিবর্দ্ধ ক'রে।
তিনি তো আপনি চিদানন্দময়
কিন্তু সে ভক্তেরো তাঁর
সুখের অভাব নাহিক রাখেন
কিছু অবশিষ্ট আর।
যে আত্মা তাঁহার বলে বলীয়ান্‌,
বিঘ্ন বাধা সমুদয়

সে যে অতিক্রমি' তাঁরি পদতলে
লভে মঙ্গল আশ্রয়।
ব্রহ্মই তাঁহার সামর্থ্য, সম্বল,
তিনিই তাঁহার গতি,
তিনি অন্ন তাঁর, তিনি পুরস্কার,
তিনিই তাঁহার ভৃতি।
ঈশ্বর যখন স্বয়ং আপনি
ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক হন,
সত্য-ধরমের সর্ব্বত্র প্রচার
নিশ্চয় হবে তখন।
ক্রমে পৃথিবীর সমুদয় লোক
সত্যকে হৃদয়ে লবে,
আনন্দে তাহাকে দিবে আলিঙ্গন,
কালে এ ফল ফলিবে।
প্রত্যেক জনের দিতে হবে যোগ
কিন্তু এই বিষয়েতে,
কাহারো ইহাতে নাহি হয় যেন
অবহেলা কোনমতে।

অখণ্ড মঙ্গল অভিপ্রায়ে তাঁর
দিতে প্রতিবন্ধ কেহ
যদিও পারে না, তথাপি তাঁহার
মহতী ইচ্ছার সহ
মনের ইচ্ছায় যোগ দিলে পর
মোদেরি গৌরব হবে,
ব্রহ্মের সহিত আপ্তকাম হ'য়ে
সকল ফল মিলিবে।
দেবের প্রসাদ ব্যতীত কিছুই
কভু নাহি সিদ্ধ হয়,
কিন্তু দেখো যেন আত্ম-প্রভাবের
কিছু ত্রুটি নাহি রয়।
যিনি দয়া করি আত্মাকে মোদের
করেছেন বলীয়ান্,
তাহার সহিত প্রার্থনা-স্বরূপ
বাক্য করেছেন দান,
তখন কি নয় হেন ইচ্ছা তাঁর
প্রাণের যতনে লাগি'

তাঁর কার্য্য মোরা করি সম্পাদন,
তাঁহার প্রসাদ মাগি।
তিনি যে তাঁহার অতুলন জ্যোতি
মোদের নয়ন পরি
ধরিছেন সদা, যেন তাহা মোরা
নয়নে গ্রহণ করি।
যখন ধারায় হয় নিপতিত
তাঁহার কৃপার বারি,
তখন আমরা হৃদয় পাতিয়া
যেন তা ধারণ করি।
তাঁহার প্রসাদ অমৃতের ধারা,
এক আধ বার নয়,
কিন্তু ক্রমাগত আমাদের তরে
হেথা অবতীর্ণ হয়।
তাহে আমাদের যত্ন প্রয়োজন,
প্রীতি উপাসনা চাই,
চাই অনুরাগ হৃদয়ের তৃষা,
তবে সে ভুঞ্জিতে পাই।

জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়া অন্তরে
অজ্ঞান-তিমির হর,
তবে সে মহান্ সত্যের প্রভাব
আত্মায় দর্শন কর।
মহান্ ঈশ্বরে কে পায় দেখিতে ?
সে পায়, বিশুদ্ধ হ'য়ে
ঈশ্বর-ইচ্ছার অধীনে যে যায়
আপন ইচ্ছাকে ল'য়ে।
সত্য লাভ হেতু জ্ঞানের পন্থাকে
নিয়ত প্রশস্ত কর।
আমাদের জ্ঞান হইবে যেমন
উজ্জ্বল উজ্জ্বলতর,
ততই ততই তাঁহার নিগূঢ়
সত্যের ভাবের সহ
মোদের আত্মার হইবে মিলন
কাটিবে ততই মোহ।
জ্ঞান করে যত সত্যকে হৃদ্গত
প্রীতি সুবিস্তৃত হয়,

ইচ্ছাকে যতই তাঁহার ইচ্ছার
সমধীন করা যায়,
ততই তাঁহার ক্রমেতে ক্রমেতে
নিকট হইতে থাকি,
ততই তাঁহার স্বরূপ উজ্জ্বল
আত্মস্থ করিয়া দেখি।
সত্যেতে প্রীতিতে স্বাধীন ভাবেতে
উন্নত হইয়া, তাঁরে
অধিক করিয়া ক্রমে ক্রমে মোরা
পারি ভোগ করিবারে।
হয়ে এক মন করিয়ে যতন
সত্যের স্বরূপ দেখ।
এ শুভ সময়। ইহাকে কখন
অবহেলা ক'রো নাকো।
এবে একবার হৃদে আপনার
সত্যকে কর ধারণ,
জ্ঞান-তৃপ্ত হ'য়ে কৃতার্থ হইবে,
উন্নত হইবে মন।

হয় তো কল্যই কারো আমাদের
হ'তে পারে দেহ ক্ষয়,
কিন্তু একবার সে সত্য দেখিলে
আর না থাকিবে ভয়।
যদি সত্য ধনে দেখিবারে পাই
তবে মরিলেই বা কি?
হ'লো তো মোদের কৃতার্থ জীবন
কি আর রহিল বাঁকি।
কিন্তু যদি মোরা তাঁকে না জানিয়া
ত্যজি এই কলেবর,
তবে মোরা অতি কৃপা-পাত্র দীন
অধম অভাগ্য নর।
কোন অবসর লঘু বলি মনে
করিও না, করিও না,
তাঁরে পাইবার কোন অনুকূল
সময়েরে ত্যজিও না।
এখনই সেই সত্য-স্বরূপের
উজ্জ্বল প্রকাশ দেখ,

জ্ঞানকে উজ্জ্বল করি একবার
তাঁহাকে হৃদয়ে রাখ।
সত্য বস্তু তিনি পরম পদার্থ
আধারের মূলাধার।
তিনি মাত্র বস্তু, তাঁ হ'তে নিঃসৃত
সকল পদার্থ আর।
পশু পক্ষী আদি তরু লতা নদী
মৃত্তিকা প্রস্তর স্থূল,
সকল সত্বার সত্বা সেই এক,
সকল মূলের মূল।
সেই এক হ'তে হ'য়ে সমুদয়
সঞ্জীবিত রহিয়াছে,
তাঁ হ'তে নিঃসৃত হইয়া তাঁহাতে
সকলি স্থাপিত আছে।
এই যে অস্থায়ী নিখিল জগত
সৎ অভিধান ধরে,
সে কেবল সেই তাঁর সত্য ভাব
সর্ব্বথা গ্রহণ ক'রে।

তিনি বিশ্বাধার পরম ঈশ্বর
সত্য আয়তন তাঁর,
জ্ঞানকে উজ্জ্বল করি' তবে হৃদে
ধর সত্য নির্ব্বিকার।
মনে ভেবে দেখ, কেমন আশ্চর্য্য
জ্ঞানের বিষয় তিনি,
তিনিই পরম সত্য সনাতন,
প্রাণ-সমুজ্জ্বল-মণি।
ধরা নভ দিবে ভূমণ্ডল ব্যেপে
যা কিছু যেখানে থাকে,
সবার অন্তরে তিনি প্রাণ-রূপ।
সর্ব্বত্র নিরখ তাঁকে!
আদি সত্য তিনি। যে সত্য হইতে
মিষ্ট কথা নাই অন্য,
কত লোকে প্রাণ অনায়াসে দান
করিছে যাহার জন্য!
তিনি সেই সত্য, সত্যের সে সত্য,
তিনিই পুরুষ বলী।

"মহান্ পুরুষ প্রভু মহেশ্বর"
এ বাক্য যখন বলি,
তখনি কেমন মহদ্ভাব তাঁর
হৃদয়ে জাগিয়া উঠে,
পূর্ণ হয় হিয়া আনন্দ-অমৃতে
সকল বিকার কাটে।
এই কথাতেই ঈশ্বরের জ্ঞান,
তাঁর শুভ-অভিপ্রায়,
শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত সুন্দর স্বভাব,
সহজে প্রকাশ পায়।
যখনি তাঁহাকে, "মহান্ পুরুষ
প্রভু" সম্বোধিয়া ডাকি,
তখনি তাঁহাকে জীবন্ত ঈশ্বর-
রূপে আবির্ভূত দেখি।
আদি বস্তু তিনি, তা হ'তে অধিক,
পরম পুরুষ প্রভু।
বস্তুর সহিত সচেতন ভাব,
স্বাতন্ত্র্য, নাহিক কভু।

পরম পুরুষ চেতন-চেতন,
ব্রহ্ম সত্য সনাতন,
শুদ্ধ-বুদ্ধ তিনি মুকত-স্বভাব
জীবের জীবন-ধন।
পুরুষ-স্বরূপে যখন ঈশ্বরে
মোরা বিলোকন করি,
জীবাত্মার সহ তখন তাঁহার
বিশিষ্ট মিলন হেরি।
সেই সে মহান্ পূর্ণ পুরুষের
যাহা কিছু ইচ্ছা হয়,
তাহাতে এখানে মঙ্গল বিধান
হইতেছে সমুদয়।
স্বতন্ত্র সে দেব কাহারো কর্ত্তৃক
নিযুক্ত না হন কভু,
নিয়ন্তা তাঁহার নাহি কোন জন
নাহিক কেহই প্রভু।
যা ইচ্ছা তাঁহার, তাহাই কল্যাণ,
তাহাই সম্পন্ন হয়,

সত্য-কাম তিনি, সঙ্কল্প তাঁহার
সত্য ও সদা নিশ্চয়।
তিনি আমাদের হন অন্তরের
অন্তরাত্মা ভগবান্,
মঙ্গলের হেতু সকলই তিনি
করিছেন সুবিধান।
যা ইচ্ছা তাঁহার, তাহাই জগতে
হইতেছে অবিরত।
যা ইচ্ছা তাঁহার, শুভ ইচ্ছা তাই,
তাহাই কল্যাণ-প্রদ।
অখণ্ড মঙ্গল তাঁহার ইচ্ছার
কভু নাই পরাভব,
মঙ্গল-সঙ্কল্প সর্ব্ব শক্তিমান্
তিনি অদ্বিতীয় ধ্রুব।
তাঁহার ইচ্ছাকে বাধা দিতে পারে
নাহিক এমন জন,
স্বেচ্ছায় সহজে সকলি ঈশ্বর
করিছেন সম্পাদন।

সেই পরমেশ আমাদের প্রভু,
আমাদের পূজনীয়
তিনি আমাদের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক
পিতা পাতা সেবনীয়।
সুমঙ্গলময়ী সেই ইচ্ছা তাঁর
সতত রয়েছে জাগি'
কেমনে মোদের হইবে কুশল
কেবল তাহারি লাগি।
তিনি যে কেবল বিষয়-রাজ্যের
এক মাত্র মহারাজা,
তা নহেন কভু সেই মহাপ্রভু
ধরম-রাজ্যেরো রাজা।
তিনি যে কেবল জড় জগতের
এক মাত্র অধিপতি,
তা নহেন কভু সেই মহাপ্রভু
জীবাত্মারো হন পতি।
তিনি আমাদের পাপ-তাপ-হর
পুণ্যের উৎসাহ-দাতা

তিনি আমাদের চির জীবনের
জীবিকা—জীবন-পাতা।
কি পিতা কি মাতা কি বন্ধু কি ভ্রাতা
কি এক শবদ কোন
করিয়া প্রয়োগ সব ভাব তাঁর
সুব্যক্ত নহে কখন।
তিনি আমাদের পিতা মাতা সব
ভ্রাতা গুরু বন্ধুবর,
তিনি জীবাত্মার আত্মা ও জীবন,
অন্তরের অভ্যন্তর।
প্রিয়তম তিনি পরম ঈশ্বর
তিনিই অন্তরতম।
আত্মাতে তাঁহার জীবিত সম্বন্ধ
নহেক জড়ের সম।
জীবাত্মাকে তিনি আপন স্বাধীন
ভাবের করিয়া ভাগী
তাকে আপনার সহিত বাসের
করেছেন উপযোগী।

পরম পুরুষ ব্রহ্ম সম্পূরণ
তিনি সর্ব্বদেশমান্য,
মোরাও প্রকৃতি হ'তে উচ্চ পদে
পুরুষ বলিয়া গণ্য।
পিতা পুত্র সম এ বিষয়ে মিল
মোদের তাঁহার সহ,
তিনি হন পিতা মোরা পুত্র তাঁর
কি আর ইথে সন্দেহ।
পূরণ মঙ্গল হয়েন মহেশ
মোদের আছে সাধুতা,
পরিশুদ্ধ তিনি, আমাদের আছে
পুণ্য আর পবিত্রতা।
অপ্রবর্ত্তি তিনি স্বতন্ত্র নিয়ত,
মুকত স্বভাব তাঁর,
আমাদেরো এই ভোগের সংসারে
কর্ত্তৃত্বের আছে ভার।
তাঁহার সহিত আছে আমাদের
নিকট সম্বন্ধ অতি,

কিন্তু তাহা তবে জানা যায়, যবে
জীবাত্মা লভে উন্নতি।
যতই আমরা সাধু পুণ্য-ভাব
ধর্ম্ম উপার্জ্জন করি,
ততই সে দেব অপাপ-বিদ্ধকে
গ্রহণ করিতে পারি।
পশুর সমান থাকি যদি মোরা
পশুর সে জ্ঞান যাহা—
আহার শয়ন— আমরাও তবে
জেনে তৃপ্ত রহি তাহা।
জ্ঞান প্রেম ভাবে আত্মাকে মোদের
উন্নত করিব যত,
ঈশ্বর মহান্ আমরা তাঁহার
নিকট হইব তত।
পুরুষ বলিয়া আপনাকে যদি
আমরা বুঝিতে নারি,
তবে সে পরম পুরুষ-প্রবরে
কি আর বুঝিতে পারি?

সত্য যদি নাহি করি উপার্জ্জন,
তবে সে পরম সত্য
কেমনে হৃদয়ে করিব ধারণ,
আনন্দ পাইব নিত্য ?
পবিত্র আপনি না থাকিয়া কভু
ব্রহ্মের সে নিরমল
অখণ্ড-মঙ্গল পবিত্র স্বভাব
কেমনে বুঝিব বল ?
যাঁহারা কেবল করেন ঘোষণা
"ব্রহ্মে নাহি জানা যায়
সহবাস তাঁর নাহি করা যায়
কোথা প্রেম করা তাঁয় ?"
তাঁহাদের আমি কি আর বলিব ?
এ মাত্র বলিতে পারি,
পবিত্র হইয়া জ্ঞানে আলোকিত
কর হে হৃদয়-পুরী,
ব্রহ্মে অনুক্ষণ কর অন্বেষণ,
তবে সে অভয়-পদে

পাইবে আশ্রয়, না রহিবে ভয়,
পাইবে আনন্দ হৃদে।
ঈশ্বরের প্রেম বুঝিয়া তখন
আপন প্রেমের ফুলে
তাঁহার অর্চ্চনা করিবে আহ্লাদে
হৃদয় হইতে তুলে।
তাঁহাকে লভিতে না করি' যতন
কেহ যেন নাহি কয়
"তাঁহার স্মরণ তাঁহার মনন
সাধন সম্ভব নয়।"
চিরকাল তরে সাধু ভক্ত ধীর
ঘোষণা করেন যার,
সব মিথ্যা সেই প্রলাপ বচন
কিছু মূল নাহি তার!
এই সব লোক ত্যজি' এ জল্পনা
পবিত্র করিয়া চিত
সকলের চেয়ে শ্রেয় যে উপায়
তাহাকে করুক ধৃত—

তাঁহাকে সতত করুক প্রার্থনা
ব্যাকুল তৃষিত মনে,
অবশ্য ত্বরায় পাইবে দেখিতে
সত্য-রূপ মহাধনে।
ঈশ্বরে যে জন করে অন্বেষণ
অন্তরে নিয়ত নিত্য,
শূন্য হস্তে কভু সে জন ফেরে না,
হে নর! ইহাই সত্য।

একাদশ ব্যাখ্যান।

ঈশ্বর বিশ্বতশ্চক্ষু।

অনন্ত মহান্ বিশ্ব-চক্ষু সেই
পুরুষ জাগ্রত জগত-পতি,
তাঁর দৃষ্টি সর্ব্ব ভুবনে বিস্তৃত,
তিনি এ সংসারে জ্যোতির জ্যোতি।
কোথা হ'তে বল সূরয পাইল
প্রচণ্ড উত্তাপ ধরায় দিতে ?
জগত সংসার জীবন আনন্দে
পূরিত হইল কোথায় হ'তে ?
জান রে জান রে মানব সুধীর
যা কিছু হেরিছ ভূধর নদী,
সকলেরি সেই বিশ্ব-প্রসূ দেব
এক মুলাধার কারণ আদি।
বাহিরে অন্তরে নির্জ্জনে সজনে
সমুদ্র পর্ব্বতে সকল ঠাঁই,

তাঁহার প্রকাশ আছে দীপ্যমান,
তিমিরে নিরোধ তাহার নাই।
জ্ঞান-চক্ষু যদি করি উন্মীলন,
সহজেই তবে তাঁহাকে হেরি,
আত্মাকে করিলে পবিত্র নির্ম্মল
তাঁর উপদেশ শ্রবণ করি।
মনের বিকার করি' পরিহার
বিশুদ্ধ আমরা হই যখন,
তাঁহার অমৃত রস আস্বাদন
করি' পরিতৃপ্ত হই তখন।
আপনাকে মোরা করিয়া মলিন
তাঁ হ'তে দূরেতে পড়িয়া যাই।
যখন আমরা হই অন্ধীভূত,
তখনি দেখিতে তাঁরে না পাই।
যদি মম পরে হয় নিপতিত
সহস্র সহস্র লোকের আঁখি,
আমি যদি আর নয়ন মুদিয়া
অন্ধের সমান হইয়া থাকি,

সহস্র সহস্র সেই দৃষ্টি তরে
কিছু অনুভব করিতে নারি,
সহস্র দৃষ্টির মাঝারে রহিয়া
একাকীই আছি মনেতে করি।
কিন্তু বিশ্ব-চক্ষু ঈশ্বরের সেই
দৃষ্টির নিকটে এই যে এত
মানবের চক্ষু, এতো অতি ক্ষীণ,
সূর্য্যের সমীপে খদ্যোত মত।
সেই দৃষ্টি এই সকল বিশ্বের
উপরে নিয়ত পতিত রয়,
প্রত্যেক আত্মার গূঢ়তম স্থান
তাও ভেদ করি প্রবিষ্ট হয়।
অনন্ত ব্যাপিয়া দিক্ দিক্ দিয়া
জল স্থল ব্যোম সব আবরি'
যে দৃষ্টি রয়েছে, তাহাও আমরা
হয়ে দৃষ্টি-হারা নাহিক হেরি!
বল দেখি মোরা কেমন করিয়া
মোহান্ধ হইয়া হেরিব তায়,

জড় কি কখন চেতনে নিরখে ?
চেতনি চেতনে দেখিতে পায়।
সকল বিশ্বের দ্রষ্টা যে ঈশ্বর
জ্ঞানামৃতময় জগত-প্রাণ,
জড়-সম মোরা হ'য়ে জড়ীভুত
থাকি তাঁহা ছাড়ি' হারায়ে জ্ঞান !
দেখি না আমরা সর্ব্বত্র র'য়েছে
প্রকাশ উজ্জ্বল যে তাঁর জ্যোতি,
আসিছে তাঁহার মহান্ নিনাদ
তার প্রতি মোরা পাতি না শ্রুতি।
কিসে হই মোরা হেন হত-জ্ঞান
হেন অচেতন অসাড় এত ?
ক্ষুদ্র মানবেরে যত ভয় করি,
ঈশ্বরে আমরা ডরি না তত।
তাঁহার সম্মুখে পাপ-আচরণ
করিতে এ টুকু ডরি না কেন ?
কেন রে বল না মোদের উপরে
পড়িল দুর্ভাগ্য বিপত্তি হেন ?

হে ঈশ্বর! তুমি পতিতপাবন,
উদ্ধর এ সব বিপদ হ'তে,
আমাদের এই সারা জীবনের
বাঁধি দেও যোগ তোমার সাথে।
সব সৌন্দর্য্যের তুমি যে আকর,
সব মঙ্গলের একই গৃহ,
তোমার মঙ্গল ভাবে আমাদের
আত্মাকে উন্নত করিয়া লহ।
তোমা ভিন্ন যেন নাহি টলে মন
কোনই ইতর পদার্থ প্রতি,
তুমিই শরণ, তুমি বিনা নাথ!
আমাদের আর নাহিক গতি।
তোমার নিকট একাগ্র হৃদয়ে
এ এক প্রার্থনা করি গো বিভু,
দিয়েছ মহৎ যেই অধিকার,
অমান্য তা যেন করি না কভু।
করেছ ভূষিত তুমি আমাদের
যে সব উৎকৃষ্ট সুবৃত্তি দিয়ে,

ঘোষি' যেন তাহে তোমারি মহিমা,
না যায় যেন তা অনর্থ হ'য়ে।
দেহের মনের যা কিছু শকতি
আছে আমাদের, সকলি তব,
তব কার্য্যে তাহা করিয়া নিয়োগ
যেন ধন্য করি তাদের সব।
তব ও গো নাথ, যে অমৃত-রস,
তাহাই করিতে করিতে পান,
দেখিতে দেখিতে ও প্রসন্ন মুখ,
যেন অবসান হয় এ প্রাণ।
অদ্য যে আমরা এসেছি এখানে
তব উপাসনা কামনা ক'রে,
ছিল এ ভাবনা কবে দিনমণি
হ'বে অস্তমিত অচল পরে,
কখন্ হইবে সন্ধ্যা সমাগত
সাধনার সেই অমৃত-বেলা,
কখন্ তোমার প্রেম-মুখ দেখি'
ভুলিব সন্তাপ ঘুচিবে জ্বালা।

আকাঙ্ক্ষিত সেই আসিয়াছে বেলা,
তবে তুমি নাথ! বারেক এসো,
পূর্ণ কর আশ, দেও দরশন
হৃদয়-আসনে বারেক ব'সো।
তুমি আমাদের জনক জননী,
তুমিই সুহৃৎ তুমিই সখা,
মুক্তি মঙ্গলের একায়ন তুমি,
বারেক এখন দেও হে দেখা।
তব পদতলে লই হে আশ্রয়
সকলে মিলিয়া আমরা এই,
রক্ষ রক্ষ নাথ! আমাদের তুমি,
সর্ব্বস্ব মোদের তোমারে দেই।
সেই ঊষা হ'তে সায়াহ্ন অবধি
কত ঘটনার মাঝেতে থাকি'
নীচ হর্ষ-শোকে ছিলাম ডুবিয়া,
মনের উন্নতি এবে কি দেখি।
তোমার আলোক— অমৃতের ভাব
কোথায় হইতে সহসা আসি'

আশ্চর্য্য! করিছে সবারে জাগ্রত
প্রত্যেক হৃদয় মাঝারে পশি'।
তোমার অমৃত সহবাস-সুখ
যেই উপার্জ্জন করিছে হেথা,
তাহার তুলনা পায় না সে কভু।
তোমা ছাড়া আর পাইবে কোথা?
সে সাধুর আঁখি তোমারি উপরে
নিয়ত পড়িয়া র'য়েছে স্থির,
সদাই সে গায় তোমারি মহিমা,
প্রেমে বহাইয়া নয়ন-নীর।
তব সহবাস করিতে সম্ভোগ
হে পিত! আমরা পাই যে ক্ষণে,
নকিঞ্চিৎ ধন মানের লালসা
পারে কি তখন থাকিতে মনে?
সৌর-চক্র-ব্যাপী কিরণ যাহার,
সেই অংশুমালী কিরণ-জালে
থাকিতে পাইয়া, খদ্যোতের আলো
করে অভিলাষ কে কোন্ কালে?

তব প্রতি প্রভো! উন্নত হইয়া
ভুঞ্জে ব্রহ্মানন্দ জীবাত্মা যবে,
পৃথিবীর নীচ চিন্তা ও কামনা
পারে কি হৃদয়ে থাকিতে তবে ?
তখন মনের বাড়ে এই স্পৃহা
পবিত্র ধর্ম্মের আনন্দ চির
কেমনে ভুঞ্জিব ? কেমনে তোমার
অমৃত মিলনে হব অমর ?
গগনে জ্বলিত ওই যে দ্যুলোক
তন্নিবাসী দেব-কুলের সম,
আমিও তোমার সেবক ভাবিয়া
মহত্ত্ব কি আসে হৃদয়ে মম।
মোদের আত্মায় এ উন্নত ভাব
প্রেরণ করিয়া দেও হে প্রভু,
তোমা হ'তে যেন শূন্য হস্ত ল'য়ে
ফিরিতে মোদের হয় না কভু।
যার তরে এই সমাজ-মন্দিরে
একত্র আমরা হয়েছি সবে,

সে কেবল তব দর্শনের তৃষা,
সে আশা হে নাথ! পূরাও তবে।
হে মানব! মনে দেখ দেখি ভেবে,
এখানে যে মোরা সবাই মিলে
ব্রহ্মের মহিমা করিতেছি গান
এক হৃদয়েতে হরষে ফুলে,
তাঁহাকে আমরা সবে স্বীয় স্বীয়
হৃদয়ের প্রেম দিতেছি দান,
দিতেছি সর্ব্বস্ব ; হয় না কি তাহে
মনে দেবলোক-সম এ স্থান ?
এ পবিত্র স্থানে সাক্ষাৎ ব্রহ্মের
করি' উপাসনা করিয়া ধ্যান
সব পাপ আর সব মলিনতা
হয় দগ্ধীভূত, হয় নির্ব্বাণ।
ঈশ্বর! লোকেশ! তোমার নিকটে
একান্ত হৃদয়ে যাচি এ বর,
আমাদের এই পতিত আত্মাকে
কর গো উন্নত উন্নততর।

কখনও যদি তোমার নিকটে
কোন অপরাধ আমরা করি,
সহস্র সহস্র দিও দণ্ড তুমি,
লইব সে সব মাথার পরি।
কিন্তু যেন নাথ! কখনও যেন
বিষাদ-তিমির-আবৃত হৃদে
তোমার বিচ্ছেদ যন্ত্রণার সহ
কাটাইতে কাল হয় না কেঁদে।
তব কথা নাথ! কি বলিব আমি?
বাক্য স্তব্ধ হয় বলিতে গিয়া,
নিবৃত্ত হইয়া ফিরে আসে মন,
অবশ হইয়া পড়ে যে হিয়া।
তবে দয়া করি আমার হৃদয়
তুমি অধিকার কর যখন,
তখনি হৃদয়ে আমি পাই বল,
তখনই স্ফুরে বচন মন।
আমার ক্ষমতা কি আছে যে নাথ!
তব ভাব মুখে করি প্রচার,

তব প্রসন্নতা তব আবির্ভাব
সহায় সম্বল সবি আমার।
এখন প্রার্থনা পূরাও এ মম
তুমি দয়া করি' জগত-পতি,
এই বাক্যে যেন আত্মা সবাকার
হয় সমুন্নত তোমার প্রতি।

দ্বাদশ ব্যাখ্যান।

পূর্ণ পুরুষ পরমেশ্বরের সহিত আত্মার সাদৃশ্য।

পরম ঈশ্বর যিনি, মহান্ পুরুষ তিনি,
কেবল পরম বস্তু তিনি তো নহেন,
বস্তু হ'তে আরো উচ্চ, পুরুষ নামের বাচ্য,
পরম পুরুষ নিত্য আত্মজ্ঞ হয়েন।
সৃষ্টির কারণ আদি তাঁহাকে বলিবে যদি,
তাহাতে তাঁহার ভাব কিছু ব্যক্ত নয়,
কিম্বা সর্ব্বশক্তি সহ আদি বীজ তাঁরে কহ,
তাতেও সকল ভাব প্রকাশ না হয়।
সেই যে বিশ্বের স্রষ্টা সর্ব্বজ্ঞ সকল দ্রষ্টা
পরম পুরুষ রূপে তাঁরে যতক্ষণ
নাহি পারি নিরখিতে, না পারি মার্জ্জিত চিতে
তাঁহার জ্ঞানের প্রভা করিতে ধারণ,
তাঁহার উদ্দেশ্য শুভ তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ধ্রুব
তাঁহার পবিত্র ভাব না করি দর্শন,

সে অনন্ত বিশ্বাধিপে জীবন্ত ঈশ্বর রূপে
তদবধি দেখিতে না পাই কদাচন।
এই জ্ঞান-প্রাণ-ভরা দ্যুলোক আকাশ ধরা
ইহার কারণ এক অন্ধ শক্তি নয়,
ধরিয়া ভুবন ত্রয় জ্ঞানময় প্রাণময়
পরম পুরুষ মূলে আছেন নিশ্চয়।
নিয়ন্তা কর্ত্তার ভাব বস্তুতে আছে অভাব
নিয়ন্তার ভাব এক পুরুষেই আছে,
আরো শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব তাহাতে ব্যক্ত
বস্তুতে সকলি এ অভাব রহিয়াছে।
বস্তুর স্বভাব ইহা নিয়োজিত হয় তাহা
কার্য্যে কার্য্যে যেখানে যখন্ প্রয়োজন।
পুরুষ-স্বভাব এই নিয়োগ করিবে সেই
বস্তুরে নিয়ত, যথা করিবে মনন।
বিশ্বের সম্রাট্ যিনি পরম পুরুষ তিনি
পারে নাই বুঝিতে এ কথা যেই জন,
সৃষ্টির বিষয় লয়ে মনেতে ভাবিতে গিয়ে
সে হয় পতিত নানা ভ্রমে অনুক্ষণ।

প্রকৃতি অতীত শক্তি না দেখিয়া সেই ব্যক্তি
সকল দৃষ্টান্ত সে প্রকৃতি হ'তে লয়,
হয় যথা ব্রীহি যব বীজ হ'তে সমুদ্ভব
ঈশ্বর হইতে সৃষ্টি সেই রূপ কয়।
"স্রষ্টা যেই সৃষ্টি সেই" কেহ বা কহেন এই,
কেহ বলে বাধ্য হয়ে তাঁহার রচনা।
"জগত-কারণ যাহা অন্ধ শক্তি হয় তাহা"
এইরূপ কেহ বা করেন বিবেচনা।
ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহা কয় অন্যরূপ তাহা হয়।
"অন্ধ এক দৈব শক্তি জগত কারণ"
একথা সে নাহি বলে, সে দেখে সৃষ্টির মূলে
মহাপুরুষের ইচ্ছা করে বিচরণ।
শুধু সেই ইচ্ছা নয়, তার সঙ্গে আরো হয়
কর্ত্তৃত্ব-মঙ্গল-ভাব সকলি গ্রথিত,
স্বতন্ত্র-শকতি সেই পরম পুরুষ, এই
বিশ্বের কারণ মূল, ইহাই নিশ্চিত।
বাধ্য হয়ে নহে কভু কিন্তু স্ব-ইচ্ছায় প্রভু
অপর কাহারো কিছু সাহায্য ব্যতীত

আপন মঙ্গল ভাবে ভূলোক দ্যুলোক সবে
করেছেন সুরচিত চিন্তার অতীত।
হন নাই অন্য হ'তে নিয়মিত কোন মতে,
স্বতন্ত্র স্বয়ং-ব্যক্ত ব্রহ্ম সনাতন।
আপন সহজ সেই জ্ঞান-বল-ক্রিয়াতেই
করিলেন বিচিত্র এ সকলি সৃজন।
প্রথমে সে বিশ্ব-স্রষ্টা আদি-অন্ত সব দ্রষ্টা
আলোচনা করিলেন সৃষ্টির বিধান।
অমনি কৌশল যত হ'য়ে গেল প্রকাশিত।
করিলেন তাহাদের এই আজ্ঞা দান—
"আমার মঙ্গল ভাব সম্পন্ন কর রে সব"
এখনো নিরখ সেই আজ্ঞায় তাঁহার
যাহার কর্ত্তব্য যাহা সেই করিতেছে তাহা
তাঁহার শাসন সবে করিছে প্রচার।
যেই রূপ নিজে তিনি মঙ্গল-আনন্দ-খনি
সৃষ্টিকেও করিলেন তিনি সেই মত
পূরিত আনন্দ-রসে সকলি অমৃতে ভাসে।
আশ্চর্য্যময়ের এই আশ্চর্য্য জগত।

উন্নতি ইহার প্রাণ, উন্নতিই গম্য স্থান,
· পৃথিবীর মুখশ্রীর হ'তেছে উন্নতি।
জ্ঞান-ধর্ম্ম শিব-ভাব উন্নতি করিছে লাভ,
বাড়িছে সত্যের দিকে সবাকার গতি।
সেই সত্য সনাতন পূর্ণ ব্রহ্ম পুরাতন
চিরকাল এক ভাবে আছেন আপনি।
জীব জন্তু ভূত আর সৃষ্টির সকলি তাঁর
উন্নতির মুখে ত্যাগ করেছেন তিনি।
বিচিত্র সৃষ্টির কার্য্যে বিশাল তাঁহার রাজ্যে
থাকিতে কিছুই নাহি পারে পুরাতন।
উদে যথা দিননাথ সকলি তাহার সাথ
নূতন নূতন ভাব করিছে ধারণ।
গঠিয়া সামগ্রী কোন তাহাকে ত্যজিতে পুন
কতই কুণ্ঠিত মোরা হই মনে মনে।
কিন্তু হের সৃষ্টি-মাঝে তরুলতা নব সাজে
সাজিছে কেমন ত্যজি' পত্র পুরাতনে।
বিধাতার শিল্প উচ্চ হেন যে ময়ূর পুচ্ছ
তাহাও সে বিহঙ্গম করি' পরিত্যাগ

ধরে পুন অন্যতম নব পুচ্ছ অনুপম
দ্বিগুণ উজ্জ্বল তাহে হয় বন-ভাগ।
দূর সুদূরান্তে যাও যেদিকে সেদিকে চাও
আনন্দময়ের সুবিশাল সৃষ্টি মাঝে
সকলি লাবণ্যময় সকলি নূতন হয়
সুন্দর উন্নত হ'য়ে সবি উঠিতেছে।
এই যে বিচিত্র দৃশ্য প্রাণ-মনোময় বিশ্ব,
দিয়াছেন ইহা হ'তে আত্মাকে উন্নতি
সে যে শুধু মর্ত্যভাবে মর্ত্যের সুখেই পাবে
তৃপ্তি, তা করেন নাই ব্রহ্মাণ্ডের পতি।
ক্রমাগত ক্রোড়-পানে টানিছেন প্রেম-টানে
তারে, জ্ঞান-ধর্ম্ম তার করিয়া উজ্জ্বল।
উন্নতি আত্মার প্রাণ, উন্নতিই অন্ন পান,
উন্নতিই জীবাত্মার আরামের স্থল।
আত্মায় তিনি যে গুলি রোপেছেন ভাব-কলি
এখানেই ফুটে সব পাবে না বিনাশ,
উচ্চ হ'তে উচ্চ দিবে যত আত্মা প্রবেশিবে
উজ্জ্বল উজ্জ্বলতর হইবে বিকাস।

অনন্ত যাহার গতি অনন্ত যাহার স্থিতি
প্রথম সোপান যার এই মর্ত্যদেশ,
সেই জীবাত্মার জ্ঞান আনন্দ প্রবহমান
প্রেম-স্রোত এখানেই নাহি হবে শেষ।
ক্ষুদ্র মোরা এইখানে ব্রহ্মের আনন্দ-পানে
পরিতৃপ্ত যদিও হ'তেছি বহুতর,
কিন্তু দান করি প্রভু পরিতৃপ্ত নন কভু,
এমনি অনন্ত ব্রহ্ম দয়ার সাগর!
আনন্দে আনন্দে যত হইতেছি অগ্রগত,
উন্নতি হইতে যত উন্নতি রোহণ
করিতেছি, তত নাথ বলিছেন থাকি' সাথ,
ইহা নহে শেষ, আরো আছে প্রয়োজন।
স্বয়ং আদর্শ হ'য়ে সদাই অগ্রেতে র'য়ে
বিমল আলোকে পথ করি' প্রদর্শন,
সমুন্নতিশীল তাঁর তনয়েরে অনিবার
করিছেন আপনার দিকে আকর্ষণ।
অমৃতের অধিকারী যাহাতে হইতে পারি,
জীবাত্মারে হেন বল করিয়া অর্পণ,

তবে সর্ব্বশক্তিমান্ অমৃত আত্মার প্রাণ
করেছেন এখানেতে মোদের সৃজন।
সর্ব্বত্র সম্পূর্ণ থাকি' সকলি শাসনে রাখি'
নির্ম্মুক্ত স্বভাব ব্রহ্ম আপনি যেমন,
তার অনুরূপ নাথ স্বাধীন ভাবের সাথ
করেছেন জীবাত্মারে কর্ত্তৃত্ব অর্পণ।
চন্দ্র তারা তপনাদি তরুলতা গিরি নদী
বদ্ধ নিয়মেতে বেঁধেছেন সমুদয়,
মুক্ত ধর্ম্ম-বিধি যেই তাহা শুধু আত্মাকেই
করেছেন সম্প্রদান ঈশ্বর অব্যয়।
তুষারে আবদ্ধ-গতি হয় যথা স্রোতস্বতী,
তেমতি নিয়মে তাঁর জগত সংসার
রহিয়াছে বাঁধা পড়ি', সে নিয়ম রেখা ছাড়ি'
ফেলিবে একটি পদ সাধ্য কি তাহার।
কিন্তু সে উদকোপর পড়ে যবে রবি-কর
তখন সে ধরি' যথা বেগ ভয়ঙ্কর
সিক্ত করে বসুমতী তরু শস্য ফলবতী
উর্ব্বর করিতে থাকে অরণ্য প্রান্তর,

আত্মাও জগতী তলে তাঁহার প্রসাদ-বলে
তাঁহার অমৃত বীর্য্যে হয়ে বীর্য্যবান্
তাঁর-শুভ-ভাব যত বিস্তারিতে ইতস্তত
আপন ইচ্ছায় করে নিয়ত প্রয়াণ।
নদীর সে ভাব ধরি' সব বাধা তুচ্ছ করি'
প্লাবিয়া মঙ্গল-নীরে বিস্তৃত ভূভাগ
অমৃত সাগরে সেই আসি পড়ে সহজেই
আপন কর্ত্তৃত্ব-ভাব নাহি করে ত্যাগ।
আত্মারে সাদৃশ্য দান করেছেন ভগবান্
ধর্ম্মের নিয়ম তারে দিয়াছেন আর,
নাহিক বাধ্যতা সেথা স্বাধীনতা সবি তথা।
কিন্তু বেঁধেছেন কার্য্য-কারণে সংসার।
মনুষ্য শরীর পরে যেটুকু নির্ভর করে,
ইন্দ্রিয় বৃত্তির বশ যত টুকু হয়,
পশুভাব করি' গ্রহ চরে যত তার সহ,
জড়ের নিয়মে বশ তত দূর রয়।
জড়ের উপরে নর যত দূর করে ভর,
তত দূর হয় গণ্য বস্তুর মধ্যেতে।

আপন কর্তৃত্ব পরে যেটুকু চলিতে পারে,
তাহাতেই হয় বাচ্য পুরুষ শব্দেতে।
আমার শরীর ইহা, কিন্তু আমি নহি তাহা,
পুরুষ বিজ্ঞানবান্ দেহে রহি আমি।
যার জন্য যাহা ধার্য্য করিছে আমার কার্য্য
সকল ইন্দ্রিয়, আমি সবাকার স্বামী।
আত্মার স্বভাবগত কর্তৃত্ব শকতি এত,
প্রকৃতি কর্তৃক যেই আবৃত সে হয়,
যাহে আছে অনুবিদ্ধ তাহারেও করে বিদ্ধ,
তাহারো উপরে তার আধিপত্য রয়।
প্রকৃতির সীমা যত, বদ্ধ-ভাবে সমাবৃত,
আদ্যন্ত রহিত কার্য্য-কারণে গ্রথিত।
কর্তৃত্ব স্বতন্ত্র ভাব এ দুইয়ের প্রাদুর্ভাব
প্রকৃতির মধ্যে নাহি হেরি কদাচিত।
প্রকৃতি অন্ধের মত কার্য্য করে অবিরত
না জানিয়া না শুনিয়া, যা কিছু হেথায়
সাধিছে মঙ্গলময় ঈশ্বরের অভিপ্রায়।
মৃত্যুর আকৃতি এ প্রকৃতি সমুদয়।

যাহাকে অমৃত কয়, যাহা বুদ্ধ মুক্ত হয়,
ইহাতে কিছুই ভাব নাহিক তাহার।
প্রকৃতি-অতীত নরে পরাক্রম দিয়ে, তারে
এনেছেন আরো কাছে ব্রহ্ম আপনার।
মনুষ্য বিজ্ঞান-বলে প্রকৃতিরে পদে দলে।
আপনা আপনি ইহা বুঝিতে সক্ষম—
অচ্ছেদ্য নিয়মে শুদ্ধ সে তো নহে সদা বদ্ধ।
সে করে আত্মার বলে তারে অতিক্রম!
স্বাধীন-স্বভাব নর আপনাতে নিরন্তর
হেন এক ধর্ম্ম-বিধি করে দরশন,
স্ব-ইচ্ছায় সেই বিধি অনন্ত সময়াবধি
অবশ্য হইবে তারে করিতে পালন।
নিজ কর্ত্তৃত্বের পক্ষ বুঝিতে সে এত দক্ষ
হয় যদি ইন্দ্রিয়ের শত উদ্দীপন,
তাও পরিহার করি' সেই ধর্ম্মবিধি ধরি'
ইন্দ্রিয়-বিরুদ্ধে পারে করিতে গমন।
ঈশ্বর করুণাধার মনুষ্যকে এ প্রকার
স্বাধীনতা অলঙ্কার করেছেন দান।

যদিও তাহারে প্রভু বিপদে ফেলেন কভু
তারে সে করিতে শুধু আরো বলীয়ান্।
সেইরূপ বলে তারে রেখেছেন বলী ক'রে,
যাহে সে পথের বিঘ্ন বিপত্তি সকলে
অতিক্রমি' ধৈর্য্যবশে, আগত হইয়া শেষে
পড়িবে হইয়া নত তাঁরি পদতলে।
অতএব দেখ দেখি ঈশ্বরের সঙ্গে এ কি
জীবিত সম্বন্ধ আছে মোদের সবার।
তাঁর শক্তি মহীয়সী তিনি সবাকার বশী
মানবেও দিয়েছেন ভাব আপনার।
পুরুষে পুরুষে আর আছে সাম্য যে প্রকার,
পিতা পুত্রে আছে যেই সম্বন্ধ নির্ণয়।
স্রষ্টা পরমেশ সনে মর্ত্ত্যের মানবগণে
তেমতি সম্বন্ধে বাঁধা র'য়েছে নিশ্চয়।
পড়িয়া র'য়েছে তাঁর প্রেম-দৃষ্টি অনিবার
আমাদের উপরেতে অযাচিত ভাবে,
মোরাও কৃতজ্ঞ হ'য়ে প্রীতির অঞ্জলি ল'য়ে
রহিয়াছি এক-দৃষ্টে তাঁরি প্রতি সবে।

তিনি ধর্ম্ম-দণ্ডধারী, আমরা অধীন তাঁরি,
. মোদের সম্মুখে ধর্ম্ম-নিয়ম তাঁহার।
মোরা নিজে ইচ্ছা করি সে ধর্ম্ম পালন করি'
মোদের কর্ত্তৃত্বভাব আছে এ প্রকার।
অতএব কর মনে, পুরুষ পুরুষ সনে
রহিয়াছে বাঁধা এক সম্বন্ধে যেমন,
অসীম ব্রহ্মাণ্ড যাঁর সৃষ্টি, সেই বিধাতার
সহ আছে আমাদের সম্বন্ধ তেমন।
এই সত্য, এই জ্ঞান, ব্রাহ্ম ধরমের প্রাণ।
প্রত্যেক দিনের মোরা অন্নের লাগিয়া,
প্রত্যেক দিনের পাপ প্রতি দুঃখ পরিতাপ
পরিত্রাণ হেতু থাকি ঈশ্বরে চাহিয়া।
যে সম্বন্ধ তাঁর সনে, এমন ক'রো না মনে
অস্থায়ী অথবা মূলশূন্য তাহা হয়,
নিশ্চয় করিয়া জান জীবিত সম্বন্ধ হেন,
তিনি পিতা আমাদের আমরা তনয়।
অমৃতের পুত্রগণ! সবে হও এক মন,
একত্রে মিলিয়া তাঁর কর আরাধনা,

সরল পবিত্র হ'য়ে তাঁহার শরণ ল'য়ে
তাঁর প্রসন্নতা জন্য করহ প্রার্থনা।
ব্রহ্ম আপনার পানে টানিছেন প্রতিক্ষণে
প্রত্যেক আত্মারে তাঁর স্নেহে অতুলন।
আপন আদর্শ ধরি' জ্ঞানে সমুজ্জ্বল করি'
করিছেন স্বীয় ভাবে তাহারে গঠন।
নিজের যে ভাব-লেশ রোপেছেন পরমেশ
প্রত্যেক পুত্রের তাঁর আত্মার অন্তর,
তাহে উদ্দীপনা দিতে মাঝে মাঝে অবনীতে
তেজস্বী পুরুষগণে পাঠান ঈশ্বর।
ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র নরের শ্রদ্ধার পাত্র
তেজস্বী পুরুষ সেই প্রেরিত তাঁহার,
তাঁর অনুকারী হ'য়ে তাঁর শুভ-ভাব ল'য়ে
তাঁর প্রেম সর্ব্ব ঠাঁই করেন প্রচার।
ঈশ্বর মঙ্গলাধার, ভাবের অঙ্কুর তাঁর
সকলের আত্মাতেই আছে তো নিহিত,
কিন্তু সেই ঈশ্বরের অনুরক্ত ভক্তদের
শিক্ষা ও দৃষ্টান্তে তাহা হয় প্রস্ফুটিত।

মহাত্মাদিগের সাথে অনন্ত ধর্ম্মের পথে
. এইরূপে হতেছেন যাঁরা অগ্রসর,
যাহারা পশ্চাতে আছে তাদের আপন কাছে
আনিছেন তাঁহারা শিখায়ে বহুতর।
চমৎকার ভাব এ কি এই সাধুদের দেখি।
ঈশ্বরের যেই শুভ ভাব চিত্তহারী
মোদের প্রীতিকে করে আকর্ষণ বারে বারে,
তাঁদেরো হৃদয়ে তার অনুরূপ হেরি।
তাঁরা দুঃখ বিঘ্ন বাধা মস্তকে লইয়ে সদা
ব্রহ্মের মঙ্গল ভাব করেন প্রচার।
তিনি সে মহাত্মাগণে পাঠায়ে, অসংখ্য জনে
করিছেন আকর্ষণ দিকে আপনার।
নরের মঙ্গল জন্য সকলের অগ্রগণ্য
সেই সাধুদের দুঃখ দেন তিনি নানা,
তাঁহারা আদর সহ সে সব করেন গ্রহ,
তাতেই তাঁদের কত সত্য হয় জানা।
দেখ আমাদের প্রতি কি অপার তাঁর প্রীতি
কি অপার অনুগ্রহ ভালবাসা কত,

তাঁহার মঙ্গল-বারি দেখ আমাদের পরি
হইতেছে বরষিত নিয়ত নিয়ত।
হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের জন্মভূমি
বঙ্গভূমি-মাতৃ-মুখ কর গো উজ্জ্বল।
আমরা দুর্ব্বল অতি, চাহি' আছি তোমা প্রতি
কর কৃপা-দৃষ্টি দান সন্তানে দুর্ব্বল।
নাহিক কেহই আর সহায় সম্বল তার
এই দেশ বঙ্গ-ভূমি হীন পরাধীন,
ইহার ক্রন্দন-ধ্বনি উঠিছে দিন যামিনী
বহু ক্লেশে আবৃত হতেছে দিন দিন।
হে নাথ! উদ্ধার কর, ধর্ম্মকে প্রেরণ কর,
হর গো ইহার তুমি সন্তাপ-সকল।
তোমার করুণা-বারি প্রত্যেক আত্মার পরি
ঢাল অবিশ্রান্ত, তাহা হউক শীতল।
সন্তানের কাছে যথা পিতা মাতা হন, তথা
আমাদের কাছে তুমি হও প্রকাশিত,
আমরা সকলে মিলে আনন্দের অশ্রুজলে
ভিজাই চরণ তব হই বিগলিত।

এই বঙ্গ ভূমে কবে একাত্মা হইয়া সবে
. করিবে তোমার পূজা তোমার সন্তান ?
মোদের যতনে পিতা ! নাহি কিছু সফলতা
সিদ্ধিদাতা ! কর তব প্রসন্নতা দান।

ত্রয়োদশ ব্যাখ্যান।

পূর্ণ পুরুষ পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা

হরিত পাটল শ্বেত রক্ত রাগে
বিচিত্র জগতে যাহা কিছু জাগে,
কিছুই এ সব নাহি ছিল আগে,
কোথাও ছিল না কাহারো চিহ্ন্।

চলাচল-হীন অতল অপার
দিকে দিকে দিকে হইয়া প্রসার
এক মাত্র ছিল নিবিড় আঁধার,
আঁধারে আঁধার আছিল লীন।

সেই অন্ধকারে, আঁধারের জ্যোতি
আদি-অন্ত-হীন আদি-অন্ত-গতি
এক অদ্বিতীয় অক্ষয়-বিভূতি
পরব্রহ্ম সৎ ছিলেন একা।

কোথা কোন জ্যোতি ছিল না যখন
ছিল অন্ধকার আঁধারে মগন,
সেই জ্ঞান-জ্যোতি ছিলেন তখন
মহিমায় রাখি' মহিমা ঢাকা।

যদি নির্ব্বাপিয়ে সব জ্যোতি যায়
চন্দ্র সূর্য্য তারা কিছু নাহি রয়,
রহিবেন তবু সেই জ্যোতির্ম্ময়
পরম পুরুষ বিরাজমান।

সৃষ্টির অগ্রেতে ছিলেন ঈশ্বর
এখনো আছেন সৃষ্টির ভিতর,
সব ধ্বংস যদি হয় চরাচর,
তখনো রবেন প্রকাশবান্।

তিনি বর্ত্তমান হন চিরকাল—
নিত্যকাল হ'তে আর নিত্যকাল,
অনন্ত অমৃত ভূত-ভব্য-পাল,
আজো তিনি যথা কা'লো তেমন।

তিনিই কেবল এক বর্ত্তমান
তুবাহুতে তাঁর রহি' লম্বমান
নিয়মে হ'তেছে সদা ভ্রাম্যমান
ভূত ভবিষ্যের ঘটনাগণ।

তিনি দেশ-কাল-অতীত সবার,
দেশের কালের নাহি অধিকার
তাঁহার উপরে, তিনি এ সংসার
রচেছেন দেশ-কালের সূতে !

আকাশ-কালেতে হ'য়ে ওতপ্রোত
রয়েছে জগত সংসার তাবত,
আকাশ ও কাল জগত-সহিত
ওতপ্রোত হ'য়ে রয়েছে তাঁতে।

সকলি অসৎ ছিল রে যখন
পরিব্যাপ্ত ছিল অন্ধকার ঘন,
স্বীয় জ্ঞানালোকে ব্রহ্ম সনাতন
বিরাজ করিতেছিলেন তবে।

সে গম্ভীর ভাব ভাবো দেখি চিতে,
ভাবো একবার, প্রাবৃট-নিশীথে
যদি উচ্চ কোন গিরি-শৃঙ্গ হ'তে
করি নেত্র-পাত বিশাল নভে।

একটিও গ্রহ তারকা নয়নে
হবে না পতিত কোথাও গগনে
সকলি আবৃত মেঘের প্লাবনে—
সবি স্তব্ধ, তম দিকেতে চারি।

সেই অন্ধকারে, রোমাঞ্চ শরীরে,
ভয়াকুল-ভাবে, উদাস-অন্তরে
স্বয়ম্ভু পুরুষ নিত্য সে ঈশ্বরে
তখন সাক্ষাৎ নিকটে হেরি।

ছিল না যখন জীব, জল-স্থল,
আছিল আদিম তিমির নিশ্চল,
তিনিই একাকী ছিলেন কেবল
সত্য-জ্ঞানালোকে হ'য়ে প্রকাশ।

হইল তাঁহার ইচ্ছা সমুদ্ভব,
ছিল না সকলি হইল উদ্ভব,
করিলেন দীপ্ত সূর্য্যেরে প্রসব,
অমনি আঁধার পাইল নাশ।

সে চির-রজনী হ'লে অবসৃত
হয়েছিল যবে প্রথম প্রভাত,
ভাবিতে হৃদয় হয় বিগলিত
হয়েছিল যেই অপূর্ব্ব শোভা।

চির-স্তব্ধ তম করি' বিদারণ
কোথা হ'তে এ'লো নবীন তপন,
তেজে তেজে দিক্ করিল শোভন
কা হ'তে ধরিল সহস্র বিভা?

উল্কা, ধূমকেতু, উগ্র-গতি-মন,
এ সবার আগে করেন গমন
যিনি পরমেশ অখিল কারণ,
তাঁহারি ইচ্ছায় আইল রবি।

তাঁহারি ইচ্ছায় মাতা বসুমতী
ল'য়ে পৃষ্ঠ-দেশে তৃণ-বনস্পতি
সূর্য্যেরে বেষ্টিয়া আরম্ভিল গতি,
আকাশের পথে বেগেতে ধাবি'।

হা! সে পৃথ্বী তবে কিছু জানিত না
কে তাহার হেথা করিল প্রেরণা
কেন গ্রহ-মাঝে তাহার যোজনা।
কেবা মর্ম্ম তার জানিত তবে?

যাহা দগ্ধ-দারু-সমান জ্বলিত,
যেথা দ্রব-ধাতু-তরঙ্গ খেলিত,
বাষ্প-মেঘে সদা আবৃত থাকিত,
সেই বসুন্ধরা এমন হবে।

জীবন-প্রবাহ খেলিয়া বেড়াবে;
সুখ-শান্তি হেথা আলয় বাঁধিবে,
কুসুমে কুসুমে সুষমা ফুটিবে,
পরিবে সে মরু শ্যামল বাস,

অসংখ্য মানব, পশু-পক্ষী এত,
তরু নদী গিরি তৃণ গুল্ম যত,
এ আশ্চর্য্য-রূপে করিবে সজ্জিত
সে পৃথ্বীরে, কার ছিল বিশ্বাস ?

কে তাহাতে বীজ করিল বপন,
দিল ধন-ধান্য বিবিধ রতন,
কত ফুল-ফলে করি' সুশোভন
সৃজন করিল তাহারে কেবা ?

কোথায় সুরয ঊর্দ্ধে, ব্যোম পরে,
কোথা পৃথ্বী কোটি কোটি ক্রোশ দূরে,
কোথা এ-সকল জীব-জন্তু চরে।
সেই সূর্য্য হ'তে হতেছে দিবা।

দিনের আলোক জ্বালি' জল-স্থল
ধরা-পৃষ্ঠ সব করিছে উজ্জ্বল,
তাহে প্রাণ-স্রোত হতেছে প্রবল,
খুলিছে মোদের আঁখির পাতা।

এ সম্বন্ধ বাঁধি' দিল কোন্ জন?
অন্ধ শক্তি ইহা পারে কি কখন?
এই প্রাণ ধন সুখ-অতুলন
অন্ধ-শক্তি হ'তে এ'লো কি হেতো?

না না তাহা নয়, না না তাহা নয়,
সেই জ্ঞানময় মঙ্গল-আলয়
মহাপুরুষের ইচ্ছার উদয়
হইল যখন, হইল সব—

বনস্পতি বনে মস্তক তুলিল,
কাননে কাননে কুসুম ফুটিল,
ভূধর ফুটিয়া নির্ঝর ছুটিল,
বৃক্ষে বৃক্ষে পাখী করিল রব।

পৃথিবীর এই আদিম দশায়
ছিল যবে দ্রব-ধাতু-পিণ্ডময়,
সেই তার বেশ যদি সে সময়
করিত দর্শন মানব কোন,

তা হ'লে কি সেই কুজ্ঝটি-প্লাবিত
বাষ্পময় লোক-মেঘে আচ্ছাদিত
হেরি মনে তার হইত উদিত
সুখ-রাজ্য ইহা হইবে হেন ?

কিন্তু জগদীশ করি' আলোচন
রোপিলেন তাহে শক্তি অগণন,
তাতেই হইল সুখের ভবন
সেই দগ্ধ-মরু নির্জ্জীব-ধরা।

দিনে দিনে যত বহি' গেল কাল,
অগ্নি-পৃষ্ঠ ধরা হইল শীতল।
বাঁধিল আবাস জীব দলে দল
সুখ-উৎস বহি' গেল প্রখরা।

ক্রমে বাষ্প-রাশি হ'লো ঘনীভূত,
শীতল সলিল হইল বর্ষিত।
সলিলে কুম্ভীর মৎস্য শত শত
কত কোটি জীব করিল খেলা।

আবার কালেতে জল-গর্ভ হ'তে
উঠিল পর্ব্বত সূর্য্যাভিমুখেতে
তাঁহার মহিমা ঘোষিতে ঘোষিতে—
অদ্ভুত তাঁহার বিচিত্র লীলা।

জলে স্থলে ধরা বিভিন্ন হইল,
নানা জন্তু জীব উদ্ভিদ জন্মিল।
আপনা হ'তে কি ইহারা আইল?
অন্ধ-শকতির ইহা কি কাজ?

তাঁর শক্তি-বলে হইল সৃজন
যাঁহার মহিমা আশ্চর্য্য এমন।
বিজ্ঞান-পুরুষ সবার কারণ।
তিনি অদ্বিতীয় ভুবন-রাজ।

চর্ব্বনের হেতু দিলেন দশন,
দশনের আগে জননীর স্তন
দুগ্ধেতে দিলেন করিয়া পূরণ,
আমাদের তরে অখিলপতি।

তাঁহার কৌশল আশ্চর্য্য এমন।
জীব জন্তুগণে করিতে পালন
যে আশ্চর্য্য শক্তি করেন ধারণ,
পারে কি তা এক অন্ধ শকতি?

ইহাতে কি মহাপুরুষের জ্ঞান
পুরুষের শুভ উদ্দেশ্য মহান্
ইচ্ছা আলোচনা নাহি বিদ্যমান?
প্রেমের আলোক নাহি কি জ্বলে?

কে তবে মোদের পালিছে যতনে
কে মোদের রোগ-শান্তির কারণে
বিবিধ ভেষজ বহু-বিধ-গুণে
রাখেন সৃজিয়া জলে ও স্থলে?

হ'লে অঙ্গ কোন, বারেক বিকল,
হয় পুনরায় সুস্থ ও সবল।
করে ধমনিতে রক্ত চলাচল,
কাহার নিয়ম করি' বহন?

যবে আত্মা পড়ে মলিন হইয়া,
অভিভূত হয় পাপেতে ডুবিয়া,
দেন কেবা তারে উদ্ধার করিয়া
তাহাতে সন্তাপ করি' প্রেরণ ?

করিছেন সব সেই পরাৎপর
এক অদ্বিতীয় দেব মহেশ্বর,
যিনি জ্ঞানময় ব্যাপ্ত চরাচর,
মঙ্গল যাঁহার অভীষ্ট ধ্রুব।

চির কাল হ'তে আমাদের যিনি
জ্ঞান-প্রাণ-দাতা জনক-জননী
অমোঘ স্নেহেতে রাখিছেন টানি'
বিপথ হইতে পথেতে শুভ।

কিসের অভাব কি মোদের ভয় ?
যাঁর রাজ্য এই বিশ্ব সমুদয়
যাঁহার আজ্ঞায় সৃষ্টি স্থিতি লয়,
বিষয়ের রাজা তিনি যেমন,

অগ্নি বায়ু তারা চন্দ্র দিবাকর,
এ সবার তিনি যেমন ঈশ্বর,
আত্মারো তিনিই তেমনি ঈশ্বর
আত্মারো তিনিই পতি তেমন।

তাঁহার প্রসাদ লভি' অনুক্ষণ
করিতেছি মোরা জীবন যাপন,
জীবনের ভোগ সুখ-সম্পূরণ
কৃতার্থ হ'তেছি তাঁ হ'তে পে'য়ে।

তার জন্য পুন তাঁহাকে যখন
সকৃতজ্ঞ হিয়া করি সমর্পণ,
সেই ভোগ সুখ আবার তখন
উঠিছে কেমন পবিত্র হ'য়ে।

সর্ব্বদা সম্পদ করে প্রদর্শন
মোদের তাঁহার প্রসন্ন বদন,
বিপদ্ হইয়া গুরুর মতন
লতেছে শিখায়ে তাঁহার কাছে।

বহু শিক্ষা দিয়ে যখন বিপদ,
দিতেছে দেখায়ে সে পরম পদ
বিপদি তখন মোদের সম্পদ।
এ হ'তে মঙ্গল কি আর আছে?

সম্পদে বিপদে করুণা তাঁহার।
দিনের আলোক, নিশার আঁধার,
সমুদয় এই জগত সংসার,
বরষে তাঁহার করুণা-বারি।

শুধু আজি নয়, শুধু কালি নয়,
কেবল মর্ত্ত্যের এ জীবন নয়,
চিরকাল তাঁর করুণা আশ্রয়
পাইব ভুঞ্জিতে প্রসাদে তাঁরি।

নাই কি মোদের এ টুকু শকতি
যতদিন করি এখানে বসতি
তাঁহার মঙ্গল স্বভাবের প্রতি
তদিন নির্ভর করিয়া রই?

হবে আমাদের যাঁহার সঙ্গেতে
অনন্ত সময় অবধি থাকিতে
কদিনের এই জীবন মধ্যেতে
যদিও বিপদে পতিত হই—

তথাপি কি তাঁর মঙ্গল ছায়াতে
স্থির-চিত্ত হ'য়ে পারি না তিষ্ঠিতে
এটুকু নির্ভর নাই কি মনেতে
এটুকুও হৃদে নাহিক আশা ?

যদি এই ক্ষণ-কালের লাগিয়া
ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া
না পারি থাকিতে নির্ভয় হইয়া,
তবে নিত্য কালে কি বা ভরসা ?

ভবের কি মোরা একটুকু সুখে
উঠিব উন্মাদ হইয়া পুলকে,
অথবা তাহার এক বিন্দু দুখে
হ'য়ে মুহ্যমান লোটাব ভুমে ?

মোরা যে কেবল সুখ-কণিকায়
উন্মত্ত হইয়া রহিব ধরায়
ঈশ্বরের হেনরূপ ইচ্ছা নয়,
স্থায়ী সুখ তিনি দিবেন ক্রমে।

মোদের আত্মার হউক উন্নতি
ধর্ম্ম-বলে হই বলীয়ান্ অতি
থাকি স্থির ভাবে সুখ দুঃখ প্রতি,
চান তিনি ইহা মোদের ঠাঁই।

জড়-রাজ্য হ'তে উন্নত করিয়া
মুক্ত ধর্ম্ম-বিধি আত্মাকে অর্পিয়া
দিয়াছেন তিনি স্বাধীন করিয়া,
বদ্ধ-ভাব তার কিছুই নাই।

যাহাতে আমরা হই সুশিক্ষিত,
দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হই শান্ত চিত,
জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রেমে হই সমুন্নত,
মঙ্গল-উদ্দেশ্য ইহাই তাঁর।

সে মঙ্গল-ভাব করিতে সাধন
বিবিধ উপায় করিয়া স্থাপন
রেখেছেন তিনি, সাহায্য আপন
দিতেছেন কত তাহাতে আর।

বার তিথি মাস বৎসরের ন্যায়
বিপদ সম্পদ আ'সে আর যায়,
কিন্তু যদি মোরা ধর্ম্মকে সহায়
করি, করি পাপ-প্রবৃত্তি জয়,

সরল হৃদয়ে ব্রহ্মের উপর
থাকি চির দিন করিয়া নির্ভর,
র'বে আত্ম-বল তবে তো প্রখর
আত্ম-শান্তি কিছু না হবে ক্ষয়।

হে ঈশ্বর! শান্তি রক্ষ গো আত্মার,
শিব-ভাব তার কর গো বিস্তার,
ব্রাহ্ম-ভ্রাতৃগণে পথেতে তোমার
লইয়া তাদের কর গো সাথে।

তব জ্ঞানে কর এ দেশ উজ্জ্বল
শান্তি সলিলেতে পৃথিবী শীতল,
হউক প্রবৃত্ত মনুষ্য-সকল
তোমার শুভদ-সাধন-ব্রতে।

চতুর্দ্দশ ব্যাখ্যান।

ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

রস-রূপ প্রেমময় মহেশেরি এই
শোভাময় সুবিচিত্র সৃষ্টি সুবিশাল।
তাঁহার মঙ্গল-ভাবে সকলি পূরিত,
আনন্দ-কিরণে তাঁর সবি সমুজ্জ্বল।

সকলি তাঁহার এই, যা কিছু জগতে
র'য়েছে পদার্থপুঞ্জ উজ্জ্বল সুন্দর।
যা কিছু যেখানে আছে অনন্ত বিশ্বের,
সকলি সে দিয়াছেন তাহারে ঈশ্বর।

আমাদের প্রসূতি এ পৃথিবীকে তিনি
পূরিলেন দিয়ে সুখ, সৌন্দর্য্য, জীবন,
সৃষ্টির প্রধান সৃষ্টি মনুষ্য সৃজিয়া
করিলেন আরো তার মহত্ত্ব সাধন।

প্রীতি ও মঙ্গল-ভাব, আনন্দ-বিধান,
সৃষ্টির উদ্দেশ্য তাঁর ইহাই কেবল,
ইহাতেই করেছেন জগত পূরিত,
ইহাতেই হইয়াছে সকলি উজ্জ্বল।

অখণ্ড-মঙ্গল-ভাব নিজের যে তাঁর,
আর আর জীব তার হবে অনুকারী,
আপন হৃদয়ে তাহা করিবে ধারণ,
বেড়াইবে আরো তাহা অন্যত্র প্রচারি।

এই হেতু সৃজিলেন স্রষ্টা মহেশ্বর
উন্নত ধর্ম্মজ্ঞ জীবগণ বহুরূপ।
যে সকল সাধু-ভাব আমাদের আছে
সব তাঁর মঙ্গল ভাবের প্রতিরূপ।

প্রকৃত লক্ষণ সাধু-ভক্তদের এই—
ভুঞ্জেন তাঁহারা যে আনন্দ অনুক্ষণ
যে অবধি নাহি দেন অন্যকেও তাহা
কিছুতে তাঁদের তৃপ্তি নাহি তত ক্ষণ।

অন্ন-পান দীন সহ বণ্টন করিয়া
না লইলে তুষ্ট নয় তাঁহাদের মন;
তাঁদের রসনা ধায় পৃথিবীকে দিতে
যা কিছু নূতন সত্য লভেন যখন।

ব্রহ্মের অমৃত-ভোগ একাকী ভুঞ্জিয়া
তাঁরা কি থাকেন কভু সুতৃপ্ত হইয়া?
ব্রহ্মের আনন্দ আর ধর্ম্মানন্দ-বারি
ঢালেন সহস্র হৃদে বাধা না মানিয়া।

মানুষের ভয়ে তাঁরা নহেন শঙ্কিত,
পুত্র দারা ধন রত্ন এ তো ক্ষুদ্রতর
ধর্ম্ম হেতু সঙ্কুচিত নহেন তাঁহারা
দিতে বিসর্জ্জন আপনার কলেবর।

কহ দেখি সাধুতার কেন হেন বল?
যেহেতু সাধুত্ব এই অপার্থিব ধন
আত্ম-বুদ্ধি-প্রকাশক ঈশ্বর হইতে
আসিতেছে সাধুর আত্মায় অনুক্ষণ।

মানুষের এই যে সরল সাধু-ভাব
ব্রতী যাহা সদা পর-উপকার-ব্রতে,
তাহা হ'তে একবার ঈশ্বরের সেই
অনন্ত মঙ্গল-ভাব ভেবে দেখ চিতে।

আপনি আনন্দময় যে আনন্দ ভোগ
করিছেন, সে আনন্দ করিতে বিস্তার,
সকল জগত তাহে করিতে প্লাবিত,
নহে কি সৃষ্টির এক মাত্র লক্ষ্য তাঁর ?

তাঁর প্রেম বিতরণ করিবার হেতু
নহে কি হে এই সব জীবের সৃজন ?
করিবেন নাহি কি হে ধর্ম্মানন্দে তিনি
কোটি কোটি এই তাঁর আত্মাকে পূরণ ?

ধর্ম্মেতে বর্দ্ধিত হ'য়ে শ্রেষ্ঠ জীবগণ
শুদ্ধ হ'য়ে প্রেমের স্বর্গীয় ভাবে আর,
যাহে হয় তাঁহার সমীপে উপস্থিত,
সৃষ্টির পরম লক্ষ্য ইহাই তাঁহার।

ইহারি কারণে তিনি আত্মাকে মোদের
পাঠালেন পৃথিবীতে করিয়া সৃজন,
দিলেন শরীর তার করি' বাস-গৃহ,
এই হেতু করিলেন সংসার রচন।

অসংখ্য অসংখ্য দেখ ওই গ্রহ-লোক
দূর হতে দূরে যাহা করিছে বিরাজ,
উন্নত জীবের তাঁর শিক্ষালয় তাহা
অমৃত-পুত্রের বাস-গৃহ তার মাঝ।

এই উচ্চ অধিকার দেন নাই তিনি
যে সব নিকৃষ্ট জীবে, তবু কি তাদের
সকল প্রকার সুখে করিয়া বঞ্চিত
রেখেছেন ডুবাইয়া সলিলে দুঃখের ?

তাহা নয় তাহা নয়, তাদেরো ভিতর
মুক্ত হস্তে সুখ তিনি করেছেন দান,
অজস্র আনন্দ-ধারা হইয়া বর্ষিত
ভিজাইছে বন গিরি আবাস উদ্যান

নীহারের বিন্দু সম এক বিন্দু জলে
বারেক পরীক্ষা করি' কর দরশন,
সুখের উল্লাসে মত্ত অসংখ্য জীবন
রাখিয়াছে জল বিন্দু করিয়া পূরণ।

যাও দেখি একবার বনের ভিতর
লতিকা-কুসুমে যথা শোভিত কানন,
দেখিতে পাইবে সুশীতল বৃক্ষ-ছায়ে
সুখ-তৃপ্ত মৃগ-দল করে রোমন্থন।

উচ্চ কলরবে পক্ষী ধরিয়া সঙ্গীত
মনের আনন্দ কত করিছে প্রকাশ,
প্রাবৃট আরম্ভে নব-জল-ধারা-পাতে
বৃক্ষেরাও করে ব্যক্ত আনন্দ উল্লাস।

কিন্তু এই সব মুগ্ধ জীবের লাগিয়া
কিম্বা জড় এই বৃক্ষ-লতার কারণ
জ্ঞানের আকর আর শোভার ভাণ্ডার
হয় নাই এই বিশ্ব-রাজ্যের সৃজন।

অন্ধ জীবগণের ঐশ্বর্য্য নাহি হয়
সুন্দর বিচিত্র এই বিশ্ব অনুপম,
তাঁহার মঙ্গলময় অভিপ্রায় যাহা
ইহারা বুঝিতে তাহা নিতান্ত অক্ষম

এই যে বিশ্বকে এত আশ্চর্য্য ভূষণে
রেখেছেন বিভূষিত করি' বিশ্বপতি,
তাহা দেখি তাঁহার মহিমা অতুলন
কিছুই বুঝিতে নাই তাদের শকতি।

পশুর জীবনে নাই মহত্ত্বের ভাব
কিন্তু জগদীশ সৃষ্টি করিয়া আত্মার,
করিলেন সৃষ্টির মহত্ত্ব সম্পাদন;
তাঁহার মঙ্গল-ভাব হইল প্রচার।

যন্ত্র মাত্র এই জড়-রাজ্য-সমুদয়,
নিয়মে চলিছে বায়ু, চন্দ্রমা, তপন।
ইহা হ'তে মনোরাজ্য যদিও উন্নত,
প্রবৃত্তির দাস কিন্তু পশু-পক্ষীগণ।

মনুষ্যই লভেছে সে অমৃতের ভাব,
পরম-পুরুষ-রূপে তাঁরে জানিয়াছে,
তাঁহারি প্রসাদে তাঁর পুত্র অভিধানে
অভিহিত হইবার যোগ্য হইয়াছে।

পশু-রাজ্যে যেই সুখ দিয়াছেন ধাতা,
দেন নাই নরে তৃপ্তি সে সুখে কখন,
নিকৃষ্ট এ সুখ মাত্র পশুর তাবত
বিষয়েতে সুখী নহে মানবের মন।

পারে নি করিতে যারা আত্মার উন্নতি,
পায় নাই ব্রহ্মানন্দ ভুঞ্জিতে যাহারা,
এককালে ঈশ্বরের মহারাজ্যে এই
থাকিবে বঞ্চিত সর্ব্ব সুখে কি তাহারা ?

সর্ব্বসুখে একেবারে নহেক বঞ্চিত।
নিকৃষ্ট জীবের মত তাহাদেরো তরে
ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর র'য়েছে প্রস্তুত
সুখের সামগ্রী কত মেদিনী উপরে।

সূর্য্যের উদয় হ'তে অস্তকালাবধি
প্রভাত মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা হ'তেছে যেমন
মাস ঋতু সম্বৎসর কালের সহিত,
কত সুখ লভিতেছে তারা অনুক্ষণ।

কিন্তু দেখ ঈশ্বরের অপার করুণা!
এই সব সুখেতেই তারা তৃপ্ত রবে
হেন তাঁর অভিলাষ কখনই নয়।
তাঁর ইচ্ছা, সুখ হ'তে উচ্চ সুখ পাবে।

আহার-নিদ্রার সুখে নহে সুখী নর,
নহে পরিতৃপ্ত করি' বিষয় অর্জ্জন,
আমোদ-বিলাস-মোহে থাকুক ডুবিয়া
এই সুখে পূর্ণ নহে মানবের মন।

থাকুক বেষ্টিত সদা বিষয়-সম্পদে,
অতুল-ঐশ্বর্য্য ভোগ, প্রভুত্ব করুক,
হউক আদেশে তার সব সম্পাদন,
তথাপি সে কেন তাহে নাহি পায় সুখ?

যখনি সে আপনাকে জিজ্ঞাসে নির্জ্জনে,
"কহ দেখি মন, আমি সুখী কিম্বা নই ?"
অমনি হৃদয় হ'তে আইসে উত্তর,
"তব শূন্য-হৃদে সুখ নাহি কখনই"।

এই রূপ নিরাশা যে প্রাপ্ত হবে নর,
বল দেখি কি তার সন্দেহ আছে আর ?
ঈশ্বরের অভিপ্রায় নহে এ তো কভু
মর্ত্ত্যের এ সুখ মাত্র সকলি তাহার।

সকল আনন্দ আছে হস্তেতে যাঁহার,
যাঁহার হস্তেতে আছে সমুদয় ফল,
তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত পথে গেলে
কেমনে মোদের বল হইবে মঙ্গল ?

বিষয়-সুখেই তৃপ্তি হবে কি মোদের ?
শুধু সেই সুখ সদা আমরা কি চাই ?
বিষয়ের সুখ হ'তে উচ্চতর দান
ঈশ্বরের হস্তে কি মোদের তরে নাই ?

তাঁকেই করিব লাভ আমরা এখানে
সদ্ভাবে সত্যেতে প্রেমে হইয়া উন্নত,
ইহাই চাহেন তিনি, ইহাই কেবল
মনুষ্য সৃষ্টির তাঁর উদ্দেশ্য তাবত।

দেবতার সংসর্গের উপযুক্ত ক'রে
করেছেন পরমেশ মোদের সৃজন,
দিয়েছেন আমাদের ধর্ম্ম অধিকার
করিবারে আপনার দিকে আকর্ষণ।

বিষয়ের সুখে মুগ্ধ রাখিবার তরে
করেন নাহিক হেথা মোদের সৃজন।
ধর্ম্মের নিমিত্ত আর ঈশ্বরের তরে
বিষয়ের সুখ পারি করিতে বর্জ্জন।

কখন্ ত্যজিতে নারি বিষয়ের সুখ ?
যখন আনন্দ মোরা পাই না তাঁহার,
যখন উন্মত্ত হ'য়ে কাটাই জীবন
পশুর ভাবেতে পান করিয়া আহার।

হে পরমাত্মন্! তুমি লওগো মোদের
তোমার পবিত্রতম সম্মুখে টানিয়া,
সমুদয়-আত্মা-মন আমাদের তুমি
তোমার অমৃতে দেও নিয়োগ করিয়া।

পরিত্যাগ করিলে গো তোমারে ঈশ্বর
সুখ-শান্তি আমাদের কিছুই না থাকে,
কেবলই বিষাদের ঘন অন্ধকার
আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন করি' রাখে।

তোমা বিনা সুখ যাহা দুঃখ সে কেবল,
তোমা বিনা সম্পত্তি বিপত্তি বোধ হয়,
তোমার অভাবে হয় সকলি অভাব,
তোমা বিনা জয় বাস্তবিক পরাজয়।

হে নাথ! পেয়েছি যবে তোমা হ'তে মোরা
দেহের মনের এই সকল শকতি,
তব কার্য্যে কর তবে সে সব নিয়োগ
লভুক হৃদয়-মন তোমাতে উন্নতি।

পঞ্চদশ ব্যাখ্যান

পরমেশ্বর জগতের পাতা।

সকলের বশী যিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর
শাসিত শাসনে তাঁর বিশ্ব চরাচর।
তাঁহারি আশ্রয়ে কাল করিয়া যাপন
জীব-জন্তু স্বকার্য্য করিছে সম্পাদন।
বিশ্বের জনিতা সেই ঈশ্বরের কোলে
জীব জন্তু গ্রহলোক রয়েছে সকলে।
হেন কি মানস তুমি করিতেছ নর
অচিন্ত্য অলক্ষ্য পুরা কালেতে, ঈশ্বর
বিচিত্র সংসার এই করিয়া সৃজন
করেছেন পরিত্যাগ তাহারে এখন ?
শিল্পকর গৃহ পোত করিয়া নির্ম্মাণ
ত্যজি' তাহা করে যথা বিমুখে প্রস্থান
যা কিছু গড়িল শিল্পী আপনার করে
কিছুই সম্বন্ধ তাহে রহিল না পরে।

সেইরূপ জগতের জনিতা ঈশ্বর
গিয়াছেন চ'লে সৃষ্টি রচনার পর ?
অথবা সৃজিত বিশ্ব করিতে রক্ষণ
রয়েছেন তাহার সঙ্গেই অনুক্ষণ ?
সমুদয় কাল ও আকাশ যাহা আছে
তাঁহার সত্ত্বায় তাহা পূর্ণ রহিয়াছে।
সকলের সাক্ষী, যন্ত্রী, নিয়ন্তা হইয়া
অদ্যাপি জগত মধ্যে আছেন জাগিয়া।
তাঁহাতে সবেই মোরা করিতেছি বাস
তাঁহাতে জীবিত থেকে ফেলিতেছি শ্বাস।
তাঁহার সঙ্গেতে সংস্পৃষ্ট হ'য়ে আছি
তাঁহার প্রেমের চিহ্ন সদা দেখিতেছি।
যাঁহার ইচ্ছায় এই সৃষ্টি হইয়াছে
তাঁহারি ইচ্ছায় সৃষ্টি রক্ষিত হ'তেছে।
আছিল তাঁহার ইচ্ছা পূর্ব্বেতে যেমন
সেই ইচ্ছা বর্ত্তমান এখনো তেমন।
সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে ইচ্ছা-স্রোত তাঁর
আছে, তাই আছে এই জগত সংসার।

বলিতে আরম্ভ আমি করিয়াছি যবে
ইচ্ছার উদ্রেক মম হ'য়েছিল তবে,
এখনো যে বলিতেছি ইচ্ছা আছে ব'লে
ইচ্ছা যদি বন্ধ হয় বাক্য যায় চলে।
বিরাম হইয়া গেলে ঈশ্বর-ইচ্ছার
প্রলয়ের দশা পায় সকল সংসার।
দেখি' মোরা এখানেই তাঁকে বর্ত্তমান
সকলের প্রাণ-রূপে তাঁর অধিষ্ঠান,
জাগ্রত দেবতা-রূপে করি' দরশন
করিতেছি এবে মোরা তাঁর আরাধন।
এই যে এখন মোর স্ফুরিতেছে ভাষ
ইহাতে কি নাহি মোর ইচ্ছার প্রকাশ ?
দেখিছ কি মোরে মৃত দেহের সমান
জীবন্ত মনুষ্য ব'লে নাহি কর জ্ঞান ?
আমার বাক্যের তবে বাক্য যিনি হন,
যাঁর ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকাতে এখন
বাহির হ'তেছে বাক্য বদন হইতে,
দিয়াছেন যিনি প্রাণ আমার দেহেতে,

সমুদয় বিশ্ব যিনি সম্পূর্ণ করিয়া
রেখেছেন সর্ব্বদা জীবন প্রাণ দিয়া,
আমা হ'তে তবে কি অনন্ত গুণে আর
নহেক জীবন্ত ভাব সেই বিধাতার ?
নহেন কি তবে সেই দেব প্রাণময় ?
প্রাণের স্বরূপ তিনি, ইহাই নিশ্চয়।
তাঁহারে বেষ্টিয়া ফিরে নিখিল ভুবন
তাঁ হ'তে পেতেছি সবে জ্যোতি ও জীবন।
সমাজ-মন্দির এই ভজনার স্থান
এখনি এখানে দেখ তাঁর অধিষ্ঠান।
যখনি আমরা তাঁর করি আরাধন
তখনি সদয় হ'য়ে করেন গ্রহণ।
দেখিতেছি আমরা তাঁহাকে বর্ত্তমান
এখনি আনন্দ তাঁর করিতেছি পান।
নাহি হয় ভূত কাল করিতে স্মরণ
কিম্বা ভবিষ্যতে দৃষ্টি করিতে ক্ষেপণ।
এই যে প্রত্যক্ষ হেথা আলোক উজ্জ্বল,
এইযে প্রত্যক্ষ বায়ু করে চলা চল

যা হ'তে বহিছে শ্বাস, বচন নিঃসরে,
সকলি চলিছে তাঁর ইচ্ছার উপরে।
ইচ্ছা তাঁর ক্ষান্ত হ'লে আলো নাহি রয়,
স্পন্দহীন হয় বায়ু, বাক্য স্তব্ধ হয়।
সেই যে জগত-পাতা জগত-কারণ,
তাঁহার ইচ্ছায় চলে নিখিল ভুবন।
রাজগণ পরে এক তিনি অধিরাজ,
ত্রিভুবন-পালক একাকী বিশ্বমাঝ।
সেতুর স্বরূপ তিনি অখিল-ধারণ,
জনম মরণ আর স্থিতির কারণ।
সমুদয় লোক যাহে চূর্ণ নাহি যায়,
এই হেতু রেখেছেন ধরি সে সবায়।
প্রাণ-রূপে রয়েছেন তিনি জগতের,
অথচ অতীত তিনি ইহা সকলের।
যাঁর অঙ্গুলির এক ইঙ্গিত-আদেশে
ফিরে কোটি কোটি লোক আকাশে আকাশে,
তাঁর অঙ্গুলির চিহ্ন নাহিক কোথায়?
রয়েছে আকাশে সূর্য্যে, রয়েছে আত্মায়।

শারদ নিশীথে যবে পূর্ণ শশধর
মেঘ হ'তে যায় অন্য মেঘের ভিতর,
আবার যখন আসে অমল গগনে
করে সুরঞ্জিত ধরা নির্ম্মল কিরণে,
যাহে পরিতৃপ্ত হয় মানবের আঁখি,
কার অঙ্গুলির চিহ্ন তাহাতে নিরখি?
তাঁর অঙ্গুলির চিহ্ন, যাঁহার শাসনে
ভ্রমিছে অসংখ্য গ্রহ অনন্ত গগনে।

সম্পত্তির স্বচ্ছন্দতা হ'তে সাধু নর
যখন পতিত হন দুঃখের ভিতর,
আবার সম্পত্তি লাভ করেন যখন
এইরূপে সুখ-দুঃখ পান অনুক্ষণ,
সংসার-সংগ্রাম এই করিতে করিতে
দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ যবে হয়েন ধর্ম্মেতে,
জীবন-পুস্তক মধ্যে তাঁহার তখন
কার অঙ্গুলির চিহ্ন করি দরশন?
সেই অঙ্গুলির চিহ্ন তাহে দেখা যায়,
রয়েছে প্রত্যেক যাহা শুভ ঘটনায়।

যখন পাপেতে আত্মা পরাভূত হয়,
মোহের আঁধার ঘোরে যবে সুপ্ত রয়,
তার পরে অনুতাপে হ'য়ে দগ্ধ-মন
আত্মার প্রসাদ পুন লভে সে যখন,
পাপ অবসানে বীর্য্য লভিয়া নূতন
নূতন স্ফূর্ত্তিতে যবে করে সঞ্চরণ,
পুণ্য-জ্যোতি যবে তার আননেতে ভায়,
কাহার হস্তের চিহ্ন দেখে সে তথায় ?
সেই হস্ত-চিহ্ন তাহে র'য়েছে বিদিত
বিশ্বের ঘটনা যাহে হয় নিয়মিত।
যাঁহার ইচ্ছায় লভি' বরষার জল
তৃষিত ধরণী এই হ'তেছে শীতল,
তাঁহারি ইচ্ছাতে এই তাপিত হৃদয়
প্রসন্ন-বারিতে তাঁর হয় শান্তিময়।

নাই কি তাঁহার দৃষ্টি আমাদের পরে
রেখেছেন আমাদের অসহায় ক'রে ?
যত পাপ কেন মোরা করি না সঞ্চিত
নাই কি তাহাতে তাঁর দৃষ্টি নিপতিত ?

নাই যদি তাঁর দৃষ্টি কে তবে এখন
করিলেন আমাদের এখানে প্রেরণ?
মনের আলস্য কত আছে আমাদের
বিষয়-আসক্তি আর স্পৃহা আমাদের,
কুটিল স্বভাব কত আছে আর আর,
প্রতিকূল স্রোত ভাঙ্গি সেই সবাকার,
কে আজ করিল আমাদের আনয়ন
পবিত্র মন্দিরে তাঁর পূজিতে চরণ?
উষার কুয়াসা ঘন করিতে বারণ
দিনকর-কর যিনি করেন প্রেরণ,
তিনিই কি আনি' এই সাধুভক্ত মাঝ
নাহি করিছেন পূত আমাদের আজ?
পবিত্র হয়েছ আজি এখানে আসিয়া
প্রীতি-পুষ্প দেও তাঁরে হৃদয় খুলিয়া!
সকলে মিলিয়া আজি আনন্দের সনে
জাগাও আত্মারে তাঁর মহিমা কীর্ত্তনে।
নাহি আবশ্যক ভুত করিতে স্মরণ,
ভবিষ্যের অপেক্ষার নাহি প্রয়োজন।

এখানে প্রকাশ তাঁর কর দরশন,
এখনি হৃদয় তাঁরে কর সমর্পণ।
সর্ব্বত্র আছেন তিনি অধিকার ক'রে,
সর্ব্বসাক্ষী-রূপে হ'ন বাহিরে অন্তরে।
উচ্চ-গিরি-শৃঙ্গে যদি করি' আরোহণ
তাহার পশ্চাৎ ভাগে করি দরশন
আর এক অভ্রভেদী পর্ব্বতশিখর,
তাঁহার গম্ভীর ভাব হেরি তদুপর।
সমুদ্রের তটে যদি যাইয়া দাঁড়াই,
ফেনিল তরঙ্গে তার বারেক তাকাই,
অগাধ সমুদ্র-বক্ষে করি দরশন
রহিয়াছে পাতা তাঁর রাজ-সিংহাসন।
দাঁড়াইয়া নদীকূলে বৃক্ষ চ্ছায়া-তলে
যদি দৃষ্টি করি তার শ্যামল সলিলে,
যেথায় তরঙ্গ তার পবনে দোলায়,
তাঁহার আনন্দ-লীলা নিরখি সেথায়।
সকল দেশেতে তিনি সম বিদ্যমান
সকল কালেতে তিনি আছেন সমান।

কি ঘোর তামসী নিশা কি মধ্যাহ্ন আর
উভয় সমান হয় নিকটে তাঁহার।
আত্মার অন্তরে যেই গূঢ়তম স্থান
রহিয়াছে সেখানে তাঁহার অধিষ্ঠান।
তিনিই একাকী সর্ব্ব শোভার আকর
সরস অমৃত তিনি সৌন্দর্য্য-সাগর।
তাঁহার সৌন্দর্য্য হ'তে করিয়া গ্রহণ
আপন সৌন্দর্য্য সবে করিছে ধারণ।
তাঁহার প্রভাবে প্রভা দেয় প্রভাকর
সুধা বরিষণ করিতেছে সুধাকর।
জলদের অন্ধকার আলয়ে থাকিয়া
বিজলি বিতরে আলো ধরা চমকিয়া।
তাঁহা হ'তে ফুটে ফুল, পাখী করে গান
তিনি জগতের জ্যোতি, জগতের প্রাণ।
প্রাণ-রূপে ব্যক্ত যিনি প্রাণের মধ্যেতে
না পেতাম মোরা যদি তাঁহাকে দেখিতে
সবি হ'তো প্রভাহীন সকলি মলিন
তারকা-খচিত নভ হ'তো শোভাহীন।

তিনি বিনা শূন্য এই সংসার-আলয়,
শূন্য আলয়ের আছে সৌন্দর্য্য কোথায় ?
সেইরূপ হয় এই মানব-হৃদয়,
তিনি বিনা শূন্য তাহা অন্ধকারময়।
ব্রহ্মের সত্ত্বায় যদি পূর্ণ নাহি রয়
কি হবে লইয়া তবে সে শুষ্ক হৃদয় ?
নাহি যদি হেরি তাঁকে জগত-মন্দিরে,
নাহি যদি হেরি তাঁকে আত্মার অন্তরে,
সকলি বিষাদ তবে, সকলি প্রমাদ,
অন্তরে বিষাদ আর বাহিরে বিষাদ।
তিনি বিনা এই বিশ্ব সবি লক্ষ্যহীন,
অর্থহীন, মর্ম্মহীন, শৃঙ্খলা বিহীন।
মনুষ্য হইয়া সেই ব্রহ্ম সনাতনে
নাহি দেখিলাম যদি, কি ফল জীবনে ?
কিন্তু কি দয়া ঈশ্বরে! আপনারে দিয়া
রেখেছেন তিনি মানবাত্মারে পূরিয়া।
আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রীতি সত্য-ভাব
তাঁর আরাধনে করে চরিতার্থ লাভ।

তাঁর ভক্ত পুত্রগণে একত্রে মিলিয়া
অরণ্য প্রান্তর কিম্বা মন্দিরে বসিয়া
যেথা করে উপাসনা তাঁর নাম গান,
তাহাই পবিত্র দেব-লোকের সমান।
মর্ত্ত্যপুরী আমরা এ পৃথিবী ত্যজিয়া
কি আর দেখিব সে অমৃত-ধামে গিয়া ?
দেখিব আসীন মধ্যে দেব সনাতন
করে উপাসনা তাঁরে ঘেরি' দেবগণ।
আমরাও জ্ঞান ধর্ম্মে উপযুক্ত হ'লে
পাব আরাধিতে তাঁকে দেব সঙ্গে মিলে।
আমাদের আত্মা ক্রমে উন্নত হইয়া
লভিবে বিশ্রাম শেষে তাঁরি ক্রোড়ে গিয়া।
তোমার সৌন্দর্য্য যেন হে পরমাত্মন্!
রাখি হৃদে চিরদিন করিয়া ধারণ।
বিদ্যুৎ চন্দ্রমা তারা অগ্নি দিবাকর
সবার জ্যোতির জ্যোতি তুমি হে ঈশ্বর।
এই যে সংসার এত শোভার নিলয়
তোমারি জ্যোতিতে আছে হ'য়ে জ্যোতির্ম্ময়।

তুমি আমাদের পিতা, নয়নের ভাতি,
আমাদের অন্তরে আত্মার তুমি জ্যোতি।
সৌন্দর্য্যের হও তুমি সৌন্দর্য্য অতুল,
জ্যোতির জ্যোৎস্না, তুমি সকলের মূল।
যদি আমাদের তুমি উদ্ধারিতে চাও,
অচিরাৎ তোমার দিকেতে ল'য়ে যাও।
সহিতে পারি না আর ভবের যাতনা,
মোদের সম্মুখে তুমি প্রকাশো আপনা।
তোমা ছাড়া হ'য়ে নাথ! থাকি যদি, তবে
জ্যোতি হারা হয় রবি, শশী নাহি শোভে
রাখ করি' তব সহচর অনুচর
আমাকে নিয়ত, ওহে জনিতা ঈশ্বর!
তোমা হ'তে ধন মান কিছু নাহি চাই
দেও বর, তোমারি সেবক হ'তে পাই।

ষোড়শ ব্যাখ্যান।

পরমাত্মাকে প্রিয় করিয়া উপাসনা করিবে।

অনন্ত জগত-চক্র রচনা যাঁহার,
যিনি সর্ব্বলোকপাতা
সকল মঙ্গল-দাতা
ধ্রুব-স্থির-চির-প্রীতি-দৃষ্টিতে তাঁহার
চলিতেছে সমুদয় জগত সংসার।

দিতেছেন প্রেম তিনি সমস্ত জগতে,
অসংখ্য এ জীব জন্তু
সবে প্রীতি দেন, কিন্তু
কহ দেখি কার কাছে চাহেন আবার
প্রেম দিয়ে প্রেম, সেই প্রেম-পারাবার?

অচেতন সচেতন অন্য বস্তু যত,
তাহারা নাহিক পারে
প্রীতি প্রত্যর্পিতে তাঁরে

কেবল মনুষ্য ধরে সৌভাগ্য এমন
প্রীতি দিয়া প্রীতি তাঁর করিতে গ্রহণ।

আর আর জীবে পিতা দিতেছেন প্রেম,
কিন্তু তাহাদের প্রতি
নাহিক চাহেন প্রীতি,
মানবে যে দেন প্রীতি—এই লক্ষ্য তাঁর,
তারাও তাঁহাকে প্রেম দিবে আপনার।

মনুষ্য করিছে প্রীতি বিধাতারে দান,
বিধাতা হইতে পুন
পাইতেছে শত গুণ।
কেবল সংসারে ভালবেসে ক্ষান্ত নয়
মানব, ঈশ্বরে ঢালি' দিতেছে হৃদয়।

চাহেন ঈশ্বর প্রেম মনুষ্যের কাছে,
এই হেতু তারে ধাতা
দিয়াছেন স্বাধীনতা,

পেয়েছে মনুষ্য সেই অবস্থা উত্তম
যাহে প্রীতি দিতে তাঁরে হয় সে সক্ষম।

মানবে স্বাধীন করি' না দিতেন যদি,
তবে কি ঈশ্বর আর
চাহিতেন প্রেম তার?
প্রকৃতিই যাহাদের সর্ব্বময় প্রভু
তাহাদের প্রীতি তিনি না চাহেন কভু।

যাহারা স্বাধীন জীব বিষয়ের পতি,
আপন ইচ্ছায় তাঁরে
প্রীতি প্রদানিতে পারে
তাদেরি নিকট হ'তে প্রীতি তিনি চান,
তারাই মনুষ্য এই জীবের প্রধান।

বাধ্যতার বাধ্য নহে প্রীতি মহাধন,
কিম্বা অনুরোধ ক'রে
কেহ না লভিতে পারে,

মুদ্রা বিনিময়ে তাহা নাহি হয় ক্রয়,
শাসনেও কারো প্রেম সমাকৃষ্ট নয়।

দুর্ভাগ্যের চিরদাস ক্রীতদাসগণে
আঘাত করিয়া কভু
নিষ্ঠুর তাদের প্রভু
পারে কি করিতে প্রীতি-বিন্দু আকর্ষণ ?
প্রীতির আশ্রয়-ভূমি স্বাধীনতা ধন।

কল্যাণ-দায়িনী ইচ্ছা ঈশ্বরের এই—
মনুষ্য তাঁহার প্রতি
সর্ব্বদা করুক প্রীতি
এই হেতু স্বাধীনতা করিয়া অর্পণ
দিলেন প্রীতির কার্য্য করিতে সাধন।

আর যত জীব-জন্তু আছে এ জগতে,
প্রকৃতির বদ্ধ-ভাবে
আবদ্ধ করিয়া সবে

মনুষ্যে দিলেন শুধু ঈশ্বর উত্তম
স্বাধীনতা-সাধ্য এক ধর্ম্মের নিয়ম।

স্বাধীনতা যাহা প্রিয় অপার্থিব ধন,
যেই দান উচ্চতম
নাই অন্য যার সম,
করি' দান আমাদের সেই উচ্চ ধন,
বাধ্য করি' আমাদের প্রীতি নাহি লন।

হইয়াছে যেই আত্মা ধর্ম্মেতে উন্নত,
যে আত্মা স্বাধীন হয়,
পাপ হ'তে মুক্ত রয়,
যে আত্মা মঙ্গল ভাবাপন্ন নিরন্তর,
তাহারি পবিত্র প্রীতি চাহেন ঈশ্বর।

নাহিক যাহার বল, নাই স্বাধীনতা,
প্রবৃত্তির প্রতিকূলে
ধর্ম্মের আদেশ পালে,

অধম সুদীন সেই মানব হইতে
নাহিক পারেন প্রীতি ঈশ্বর পাইতে।

শুদ্ধ-প্রেম পবিত্রতা ঈশ্বরের যাহা,
মঙ্গল-স্বরূপ যাহা
দর্শন করিয়া তাহা
স্বতঃ মোরা যেই প্রীতি সমর্পি তাঁহায়,
তাই লন, তাহা ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

ধর্ম্মের আবার আছে হেন এক ভাব,
ধর্ম্মেতে উন্নত হ'য়ে
ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য পে'য়ে
মঙ্গল-স্বরূপ তাঁর দেখিলে আত্মায়
প্রীতির উচ্ছ্বাস তাঁহে স্বভাবত ধায়।

কখন্ ঈশ্বর প্রতি নাহি ধায় প্রেম ?
ধর্ম্মের কিরণ শুভ্র
ঢাকে যবে পাপ অভ্র

পশুবৎ যবে মোরা করি আচরণ,
যখন মঙ্গল-ভাব করি নিবারণ।

যথার্থ মুকত যেই আত্মা পাপহীন,
কুটিল বিষয়-মন্ত্র
ত্যজিয়া রহে স্বতন্ত্র,
ধর্ম্মেতে মঙ্গলে যেই উন্নত-মানস,
ব্রহ্ম-প্রীতি ভিন্ন তারে কি লাগে সরস?

সে মানব ঈশ্বরের প্রীতির লাগিয়া
বিষয়ের সুখ নানা
করে না সুখ গণনা,
সহস্র সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি বন্ধন
অনাসে করিয়া ছিন্ন লভে বিমোচন।

সূর্য্যের উদয়ে যথা রাত্রির আঁধার,
উষার কুজ্ঝটি কালো
দূর করি' শোভে আলো,

তেমনি আত্মায় হ'য়ে প্রীতির উদয়
ভয় ব্যাকুলতা তার ঘুচে সমুদয়।

ধর্ম্মাত্মা পুরুষ সেই সাধু-চিত্ত-ভূমে
আত্ম-প্রসাদের উঠে
বিশদ জ্যোৎস্না ফুটে।
সেই আলোকেতে তিনি আবার যখন
ঈশ্বরের মুখচ্ছবি করেন দর্শন

কি আনন্দ তবে তাঁর হৃদয়ে উপজে!
আত্ম-প্রসাদের একে
পবিত্র আলোক থাকে,
ব্রহ্মের বিমল মুখ-জ্যোতি পুন তায়,
দুই জ্যোতি মিলে শোভে আশ্চর্য্য শোভায়

এই রূপে দর্পণের সমান যখন
আমাদের আত্মা যত
ক্রমে হয় পরিষ্কৃত,

ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব তত স্পষ্টতর
পড়ি' সমুজ্জ্বল করে আত্মার অন্তর।

হয় যবে ব্রহ্ম সহ আত্মার মিলন,
সবি সুধাময়, ভব
ধরে বেশ অন্য নব,
অপবিত্র কিছু আর নহেক তখন।
জগত-মন্দির তাঁর তাঁতেই পূরণ।

ঈশ্বরে করিয়া ত্যাগ যখন আমরা
নিজের সামান্য এই
থাকি' সক্ত বিষয়েই,
তখনি এ পুণ্য-ক্ষেত্র পবিত্র সংসার
ধরে আমাদের কাছে ক্ষুদ্র ভাব তার।

ঈশ্বর হইতে অন্য যে কোন বিষয়ে
করিবে অধিক প্রেম,
তাহাতে হবে না ক্ষেম।

তাঁ হ'তে অধিক প্রেম করিবে যাহাতে,
তারি জন্য হবে দুঃখ নারিবে লঙ্ঘিতে।

প্রচুর অর্জ্জন তুমি কর ধন-মান,
প্রভুত্ব বিস্তারো কত,
ধর কীর্ত্তি শত শত,
নাহিক পাইবে শান্তি কিছুতে ইহার,
পলকে হইবে ধ্বংশ সকলি তোমার।

সেই ব্রহ্ম-পরায়ণ মহর্ষির বাণী
অবশ্য হইবে সত্য,
জানিয়া সত্যের তথ্য
বলেছেন যিনি কর্ম্ম-আসক্ত মানবে—
"তোমার যে প্রিয় তাহা অবশ্য মরিবে।"

মর্ত্যধাম মৃত্যুপূর্ণ সংসারে থাকিয়া
মৃত্যুর অতীত সেই
অমর ঈশ্বর যেই,

তাঁরে যদি পার নর করিতে সঞ্চয়,
চির জীবনের ধন করিলে সঞ্চয়,

এ ধন পাইলে আর সবি দেওয়া যায়।
এ ধন পাইলে অন্য
অভাব হবে না গণ্য,
পাইলে বিচ্যুতি-ভয় নাহিক ইহার,
সকল সময়ে তিনি সঙ্গেতে তোমার।

চির জীবনের যিনি সখা আমাদের,
যাঁর সখ্যে সমাকৃষ্ট
যাঁর স্নেহে সমাবিষ্ট
হইয়া পেতেছি মোরা মঙ্গল প্রচুর,
মোদের ত্যজিয়া তিনি নাহি র'ন দূর।

চাহেন মোদের প্রীতি যিনি প্রতিক্ষণে,
মোরা কি পশুর মত
অকৃতজ্ঞ র'ব এত,

করিব না তাঁর প্রতি প্রীতি সমর্পণ?
অবিরত প্রেম যিনি করেন অর্পণ।

সংসার অধম হায়! কি পদার্থ হেন,
যাহাতে মোদের প্রীতি
সকলি রহিবে স্থিতি,
সংসার হইতে তাহা করি' প্রত্যাহার
কিছু কি ঈশ্বরে মোরা দিব না তাহার?

সংসারের কি এমন শক্তি আকর্ষণী,
যাহাতে ঈশ্বর হ'তে
বিচ্ছিন্ন করিয়া ল'তে
পারে সে মোদের সবে ধর্ম্ম-বল জিনি'?
সংসারের সুখ দুঃখ সবি মোরা জানি।

অকৃত অমৃত সেই ঈশ্বর হইতে
দূরেতে পতিত হ'য়ে
ক্ষুদ্র এ বিষয় ল'য়ে

কত দিন বল তাহে রহিবে মগন ?
জীবনের ফল তাহে হবে কি সাধন ?

অনন্ত সম্বল যেই ধর্ম্ম মহাধন,
অনন্ত কালের সেই
জীবিকা ঈশ্বর যেই,
তাঁকে হারাইয়া শান্তি কোথায় মোদের ?
কোথা গিয়া পরিত্রাণ হবে মানবের ?

এখন এসরে ভাই সকলে মিলিয়া,
প্রীতির স্বরূপ যিনি
অমৃত আনন্দ-খনি
নির্ম্মল হৃদয়-থাল প্রীতিতে ভরিয়া
জীবন সার্থক করি তাঁহাকে অর্পিয়া।

সপ্তাহে মন্দিরে মোরা দিনেকের তরে
আসি যেই ফল তরে,
তাহা কি দিনেরি তরে ?

এই ক্ষুদ্র লক্ষ্য নয়। কিন্তু চাই ইহা—
চিরকাল ভুঞ্জিব লভিব হেথা যাহা।

এখানে—পবিত্র এই উপাসনালয়ে,
তাঁহার প্রেমের মুখ
এমন করিয়া দেখ,
তাহার জ্যোৎস্না যেন ছয় দিন আর
রাখে হৃদয়ের তম করি' অপসার।

এখানে এসেছ যদি, তাঁর প্রীতি-রস
এত করি কর পান,
যেন তব দগ্ধ প্রাণ
শীতল হইয়া থাকে আর দিন ছয়,
ব্রহ্মের আনন্দ যেন শিরে শিরে বয়।

আত্মার উন্নতি শুধু লক্ষ্য আমাদের।
ক্ষণের অস্থায়ী ভাবে
কি আর মোদের হবে,

এই উচ্চ ভাব যদি প্রত্যেক কথায়,
জীবনে প্রত্যেক কার্য্যে প্রকাশ না পায় ?

এই ভাব যদি নারে রাখিতে তোমায়
দুঃখেও প্রসন্ন মনে,
কিম্বা ল'য়ে হেন স্থানে,
পাপের তাপের যেথা নাহি অধিকার,
এখানে আসিয়া তবে কি করিলে আর ?

অক্ষয় রতন ধর্ম্ম দিনেকের নয়।
ঘণ্টা দুয়ে সমুদয়
প্রীতি-যোগ যোগ নয়,
ঈশ্বর নহেন শুধু একটি দিনের,
ঈশ্বর অনাদি হ'তে অনন্ত কালের।

প্রতি দিন আমাদের সূর্য্যোদয় সনে
করি' ধর্ম্ম অনুষ্ঠান
হ'তে হবে বলীয়ান্,

সতত করিয়া আত্ম-জিজ্ঞাসা কেবল
করিতে হইবে দূর দুরিত সকল।

পাপ-দুঃখ-সমাকুল সংসারের সহ
প্রতি দণ্ডে প্রতিক্ষণে
যুঝিতে হইবে রণে
জ্ঞান ধর্ম্ম মহা-অস্ত্র করিয়া ধারণ,
প্রীতি সাধু-ভাব হবে করিতে অর্জ্জন।

সত্য-জ্যোতি সনাতন ব্রহ্মের সদনে
প্রতি সন্ধ্যা প্রতি দিন
হ'য়ে সাধু-ভক্ত-দীন
হইবে হৃদয়-দ্বার মোচন করিতে,
আত্ম সমর্পিয়া চির জীবন থাকিতে।

করিলে এখানে সেই ঈশ্বরে অর্জ্জন,
সংসারে রবে না ভয়,
অভাব পাইবে লয়,

মঙ্গল-ছায়ায় তাঁর হইয়া মণ্ডিত
আনন্দ-সুরভি-সহ র'ব বিকসিত।

মৃত্যুর সময় যবে হবে সমাগত,
ত্যজি' যবে মর্ত্ত্য-বাস
যাইব অমরাবাস,
এমন আনন্দ হবে, মনে যাহা হয়
প্রবাসীর স্বদেশেতে যাত্রার সময়।

অতএব হে মানব! সকল হৃদয়,
সব আত্মা, সব মন,
তাঁহাতে কর অর্পণ।
হে ঈশ্বর! আমাদের কবে সমুদয়
তোমাকে অর্পণ করি' হইব নির্ভয়।

সপ্তদশ ব্যাখ্যান।

——ঃঃ——

পরমেশ্বর আমাদের পিতা।

ব্রহ্মের সাক্ষাৎভাব এখানে মোদের
কত লাভ হ'লো, শুদ্ধ স্বরূপ তাঁহার
কত প্রতিভাত হ'লো, কিম্বা বুঝিলাম
নৈকট্য তাঁহার কত, ভাবো একবার।

জেনেছি আমরা ইহা—যিনি আমাদের
পরম আরাধ্য দেব মঙ্গল্য ঈশ্বর,
"মহান্ পুরুষ তিনি প্রভু বিশ্বপতি,"
তাঁরি ভয়ে বহে বায়ু,উঠে দিবাকর।

হেন বস্তু নন তিনি কিম্বা হেন পিতা
মোদের, যে তাঁরে প্রীতি প্রদান করিতে
পারি না, পাই না কিম্বা তাঁর সঙ্গ-বাস,
অথবা পারি না তাঁরে আত্ম সমর্পিতে।

এমন অদৃশ্য কোন অলক্ষ্য আকাশে
নহেক তাঁহার সেই স্বর্গীয় ভবন,
নহেক স্থাপিত তাঁর রাজ-সিংহাসন,
যেখানে যাইতে মোরা পারি না কখন।

কিন্তু মোরা দেখিয়াছি—যাঁরে আরাধিতে
এখানে সকলে মোরা হই সম্মিলিত,
সেই দেব অন্তরের উপাস্য-মোদের
আছেন মোদের সঙ্গে সদা অবস্থিত।

থাকিয়া মোদের তিনি আত্মার গুহায়,
আমাদের প্রীতি-পুষ্প আমাদের দান
ল'তেছেন দয়া ক'রি, শুনিছেন আর
ভক্তির অঞ্জলি সহ প্রার্থনা বচন।

এই সত্য আমাদের আত্মায় মুদ্রিত
এই সত্য আমাদের শিরে শিরে বয়।
ঈশ্বর মোদের যিনি জীবন-শরণ,
অনন্ত কালের তিনি, তিনি সর্ব্বাশ্রয়।

কল্পনা অতীত সেই অতি পূর্ব্বকালে
দীপ্ত দিবাকর চন্দ্র ছিল না যখন,
নিবিড় আঁধারে সেই স্বপ্রকাশ জ্যোতি
অনন্ত ঈশ্বর একা ছিলেন তখন।

তাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি করিল উত্থান,
বীজে ব্রীহি সম অন্ধ-শক্তি-বলে নয়।
কিন্তু জ্ঞান-প্রাণময় ইচ্ছাময় সেই
পরম পুরুষ হ'তে হলো সমুদয়।

সে ইচ্ছা এখনো তাঁর হয় নি স্থগিত,
কিন্তু সেই ইচ্ছা-স্রোত এখনো বহিছে।
তিনি এই সবাকার জন্মদাতা এক,
তাঁহারি আশ্রয়ে এ সকলি রহিয়াছে।

ইচ্ছাতে হয়েছে তাঁর সকলি প্রসূত,
ইচ্ছাতে তাঁহার সবে আছে বর্ত্তমান,
ইচ্ছার বিরাম হ'লে রহিবে না কিছু,
নাম রূপ সকলি এ হবে তিরোধান।

এই সত্য। অপর অমূল্য সত্য এক
এখান হইতে মোরা পেরেছি জানিতে—
তাবৎ বস্তুকে তিনি দেন প্রেমাশ্রয়,
চাহেন কেবল প্রীতি মনুষ্য হইতে।

প্রেমের দৃষ্টিতে তাঁর সকলেই রয়
কিন্তু না চাহেন প্রীতি অন্য কারো ঠাঁই
কেবল লয়েন তাহা মনুষ্য হইতে
মোদের সম্বন্ধ তাঁহে বিশেষ ইহাই।

অন্য জীব সহ তাঁর এ সম্বন্ধ নাই।
আমাদেরি সঙ্গে আছে এ সম্বন্ধ তাঁর।
আবার যাহাতে তাহা সুরক্ষিতে পারি
দিয়াছেন আমাদের হেন অধিকার।

আত্মার স্বাধীন-ভাব অধিকার সেই।
স্বাধীন স্বভাব এই করিয়া প্রদান,
করেছেন আমাদের সমর্থ এমন
ইচ্ছায় আমরা তাঁকে প্রীতি করি দান।

আমাদের আত্মাকে ঈশ্বর এই হেতু
ধর্ম্ম ও মঙ্গলে করিলেন আচ্ছাদিত,
তাঁহার সৌন্দর্য্য যাহে করি দরশন,
তাঁহাতে মোদের প্রীতি হয় উচ্ছ্বসিত

তাঁকে যে আমরা পাই ভালবাসিবারে,
এই অধিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমাদের ;
করিব পবিত্র হিয়া ভালবেসে তাঁয়,
শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ইহাই মোদের জীবনের।

প্রেমের স্বরূপ সেই অনন্ত ঈশ্বর
আমাদের কাছে প্রীতি চাহেন যখন,
প্রীতির সহিত যেন আমরাও তবে
সমুদয় আত্মা করি তাঁরে সমর্পণ।

পবিত্র করিয়া হিয়া পুণ্য অনুরাগে,
মনের কলঙ্ক সব করি অপহৃত,
করিয়া উজ্জ্বল আত্ম-প্রসাদ মোদের
হৃদয়ের প্রীতি ব্রহ্মে রাখিব স্থাপিত।

হৃদয়ের প্রীতি তিনি চান আমাদের,
বালকের কাছে পিতা চাহেন যেমন,
প্রীতির সহিত তার সমস্ত হৃদয়,
তাহারে চাহেন যথা ক্রোড়ে অনুক্ষণ।

সেইরূপ পরমেশ আমাদের তরে
প্রতিক্ষণ করিছেন প্রতীক্ষা আপনি,
কখন্ পবিত্র হ'য়ে প্রেম-ক্রোড়ে তাঁর
লভিব বিমলা শান্তি বিশ্রাম-দায়িনী।

আছেন অপেক্ষা করি—কখন্ আমরা
প্রীতি-উপহার তাঁরে করিব অর্পণ,
কখন্ মোদের তিনি আলিঙ্গন মাঝে
পাইবেন স্নেহে ধরি' করিতে গ্রহণ।

প্রীতি আমাদের হয় সম্পত্তির সার।
পিতৃ-ভাবে দেখে প্রীতি ব্রহ্মকে যখন,
মনুষ্যকে ভ্রাতৃ-ভাবে আলিঙ্গন করে।
প্রীতি যে কার্য্যের মূল, শুদ্ধ সে কেমন।

ঈশ্বরের সংস্রবে বিশুদ্ধ হইয়া
যখন আইসে প্রীতি ফিরিয়া সংসারে,
যা কিছু যেখানে আছে পৃথিবীর এই
সকলি মঙ্গল-নীরে অভিষিক্ত করে।

তবে কি আমরা প্রীতি করিব না তাঁয়?
শুধু অদ্য কল্য নয় কিন্তু চির দিন
রহিব আমরা যাঁর প্রীতি-ছায়া তলে,
রহিব কি তাঁর প্রতি মোরা উদাসীন?

সুবিস্তৃত এই জড় জগতের সনে
রহিয়াছে তাঁহার সম্বন্ধ যে প্রকার,
তাহা হ'তে অন্য এক আমাদের সনে
বিশেষ সম্বন্ধ হেরি র'য়েছে তাঁহার।

এই যে সমাজ-গৃহে র'য়েছি আমরা,
ভিত্তি-ভুমি এ গৃহের যেমন আশ্রয়,
যেমন আশ্রয় আলোকের এই বায়ু,
সেই রূপ সকলের ঈশ্বর আশ্রয়।

ত্যজিলে পত্তন-ভূমি গৃহ যথা পড়ে
হয় যথা বায়ু বিনা আলোক নির্ব্বাণ,
সেই রূপ ঈশ্বরের আশ্রয় ব্যতীত
থাকে না কিছুই এ জগত দৃশ্যমান।

পক্ষীর আবাস-ভূমি বৃক্ষকে যেমন
অবলম্ব করি' বাস করে পক্ষীগণ,
পরম আত্মার তথা আশ্রয় ধরিয়া
র'য়েছে অনন্ত সৃষ্টি, অসংখ্য জীবন।

সাধারণ-রূপে সেই ঈশ্বরের সহ
সবার সম্বন্ধ এই র'য়েছে বন্ধন।
সবার আশ্রয়-দাতা অদ্বিতীয় তিনি,
মোদের সম্বন্ধ তাঁহে উচ্চ অতুলন।

আমরা তাঁহার হই তেমতি আশ্রিত
পিতার আশ্রিত হয় তনয় যেমন,
রাজার আশ্রিত যথা প্রজাবর্গ তাঁর,
প্রভুর আশ্রিত যথা হয় ভৃত্যগণ।

আমরা তাঁহার চির কালের সেবক,
আমরা তাঁহার প্রজা সর্ব্ব সময়ের,
তাঁহার সন্তান মোরা চিরকাল তরে,
তিনি পিতা তিনি মাতা প্রভু আমাদের

স্বাধীন পুরুষ এক স্বাধীন অপর,
এই দুই পুরুষের সম্বন্ধ যেমন,
অনন্ত অব্যয় সেই পরমাত্মা সনে
প্রকৃষ্ট সম্বন্ধ আছে মোদের তেমন।

তাঁহারে করিতে প্রীতি কৃপালু ঈশ্বর
নাহিক করেন কভু বাধ্য আমাদের,
আমাদের সেই ধর্ম্ম-প্রকৃতি উত্তম,
নহেক অধীন যাহা বাধ্য-স্বভাবের।

রুদ্রতার ভীম মূর্ত্তি করি' প্রদর্শন,
মোদের হৃদয়ে করি' ভয়ের সঞ্চার
না করেন আমাদের প্রীতি আকর্ষণ,
কিন্তু প্রীতি দিয়ে লন প্রীতি প্রেমাধার

নিঃশব্দ আদেশ তাঁর আসিতেছে এই—
"ধর্ম্মে বলীয়ান্ কর আত্মাকে তোমার,
করহ মঙ্গল-ভাবে হৃদয় পূরণ,
শান্তি লাভ কর আসি' নিকটে আমার।"

কিন্তু হতভাগ্য মোরা! এ মহা আদেশ
সকল সময়ে নারি করিতে পালন।
অতীব দুর্ব্বল মোরা, নিজের নির্ভরে
না পরি সাধিতে মোরা কোনই সাধন।

আপনার বুদ্ধি-বলে নির্ভর করিয়া,
আপনার পুণ্য-বল করি' আলম্বন,
জীবনের সেই লক্ষ্য পবিত্র পরম
কখনই পারি না করিতে সম্পাদন।

আপন ক্ষুদ্রতা এই দেখি', আপনাকে
ক্ষীণ হীন মলিন যখন মনে হয়,
স্বভাবত থাকি তবে করিতে আহ্বান
মোদের পিতাকে সেই, যিনি সর্ব্বাশ্রয়।

তখন তাঁহার প্রতি মোদের আত্মার
সকল নির্ভর উপস্থিত হয় গিয়া,
তখন তাঁহার প্রতি করি দৃষ্টিপাত
নিতান্ত অনন্যগতি নিজেরে জানিয়া।

তখনি তাঁহারে করি প্রার্থনা আমরা,
তখন ক্রন্দন-ধ্বনি উঠে তাঁর প্রতি,
তখন দেখিতে পাই তিনি আমাদের
আশা, নির্ভরের স্থান, তিনি মাত্র গতি।

তখন শিক্ষার কোন অপেক্ষা করি না,
আপনা হ'তেই বলি, পিতা দয়াময়!
"সব মোর লও তুমি প্রাণ হিয়া মন,"
আপনা হতেই তাঁরে দিই সমুদয়

সকল নির্ভর আর সকল বিশ্বাস
শ্রদ্ধা-ভক্তি আমাদের সেই যে সময়ে
ঈশ্বরে অর্পিত হয়, সেই সময়ের
স্ফুটিত মনের ভাব ধরে না হৃদয়ে।

সমুদয় চরাচর জগৎ সংসার
সেই সময়ের ভাব ধরিতে পারে না।
সেই যে ঈশ্বরে গূঢ় নির্ভরের ভাব,
তাহারি প্রকাশ-ভাব ব্রহ্ম-উপাসনা।

যখন নিরখি, আমি আশ্রিত তাঁহার,
ক্ষুদ্র আমি তিনি মম অনন্ত শরণ,
মোদের অভাব সর্ব্ব মোচনের তরে
যখন তাঁহার প্রতি করি বিলোকন,

তখন গভীর সেই গূঢ় মনোভাব
আমাদের উপাসনা বাক্যে ব্যক্ত হয়।
আত্মার গভীরতম প্রদেশ হইতে
হয় আমাদের এই প্রার্থনা উদয়—

"অসৎ প্রপঞ্চ এই সংসার হইতে
সৎ-রূপ ব্রহ্মধাম আমারে দেখাও,
জ্যোতিতে লইয়া যাও অন্ধকার হ'তে,
মৃত্যু হ'তে আমাকে অমৃতে ল'য়ে যাও।"

তাঁর উপাসনা ল'য়ে জীবন মোদের
সমারম্ভ হয় এই মর্ত্ত্য নিকেতনে
তাঁর উপাসনা ল'য়ে করে সমুত্থান
মোদের জীবন সেই অনন্ত জীবনে।

উপাসনা করি তাঁর মোরা বর্ত্তমানে,
উপাসনা করি তাঁর ভূত কাল স্মরি',
আসিবে যে কাল সেই ভবিষ্যৎ প্রতি
দৃষ্টি রাখি' মোরা তাঁর উপাসনা করি।

সাক্ষাৎ দেবতা জানি' জানি' পূজ্য পিতা
বর্ত্তমানে সাধি মোরা ভক্তি সহ তাঁরে,
অতীতে অজস্র তাঁর প্রসাদ স্মরিয়া
নমস্কার করি তাঁরে কৃতজ্ঞ অন্তরে।

ভবিষ্যতে পাব বল পাপের উপর
মোচন হইয়া যাবে সকল সঙ্কট,
তাঁহার প্রসন্ন মুখ পাইব দেখিতে
ইহার লাগিয়া প্রার্থী তাঁহার নিকট।

চিরকাল আরাধিব আমরা ঈশ্বরে।
তাঁহার মঙ্গল-ভাব প্রীতি সমুদায়
অধিক ধারণ মোরা করি' দিন দিন
সমুন্নত ভাবে পূজা করিব তাঁহার।

অক্ষয় প্রসাদ তাঁর অনন্ত করুণা
চিরদিন তাঁর কাছে করিব যাচন,
তাঁহাতে নির্ভর করি' তাঁহার নিকট
বল বীর্য্য পুণ্য-ভাব করিব গ্রহণ।

দিন দিন নব নব করুণা তাঁহার
লভিয়া কৃতজ্ঞ ভাব করিব উজ্জ্বল।
প্রত্যেক সপ্তাহে হেথা মোরা শিক্ষা করি
এই রূপ তাঁর উপাসনা নিরমল।

হে ঈশ্বর, আমাদের এই শিক্ষা দাও,
তব উপাসনা যেন করি অনুক্ষণ,
দিন দিন আত্মাকে করিয়া সমুন্নত
জীবন-সাফল্য পারি করিতে সাধন।

অষ্টাদশ ব্যাখ্যান।

তিনি পিতার ন্যায় আমাদিগকে শিক্ষা দেন।

ঈশ্বরের সঙ্গে সমুদয় জগতের
এই যে সম্বন্ধ এক আশ্রয় আশ্রিত,
সমুদয় জগতের সঙ্গে সম-রূপে
সে সম্বন্ধে আমরাও রয়েছি গ্রথিত।

কিন্তু আমাদের সনে ঈশ্বরের সনে
ইহা হ'তে গাঢ়তর অতি উচ্চতর
নিগূঢ় সম্বন্ধ বাঁধা আছে যে-সকল
কারো সঙ্গে নাই তাহা পৃথিবী-ভিতর।

আছে ব'লে সেই যোগ তাঁহার সহিত,
সেই গুরুতর যোগ করিতে রক্ষণ
শুভ ক্ষণে এই তাঁর ভজন-মন্দিরে
সমবেত হ'য়েছি আমরা এত জন।

তাঁহাতেই রহিয়াছে সকলেই এই,
তাঁহাতেই রহিয়াছে জীবিত হইয়া,
কিছুই থাকিতে ইহা পারে না কখন,
কেহই থাকিতে নারে তাঁহাকে ছাড়িয়া।

এখানে প্রাচীর এই, স্তম্ভ এই সব,
তাঁহারি আশ্রয় ধরি' আছে অধিষ্ঠিত,
কিন্তু এ আশ্রয়-ভাব জানে না তাহারা।
কিরূপে জানিবে? তারা সংজ্ঞা-বিরহিত।

এই সম্বন্ধের ভাব, পুরুষ উত্তম
দিয়াছেন মনুষ্যকে জানিতে কেবল,
মনুষ্যের কাছে তিনি চাহেন আবার
শ্রদ্ধা ভক্তি পূজা আর প্রীতি নিরমল।

সেই ধর্ম্মাবহ সেই প্রেমাস্পদ পিতা
শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি সব করিয়া রোপণ
রেখেছেন আমাদের হৃদয়-কাননে,
তাহাই আমরা তাঁকে করি প্রত্যর্পণ।

স্বাধীনতা দিয়াছেন তিনি আমাদের,
ইচ্ছার সহিত মোরা পূজিতেছি তাঁরে।
কহিছেন তিনি "মোরে আত্মা মন দেও,
সেবা নমস্কার মোরে কর ভক্তি-ভরে।"

চাহিছেন তিনি যাহা আমাদের ঠাঁই
যাইতেছি তাই ল'য়ে তাঁহার সদনে,
তাই ল'তেছেন সেই দয়াময় পিতা।
মোদের অদেয় আছে কি তাঁর চরণে?

আপনা হইতে মোরা কিছু পাই নাই,
সকলি মোদের পাইয়াছি যাঁহা হ'তে,
কি আর সঙ্কোচ করি, কেন বা করিব
তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্য তাঁরে প্রত্যর্পিতে?

মানসের পশু-ভাব দেও বলিদান
পিতার চরণ-তলে করি' আগমন,
আপনার প্রীতি ভাব করিয়া উন্নত
তাঁহার চরণে তাহা কর সমর্পণ।

হৃদয়-কণ্টক-কুল কর উৎপাটন,
হৃদয়ের পুষ্প সব কর প্রস্ফুটিত,
প্রেমের স্বর্গীয়, সেই ঈশ্বরের প্রতি,
গন্ধ দানে সাধু নর সাধ নিজ হিত।

বন্ধুগণে সবে মিলে হৃদয় খুলিয়া
উপাসনা তরে যাঁর আমরা আসীন,
আমাদের প্রতি কি হে উদাসীন তিনি?
আমাদের প্রতি তিনি নন উদাসীন।

শুধু মূক-সাক্ষী তিনি নন আমাদের।
আমাদের সঙ্গে থাকি' বিশ্বের বিধাতা
আমাদের অনুষ্ঠিত শুভ কর্ম্ম প্রতি
দিতেছেন সর্ব্বদা অমোঘ সহায়তা।

আমাদের হৃদয়ের প্রেম ভক্তি চয়
করিছেন তাঁর প্রতি সতত বর্দ্ধন,
মনের সুচিন্তা করিছেন উদ্দীপন
করিছেন শুভ-ভাব হৃদয়ে প্রেরণ।

করিছেন স্বাধীনতা মোদের সবল,
করিছেন ধর্ম্ম-ভাব উন্নত উজ্জ্বল।
নিগূঢ় সম্বন্ধ এই আমাদের সনে
রয়েছে তাঁহার এবে, রবে চিরকাল।

জানিতেছি যবে তিনি আমার উপর
করিছেন প্রীতি তাঁর অজস্র বর্ষণ,
দিতেছেন অমোঘ সাহায্য অবিরত,
আমি কি দিব না তাঁরে আপনার মন?

হে সাধু যুবক! তুমি হৃদয় হইতে
পাপের কলঙ্ক সব করিতে মোচন
করিছ যে পণ, তব সঙ্কল্পের মূলে
দেখ কি উৎসাহদাতা নাহি অন্য জন?

আপনাকে তুমি অতি দেখিছ দুর্ব্বল,
হইতেছ ম্রিয়মাণ হতোদ্যম হ'য়ে,
উচ্চ লক্ষ্য-স্থান তব দেখি' দুরারোহ
অসমর্থ আপনারে ভাবিছ হৃদয়ে।

কিন্তু হইও না যুবা! কিছুতে নিরাশ,
ঈশ্বর তোমার এই মর্ত্ত্য কলেবরে
প্রেরিছেন তাঁর সেই স্বর্গীয় শকতি,
রাখিছেন তোমারে সন্তাপ হ'তে দূরে।

পথিক আমরা সবে এসেছি এখানে,
হবে আমাদের সে অমৃত-ধামে যেতে,
তাঁহার শরণাপন্ন হ'লে বিঘ্ন কোন
আমাদের পথে বাধা পারিবে না দিতে।

যখন অভয়-দাতা ব্রহ্মের আশ্রয়
লয়েছি আমরা, আছে কি ভয় তখন,
স্বাধীন করিয়া দিয়া আমাদের তিনি
ত্যজেন নাহিক, হন সঙ্গেই এখন।

স্বাধীন করিয়া দিয়া আমাদের, এই
আপন আপন ক্ষুদ্র বলের উপর
স্থাপন করিয়া সব নির্ভর মোদের
দেন নাই, আমাদের ছাড়িয়া ঈশ্বর।

রাখিয়া এখানে তিনি ত্যজি' আমাদের
যান নাই চলি কোন দূর প্রদেশেতে,
তাই যে বারেক মোরা হইলে পতিত
আর না পারিব কভু তাঁহাকে ডাকিতে।

ত্যজিতেন যদি তিনি আমাদের, তবে
স্বাধীনতা না হওয়াই উত্তম হইত,
এ হ'লে পাপীর আশা থাকিত না আর
উদ্ধারের পন্থা আর কিছু না রহিত।

স্বাধীনতা আমাদের দিয়াছেন বলি'
আমাদের সঙ্গে থাকা প্রয়োজন তাঁর
হয়েছে অধিক আরো। বাস্তবিক তিনি
সঙ্গে যে আছেন, বুঝিতেছি বারম্বার।

সন্তানে শিখাতে পদ-চালনা জনক
দাঁড় করাইয়া দেন তাহারে ছাড়িয়া,
কিন্তু তাঁর সঙ্গেতে থাকেন এই হেতু
মরিয়া না যায় শিশু ভূমেতে পড়িয়া।

আপন বলেই চলে যখন বালক,
থাকে ভয়ে ভয়ে, কিন্তু করে যবে লাভ
আপন পিতার হস্ত, নিরাতঙ্ক হয়।
ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের এই ভাব।

এই হেতু পিতা পরমেশ আমাদের
দিয়াছেন ছাড়ি' এই সংসার প্রান্তরে,
সাংসারিক বিঘ্ন যত অতিক্রম করি,
সবল করিব আত্মা নির্ভয় অন্তরে।

কিন্তু তিনি আমাদের আছেন সঙ্গেই
দেখিছেন যেন মোরা না হই পতিত
এমন অভাব্য এক বিষম সঙ্কটে,
যাহা হ'তে কভু আর হব না উত্থিত।

কখনো উৎসাহ দান করিছেন তিনি
আমাদের সাধু চেষ্টা করিতে পূরণ,
কভু বা দেখা'য়ে আপনার রুদ্র মুখ
দলিছেন আমাদের পাপ-প্রলোভন।

কখনো করিয়া উপযুক্ত দণ্ডদান
করিছেন আমাদের চরিত্র শোধন।
এইরূপে থাকি' তিনি আত্মার অন্তরে
সাধিছেন সঙ্গেই মোদের প্রয়োজন।

যখন তাঁহাতে যায় প্রার্থনা মোদের,
ধর্ম্ম-বল আসি' পূরে হৃদয় তখন।
তাঁহার সহিত আমাদের সকলের
নিগূঢ় সম্বন্ধ এই হের অতুলন।

আত্ম-বুদ্ধি-প্রকাশক ওহে পরাৎপর!
মুমুক্ষু হইয়া তব ল'তেছি শরণ,
আত্মায় আমার দেও শুভ বুদ্ধি তুমি
হৃদয়ে মঙ্গল ভাব করহ প্রেরণ।

তোমার মহতী সেই ইচ্ছার অধীনে
আজ্ঞাবহ ভৃত্য করি রাখ চির দিন।
হে দেব, তোমার সঙ্গে লও এ দাসেরে
তোমার করুণা-ভিক্ষা যাচে ভক্ত দীন।

ঊনবিংশ ব্যাখ্যান।

—:০:—

স্বাধীন ভাবে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন কর।

সুন্দর মঙ্গল ঈশ্বরের রূপ
বাহিরে বস্তুতে দেখি' প্রকাশ,
দেখি' প্রচারিত মহাভাব তাঁর
নীচে উর্দ্ধে ব্যাপি' সব আকাশ।
নদী-লহরীতে তাঁহারই লীলা
সমুদ্রে শকতি তাঁহারি খেলে,
সূর্য্যের কিরণে তাঁহারি প্রকাশ
পূর্ণ চন্দ্রমার কিরণ-জালে।
আবার যখন অন্তরের আঁখি
অন্তরে আপন করি ক্ষেপণ
ব্রহ্ম-আবির্ভাব, মঙ্গল প্রকাশ,
হেরিয়া বিস্ময়ে হই মগন।
হৃদয়ের নাথ ব্রহ্মকে যখন
হৃদয়ে প্রত্যক্ষ আমরা হেরি,

আত্মার আশ্রয় আধার জানিয়া
সকল নির্ভর তাঁহাতে করি।
তাঁর পবিত্রতা, প্রীতি-ভাব তাঁর
কি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে তখন!
তিনি আমাদের প্রাণের ঈশ্বর
হৃদয়ের তিনি প্রিয় রতন।
যেন রে আমরা লৌহের প্রাচীরে
হৃদয়-মন্দির নাহিক ঘেরি,
হৃদয়-প্রভুরে হৃদয় হইতে
বহিষ্কৃত যেন নাহিক করি।
ঈশ্বরের যাহা রম্য নিকেতন
তাঁহাকে সেথানে দেও আসন,
হৃদয়-রাজ্যেতে রাজাকে তাহার
ল'য়ে সমাদরে কর স্থাপন।
সকল বৃত্তিকে অনুচর তাঁর
করিয়া কররে তাঁহার সেবা,
সেবক হইয়া সেবনীয় দেবে
যদি না সেবিলে করিলে কিবা?

জগতের মাঝে আছেন ঈশ্বর,
চারি দিকে তাঁরে করি' বেষ্টন
গ্রহ-তারা-দল সুন্দর নিয়মে
করিছে শৃঙ্খলা বাঁধি' ভ্রমণ।
তেমনি যখন হৃদয়-নাথেরে
হৃদয়-রাজ্যেতে আমরা স্থাপি,
মনোবৃত্তি যত তাঁরি করে কাজ,
সকলি আপন তাঁহাতে সঁপি।
গৃহের দেবতা গৃহেতে যখন
আইলেন করি করুণা এত,
তাঁহার সেবায় মন-প্রাণে তবে
কেন না আমরা হইব রত?
যাঁর দত্ত ধনে পরিপুষ্ট মোরা
জীবনে মোদের সকলি যাঁর,
সে সকলি করি' তাঁকেই অর্পণ
কেন না ত্যজিব শোকের ভার?
মুহূর্ত্তও যেন ক্ষেপি না অলসে
তাঁর প্রিয় কাজ সাধিতে মোরা,

তাঁহার লাগিয়া যত কার্য্য করি
সামান্য হ'লেও মহান্ তারা।
তাঁহারি আদেশ, এই ভাবি' চিতে
যদি মোরা কোন ক্ষুধিত প্রতি
বারেকেরো তরে মুষ্টিঅন্ন দিই
তথাপি সে কাজ মহান্ অতি।
আর যদি মোরা স্বীয় যশোমান
স্বার্থের লাগিয়া, অপরিমেয়
অন্ন বস্ত্র দান করি বহু জনে,
ক্ষুদ্র কর্ম্ম তাও, তাহাও হেয়।
তাঁহার অধীনে তাঁহার আদেশ
বহন করিয়া যে কাজ করি,
সে কাজ অক্ষয় নাই তার নাশ
অনন্ত ফলের প্রসবকারী।
বিশুদ্ধ হইয়া তাঁকে আপনার
হৃদয়-মন্দিরে লইয়া রহ,
প্রাণপণে তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধ
ভুঞ্জিবে কামনা তাঁহার সহ।

ঈশ্বরের জীব আমরা সকলে,
স্বাধীন পুরুষ মোরা সবাই,
ইচ্ছা করি' তাঁরে যাহা মোরা দেই
করেন গ্রহণ তিনি তাহাই।
প্রীতির সহিত শ্রদ্ধার সহিত
অন্তরের অতি স্পৃহার সহ
যে পূজা তাঁহারে করি সমর্পণ,
তাহাই ঈশ্বর করেন গ্রহ।
মনের সহিত ইচ্ছা করি' মোরা
যে কার্য্য মঙ্গল তাঁহার সাধি,
তাহাই তাঁহার প্রিয় কার্য্য হয়
তাহাই মঙ্গল, তাহাই বিধি।
শিব শিবতর স্বতন্ত্র ঈশ্বর
সন্তানের প্রতি করিয়া দয়া
দিয়াছেন ছাড়ি' কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে
মোদের স্বাধীন করিয়া দিয়া।
এই স্বাধীনতা দিয়াছেন যাহা,
উচ্চ অধিকার মোদের অতি

যন্ত্র হয় আর বিশ্ব সমুদয়
যন্ত্রী তিনি তার, তাহার পতি।
মনুষ্য-সকলে স্বাধীন করিয়া
বিচরিতে দিয়া অবনী পরে
আপনা হইতে যেন সে বিধাতা
পৃথক্ করিয়া দিলেন তারে।
চন্দ্র সূর্য্য তারা বায়ু বৃষ্টি-ধারা
বসন্ত নিদাঘ শরত শীত
সকলি তাঁহার অনুগত হ'য়ে
আদেশে হতেছে সদা চালিত।
কেহই তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘিয়া
একটিও পদ পারে না যেতে,
নিয়মেতে আসে নিয়মেতে যায়
নিয়মে বিচরে আপন পথে।
মনুষ্য কেবল সহজে তাঁহার
ইচ্ছা অতিক্রম করিয়া চলে,
ইচ্ছা করি' তাঁর ভাঙ্গি ধর্ম্ম-সেতু
মন্দ আপনার করিয়া ফেলে।

এই স্বাধীনতা পেয়েছি যে মোরা
দুর্গতিই তার হবে কি ফল?
ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া
সদাই আমরা কাটাব কাল?
একি দেখি হায় বিপরীত ভাব!
হয় বটে মনে বিরুদ্ধ ব'লে,
কিন্তু তাহা নয়, গূঢ় অর্থ এক
আছে বাস্তবিক ইহার মূলে।
জনিতা বিধাতা প্রথমে মোদের
বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন বটে
কিন্তু মর্ম্ম তার এই, যেন মোরা
ইচ্ছা করি' যাই তাঁর নিকটে।
তিনি আমাদের নিজস্ব করিয়া
অধিকার দান দিলেন হেন—
আপনারা মোরা সর্ব্বস্ব মোদের
তাঁরে দিয়ে লভি তাঁহারে যেন।
একবার যদি তাঁহা হ'তে দূরে
বসতি আমরা নাহিক করি,

তা হ'লে কেমনে ইচ্ছার সহিত
তাঁহার নিকটে যাইতে পারি ?
হেন যদি কিছু না থাকে আমার,
স্বত্ববোধ যাহে আমার আছে,
আমার বলিতে নাহি পারি যদি,
প্রদান করিব কি তাঁর কাছে ?
যা কিছু মোদের দিয়াছেন প্রভু
স্বাধিকার বোধ হইলে তাতে,
তবে তো আমরা স্ব ইচ্ছায় তাহা
নিবেদিতে পারি লইয়া হাতে—
"তোমা হ'তে আমি সকলি পেয়েছি,
তোমাকেই তাহা করি অর্পণ,
তুমিই আমার হৃদয়ের দেব,
সর্ব্বস্ব আমার কর গ্রহণ।
হইয়া যেমন জগতের রাজা
শাসিছ চন্দ্রমা সূরয গ্রহ,
হৃদয়ের নাথ হইয়া আমার
অনুগত মোরে করিয়া লহ।

মহতী তোমার ইচ্ছার অধীনে
আমার ইচ্ছাকে লইয়া যাও,
তোমার মঙ্গল আদেশ পালনে
সকল সামর্থ আনিয়া দেও।”
এইরূপে মোরা ব্রহ্মের নিকটে
সরল প্রার্থনা করিতে পারি,
তাঁহার চরণে ইচ্ছার সহিত
সকলি মোদের অর্পিতে পারি।
ইহাই মোদের পূর্ণ স্বাধীনতা।
হ'লো তৃপ্ত জ্ঞান মোদের এবে,
জীবনে মোদের কি এ অধিকার
জানিলাম আছে এখন তবে।
অন্ধ জড় মোরা নহি কদাচন
ভৌতিক বিধির অধীন নই,
আত্মার নিয়ম ধর্ম্মবিধি ল'য়ে
জড়ের উচ্চেতে আমরা রই।
পবিত্র মঙ্গল সত্য যাহা হয়
অধ্যাত্ম-যোগেতে দেখিতে পাই,

ঈশ্বরের সহ সেই সত্য-যোগ,
কখন তাহার বিনাশ নাই।
দুর্ল্লভ শকতি আত্মায় মোদের
দেবের প্রসাদ রয়েছে যাহা,
জগতেতে যত অন্য শক্তি আছে
সকলি হইতে সবল তাহা।
দেব-নিধি সেই শক্তির প্রভাবে
ঈশ্বরে ধর্ম্মেতে সতৃষ্ণ হয়ে
তাঁহার চরণে পঁহুছিতে পারি
ঘটনার স্রোতে উজন ব'য়ে।
সমুদয় প্রাণ সমুদয় মন
যে কিছু সম্পদ মোদের আছে,
আপন ইচ্ছায় সকলি সে মোরা
পারি ল'য়ে দিতে তাঁহার কাছে।
স্বাধীন স্বভাব লভিয়াছি ব'লে
স্বেচ্ছাচারী যদি হইয়া রই,
অবাধ্য অপ্রিয় ত্যজ্য পুত্র সম
তাঁ হ'তে বিচ্ছিন্ন তা হ'লে হই।

স্বাধীন হইয়া ইচ্ছার সহিত
হই যদি মোরা তাঁর অধীন,
তবে তাঁর সহ সম্মিলিত হই
শোক দুঃখ হয় তাহাতে ক্ষীণ।
সমুদয় জড় জগতের তিনি
হন যন্ত্রী, কিন্তু মোদের পিতা,
বিশ্বাধার তিনি, তা হ'তে অধিক
শরণ্য মোদের হয়েন ধাতা।
আমরা তাঁহার যত সন্নিকটে
করিতেছি বাস কৃপাতে তাঁর,
পারে না থাকিতে এত সন্নিকটে
জগতের এই কিছুই আর।
কিন্তু এত কাছে থাকিয়াও মোরা
আরো কাছে তাঁর যেতেছি ক্রমে,
অনন্ত সময় অবধি যাইব,
হ'য়ে আকর্ষিত তাঁহার প্রেমে।
অতএব সবে এস রে মিলিয়া
ভরিয়া হৃদয় প্রীতির ফুলে,

চাহিছেন পিতা, লয়ে এস এস,
দেও রে তাঁহার চরণে ঢেলে।
হে ঈশ্বর ! তুমি মোদের যখন
স্বাধীন করিয়া দিয়াছ ভবে,
এই নিবেদন করি গো তোমায়
আমাদের ত্যাগ করো না তবে।
সকল নির্ভর আমাদের নাথ,
তোমারি উপরে, নহে অন্যথা,
তুমিই মোদের সহায় সম্পদ্,
তুমিই সুহৃৎ তুমিই পিতা।
তোমার শরণ লইতেছি নাথ,
প্রসন্ন হইয়া দেও গো দেখা,
তব প্রীতি লাভে হই নিরমল,
ঘুচুক মনের কলঙ্ক-রেখা।
ইচ্ছাকে আমার হেন বলবতী
করহ স্বর্গীয় শকতি দিয়ে,
শুভ-কার্য্য তব সম্পাদনে যেন
থাকি চির দিন নিযুক্ত হ'য়ে।

বিংশ ব্যাখ্যান।

ঈশ্বরে আপনার সকলই অর্পণ কর।

সংসার-সমুদ্র এই অতি ভয়াবহ,
উত্তরিতে সে জলধি যদি তুমি চাহ,
সংসারের পারে যে অভয় ব্রহ্ম-পদ,
তারে যদি চাহ নিজ করিতে সম্পদ,
লক্ষ্য কর তবে সেই মহানের প্রতি,
ত্যজিয়া দুর্ম্মতি কর সঞ্চয় সুমতি।
এখন্ অবধি সেই ভূমা মহেশ্বরে
আপনারে সমর্পণ কর একেবারে।
আপনার জ্ঞান-দীপ করি' প্রজ্বলিত
দেখ সত্য-ভাব তাঁর হ'য়ে অবহিত।
প্রসারিত করি' প্রীতি হৃদয়ে আপন
প্রেমের স্বরূপে তাহা কর সমর্পণ।
ইচ্ছারে করিয়া বলবতী অতিশয়,
যে মঙ্গলময়ী ইচ্ছা ঈশ্বরের হয়

তাহার অধীনে তাহা কর আনয়ন,
সম্পূর্ণ-রূপেতে তাঁর লও হে শরণ।
এই আমাদের দেহ এই প্রাণ মন,
আপনা আপনি ইহা পাইনি কখন।
যা কিছু মোদের স্বত্ব যাহা অধিকার,
সবি তাহা দিয়াছেন দেব মহেশ্বর।
স্বাধীনতা এই যে অমূল্য অধিকার,
মোদের উপরে দান তাহাও তাঁহার।
কহ তো এক্ষণে তবে কি মোরা করিব ?
তাঁহা হ'তে আমরা কি বিচ্ছিন্ন রহিব ?
আপনার ক্ষুদ্র ভাবে হইয়া মগন
দিবা নিশি শোক তাপে করিব যাপন ?
অথবা ইচ্ছার সহ হৃদে করি' বল,
প্রীতির পবিত্র ভাবে হইয়া উজ্জ্বল,
আমাদের যাহা কিছু ধন জন-প্রাণ
হইব অদীন-সত্ত্ব ? তাঁরে করি' দান ?
অল্পেতে নাহিক সুখ মোদের আত্মার,
আত্মাকে করিতে পূর্ণ পারে না সংসার।

মৃগতৃষ্ণিকায় যথা মৃগ দেখে জল,
মর্ত্ত্য-সুখে আমাদের আশা অবিকল।
সেথা মোরা বিন্দু সুখ পাই না এমন
যাহে আমাদের করে তৃষ্ণা নিবারণ।
সংসারেতে বার বার হয়ে আঘাতিত,
শেষে মোরা সে অমৃতে হই সম্মিলিত
বহু দুঃখ পেয়ে ক্ষত বিক্ষত শরীরে
শেষেতে গমন করি সে সুখ-সাগরে।
প্রত্যেক দিনের জীবনের পরীক্ষায়
বিশেষ করিয়া এই সত্য জানা যায়,
নাই সুখ নাই শান্তি বিষয় আলাপে,
সংসারের সুখ পরিণত দুঃখ-রূপে।
বন্ধু বলি' যাই দিতে যারে আলিঙ্গন,
ভীষণ শত্রুর রূপ করে সে ধারণ।
সুখ-স্থান এ সংসার নহে কদাচন,
সুখোদ্দেশে হয় নাই ইহার সৃজন।
স্রষ্টা পরমেশ এই উদ্দেশ্য করিয়া
দিয়াছেন আমাদের এখানে রাখিয়া—

এখানে থাকিয়া মোরা হইব শিক্ষিত,
এখানে তাঁহার সহ হইব মিলিত।
এখানে যুঝিব মোরা বিষয়-সংগ্রামে,
প্রতি পদে অগ্রসর হ'ব ব্রহ্ম-ধামে।
কার বলে সংগ্রাম করিব কিন্তু বল?
দেখি যবে হই আমি অতীব দুর্ব্বল,
একান্ত নির্ভর যায় ব্রহ্মেতে যখন,
পাই সর্ব্ব বল সর্ব্ব সাহস তখন।
দুঃখও হতেছে, সুখ সম্পদের ন্যায়,
ঈশ্বরের দিকে যেতে মোদের সহায়।
অশ্রুর জলেও আত্মা হইয়া বর্দ্ধিত
ঈশ্বরের অভিমুখে হয় উন্নমিত।

ঈশ্বরেতে আপনার দেও সমুদায়।
জ্ঞানেতে প্রেমেতে আর স্বাধীন ইচ্ছায়
সেই শুদ্ধ সত্য শিব সুন্দর ঈশ্বরে
সম্মিলিত হও গিয়া আনন্দ অন্তরে।
ঈশ্বরে নাহিক যদি ইচ্ছায় আপন
আমাদের সব পারি করিতে অর্পণ,

কি আর করিব তবে স্বাধীনতা ল'য়ে ?
মুখ্য প্রয়োজন তার গেল যে চলিয়ে।
ত্যজিয়া সকলি এই এক সময়েতে
করিতে হইবে যাত্রা এ লোক হইতে,
সংসারের ধন মান ঐশ্বর্য্য হইতে
সময়ে অবশ্য হবে বিদায় লইতে।
এখন জীবিত আছি যেমন নিশ্চয়,
চলিয়া যাইব পরে তেমনি নিশ্চয়।
কিছু দিন পরে আর বাক্য না সরিবে,
অসাড় এ হস্ত পদ হইয়া পড়িবে।
ঈশ্বরের জন্য যাহা ইচ্ছায় আপন
নাহি পারিলাম মোরা করিতে বর্জ্জন,
বলে কাড়ি' মৃত্যু তাহা লইয়া যাইবে।
অতএব হে মানব সতর্ক রহিবে।
ব্রহ্ম হ'তে লভিয়াছ যত অধিকার,
করহ অর্পণ সে সকলি পদে তাঁর।
আপন অস্থায়ী বস্তু করি' বিনিময়
অমূল্য অক্ষয় ধন করহ সঞ্চয়।

থাকিতে থাকিতে প্রাণ দেহে, প্রাণ মন
আপনা হইতে তাঁহে কর সমর্পণ।
এ জীবন তাঁর হস্তে করিলে অর্পণ
হইল অমূল্য ইহা অক্ষয় জীবন।
তাঁকে পাইবার জন্য করিয়া কামনা
কোন ত্যাগ ত্যাগ বলি হবে কি গণনা ?
যদি এই সমুদয় পরিত্যাগ করি'
ধর্ম্মের বিমলানন্দ লভিবারে পারি,
ঈশ্বরের প্রসন্নতা পারি উপার্জ্জিতে,
তবে কি সঙ্কোচ মোরা করিব তাহাতে ?
আমাদের হৃদয়ের কামনা সমুহ
সংসারের ক্ষুদ্র সব বিষয়ের সহ
এতই জটিল ভাবে রয়েছে জড়িয়া
অনাসে পারি না দিতে সে সব ছাড়িয়া।
কিন্তু একবার যবে মোদের হৃদয়
ঈশ্বরের আবির্ভাবে হয় জ্যোতির্ম্ময়,
যখন্ মঙ্গল-ছায়া-তলে তাঁর বসি,
হৃদয়ের গ্রন্থি-সব পড়ে যবে খসি',

তখন্ তাঁহার জন্য পরিত্যাগ করা
কেমন সহজ বলি বোধ করি মোরা।
তখন্ মনেতে ভাবি দেখিলে তাঁহায়
সে দেখার পরিশোধ সর্ব্বস্বও নয়।
তখন্ এ সংসারের ক্ষুদ্র ভাব যত
আমাদের কাছে হয় সবি অনুভূত।
তখন্ ঈশ্বরে বলি "ঈশ্বর! তোমারে
কি প্রকারে চির দিন রাখিব অন্তরে?
সকলি আমার তুমি কর গো গ্রহণ,
আমারে তোমার কাছে রাখ অনুক্ষণ।"
কিন্তু মোরা হীনমতি হই এ প্রকার,
পরক্ষণে মুগ্ধ হই সংসারে আবার।
সেই সব মহা ভাব অন্তর ছাড়িয়া
যায় চ'লে, যায় সব দূরেতে পড়িয়া।
তবে, আমাদের ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রসাদে
অমূল্য প্রত্যয় এই জন্মিয়াছে হৃদে—
"থাকিলে মোদের যত্ন, আমাদের প্রতি
নাহিক বিমুখ হন জগতের পতি।"

হে সাধু যুবক! তুমি কেন এ প্রকার
করিছ আক্ষেপ ম্লান-মুখে অনিবার?
দেখিয়া দুর্ব্বল আপনাকে কেন এত
বিষণ্ণ হতেছ? হইও না বিষাদিত।
ধর্ম্ম-ভাবে আপনারে করিতে শোধন
যথার্থই যদি তুমি করেছ মনন,
পূরিবে বাসনা তব, তাহে দ্বিধা নাই।
যে সাধু তোমার ইচ্ছা, বিধাতারো তাই
বিধাতার ইচ্ছা—তাঁর প্রত্যেক সন্তান
হউক্ পবিত্রতম, হোক্ পুণ্যবান্।
আপনিই তিনি তাঁর পুত্রের হৃদয়ে
পবিত্র ভাবের স্রোত দেন বহাইয়ে।
আপন হৃদয় যদি নিজে আপনারা
লৌহের কবাট দিয়া নাহি রাখি ঘেরা,
হৃদয়ের নাথে যদি না রাখি বাহিরে
নিশ্চয় ঈশ্বর নাহি রহিবেন দূরে।
তাঁহাকে হৃদয় মন দেও আপনার
সরল হৃদয়ে যাও নিকটে তাঁহার।

অবশ্যই করিবেন তোমারে গ্রহণ,
পিতা কি বিমুখ পুত্রে লইতে কখন ?
যিনি আমাদের কাছে সদা এই চান
সরল হৃদয়ে তাঁরে প্রীতি করি দান,
তিনি কি মোদের সেই প্রেম দীপ্যমান
দিবেন শীতল জলে করিয়া নির্ব্বাণ ?
ধর্ম্মরক্ষা হেতু মোরা করিলে যতন,
নাহি কি দিবেন তিনি সাহায্য আপন ?
দুষ্কৃতি সন্তাপ হ'তে উদ্ধার কারণে
সরল হৃদয়ে যদি চাই তাঁর পানে,
তবে কি অনাথ-বন্ধু করুণা-আধার
হস্তে ধরি' করিবেন নাহিক উদ্ধার ?
অশ্রুপাতে যদি তাঁর ভিজাই চরণ,
তিনি কি না করিবেন সে অশ্রু মোচন ?
হইলে ব্যাকুল মোরা তাঁহার লাগিয়া,
তিনি কি আপন মুখ-জ্যোতি দেখাইয়া
আমাদের করিবেন নাহিক সান্ত্বনা ?
কখনই এপ্রকার হইতে পারে না।

তাঁর কাছে যেতে মোরা করিয়া মনন
এক পদ করি যদি অগ্রেতে ক্ষেপণ,
হইয়া সহস্র পদ তিনি অগ্রসর
লয়েন মোদের প্রেম-ক্রোড়ের ভিতর।
তিনি যদি পান প্রেম-কণিকা মোদের
আপন অজস্র প্রেম দেন আমাদের।
সরল হৃদয়ে আহা প্রীতি-সুধা তাঁর
বর্ষণ করেন তিনি কত অনিবার।
এস রে সকলে এবে মিলে বন্ধু ভাই
সরল হৃদয়ে তাঁর নিকটেতে যাই।
মলিন নিকৃষ্ট ভাব করি' পরিহার
হই গে দণ্ডায়মান নিকটে তাঁহার।
বলি তাঁরে এই কথা, হে জ্যোতির জ্যোতি
জীবন-শরণ নাথ! জীবনের গতি!
প্রসন্ন হইয়া তুমি দেও দরশন,
তোমাতে মোদের তুমি কর আকর্ষণ।
তোমাকে দূরেতে আর কভু রাখিব না
আর নাথ! তব পদ কভু ছাড়িব না।

আজি হ'তে এই নাথ সম্মুখে তোমার
মলিন স্বভাব করিতেছি পরিহার।
সম্পূর্ণ-রূপেতে তব হ'তেছি অধীন
তোমার ধর্ম্মের পথে র'ব চির দিন।
তব প্রসন্নতা নাথ করিতে রক্ষণ
আজি হ'তে প্রাণপণে করিব যতন।
তোমার মঙ্গল-ভাব হৃদয়ে রাখিব,
সংসারের আকর্ষণে আর না ভুলিব।
তোমার উন্নত পথে করিব গমন,
করিব সমক্ষে তব জীবন ধারণ।
করিব তোমারি হস্তে জীবন অর্পণ,
তুমিই মোদের কর সর্ব্বস্ব গ্রহণ।"

একবিংশ ব্যাখ্যান

ঈশ্বর জগতের আধার।

সকল ভুবন কর আচ্ছাদন
ঈশ্বরের সত্বা দিয়ে,
অল্প কি বৃহৎ বিশ্বের তাবৎ
আছে ব্রহ্মে পূর্ণ হ'য়ে।
জড়ের শরীরে অণুর অন্তরে
ওতপ্রোত হন তিনি,
আত্মার সহিত হ'য়ে একত্রিত
আছেন দিন রজনী।
অভাবে তাঁহার শূন্য এসংসার,
জড়-রাজ্য লুপ্ত হয়,
চিন্তা মানসের, প্রীতি হৃদয়ের,
আত্মার জীবন যায়।
সত্বায় তাঁহার সত্বা সবাকার
হয় আমাদের হেতা,

জীবন্ত-রূপেতে মোদের সঙ্গেতে
আছেন বিশ্ব-বিধাতা।
আছেন বলিয়া জীবন ধরিয়া
আমরা বিচরি ভবে,
তিনি 'শূন্য' ন'ন, জীবের জীবন
তাঁহারে জানিও সবে।
অভাবে যাঁহার মোদের আত্মার
জীবন শুকায়ে যায়,
জীবন্ত-রূপেতে গ্রহণ করিতে
মোরা কি পারি না তাঁয় ?
তিনি কি মোদের কল্পনা মনের ?
নহেন কল্পনা, শুন,
নহেন 'অভাব' ন'ন 'মনোভাব'
নহেন কেবল 'গুণ'।
গুণ বস্তু দুয়ে পৃথক্ হইয়ে
থাকিতে দেখেছ কোথা ?
জ্ঞান মাত্র ন'ন শক্তি মাত্র ন'ন
সেই দেব বিশ্ব-পাতা।

পরম ঈশ্বর বস্তু পরাৎপর।
জ্ঞান-শক্তি-রস-সমন্বিত।
পুরুষ মহান্ প্রেমের আধান
মঙ্গলময় অমৃত।
প্রতিষ্ঠা আত্মার, আশ্রয় আমার,
সত্যের আশ্রয় তিনি,
তাঁ হ'তে আমার কার সঙ্গে আর
জীবিত সম্বন্ধ গণি ?
ইন্দ্রিয়-অতীত হ'য়ে তিনি স্থিত
মহিমায় আপনার,
কিন্তু তাঁর তরে হৃদয়-মন্দিরে
মুক্ত শত জ্ঞান-দ্বার।
বিশ্বের জনিতা সে পরম পিতা,
আছেন এখানে এই,
জ্ঞানের আলোকে নিরখ তাঁহাকে,
রয়েছেন অন্তরেই।
তাঁহার প্রকাশে আকাশে আকাশে
জ্বলিছে নক্ষত্র কত,

সৃষ্টি সমুদায় তাঁহার সত্তায়
রহিয়াছে প্রপূরিত।
শরীরে যেমত হ'য়ে ওতপ্রোত
জীবাত্মা করে বসতি,
বিশ্ব সমুদয়ে ওতপ্রোত হ'যে
ব্রহ্মের তেমতি স্থিতি।
সর্ব্বদিক্ দিয়া আমারে বেষ্টিয়া
আছেন তিনি প্রকাশ,
হৃদয়-গহ্বরে আত্মার অন্তরে
স্বয়ং তাঁহার বাস।
যাঁর জ্ঞান-বলে প্রেম ও মঙ্গলে
জগত পরিপূরিত,
তিনিই আবার আমার আত্মার
আত্মা হ'য়ে অবস্থিত।
তাঁর মত আর নিকটে আমার
কেহই নাহিক হয়,
তাঁর তুলনায় আর সমুদায়
আমা হ'তে দূরে রয়।

যেমন প্রকারে মোদের অন্তরে
প্রবেশ করেন প্রভু,
যে জন মোদের বন্ধু হৃদয়ের
সেও নাহি পারে কভু।
আর আর জন করে আলাপন
দেহের বাহিরে থাকি,
দেহের ভিতরে আত্মার অন্তরে
তাঁর অধিষ্ঠান দেখি।
বস্তু ও মোদের মাঝে আকাশের
রহিয়াছে ব্যবধান,
আত্মায় পশিয়ে অন্তরস্থ হ'য়ে
ঈশ্বর বিরাজমান।
নিরাকার তিনি হ'লেন আপনি
যদিও তো কি ভাবনা ?
শূন্য-নিরাকার ভাবিতে তো আর
আমাদের হইবে না।
শরীরের স্বামী আপনাকে আমি
জানিতেছি যেই ক্ষণে,

তখন কি আর আমাকে আমার
'শূন্য' হইতেছে মনে ?
শরীরের মাঝে আত্মা যে বিরাজে
যদিও সে নিরাকার,
তাই কি অন্তরে উপলব্ধি তারে
করিতে পারি না আর ?
তবে আমাদের সর্ব্ব জীবনের
যে দেব আশ্রয়দাতা,
তাঁহাকে কেন রে, ভাবিতে অন্তরে
পারিব না ? এ কি কথা !
তাঁহারি যে দান পরিমিত জ্ঞান
আমাদের এই আছে,
সেই কি, সে জ্ঞান অনন্ত মহান্
ব্যক্ত নাহি করিতেছে ?
এই আমাদের প্রেম মঙ্গলের
যে ভাব হৃদয়ে আছে,
তাই কি মোদের সে প্রেমময়ের
যাইছে না ল'য়ে কাছে ?

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হ'তে আমরা শিখিতে
পারিয়াছি এই সত্য,
'পরমেশ যিনি অন্তহীন তিনি,
নিগূঢ় তাঁহার তথ্য।"
অন্ত নাই যাঁর ব্যাপ্ত চরাচর,
মহান্ ঈশ্বর যিনি,
এই কি মোদের ক্ষুদ্র হৃদয়ের
ক্ষুদ্র নিকেতন, তিনি
আপনারে দিয়া পূরণ করিয়া
রাখিতে অক্ষম, বল ?
অসীম বলিয়া মঙ্গল হইয়া
ন'ন কি তিনি মঙ্গল ?
আমরা কি আর কিছুই তাঁহার
নাহিক জানিতে পারি ?
চরণে তাঁহার পূজা উপহার
অর্পণ করিতে নারি ?
এত যতনের প্রীতি হৃদয়ের
তবে কি আমরা ল'য়ে

শূন্যে ফেলে ফেলে আসিতেছি ভুলে
শুষ্ক-মন-প্রাণ হ'য়ে!
তাহা হ'লে আর ফল কি থাকার
আমাদের কাছে তাঁর?
তা নয়, মোদের সঙ্গে ঈশ্বরের
সম্বন্ধ অতি উদার।
সবাকার চে'য়ে আপনার হয়ে
আছেন মোদের ধাতা,
তিনি চরাচর বিশ্বের ঈশ্বর,
কিন্তু আমাদের পিতা।
আকাশ অতীত হ'য়ে অবস্থিত
আছেন অপনা ল'য়ে,
অথচ মোদের কাছে প্রত্যেকের
আছেন প্রকট হ'য়ে।
নিত্য-সঙ্গী তিনি, দিবস রজনী
জাগ্রত প্রহরী সম,
মঙ্গলের তরে আছেন অন্তরে
দেবের দেব উত্তম।

আপনাকে যবে স্থির-শান্ত-ভাবে
আমরা দর্শন করি,
তাঁকে আপনার আশ্রয়-আধার
স্বরূপে অমনি হেরি।
দূর হতে দূর নহেক প্রভুর
প্রতিষ্ঠিত সিংহাসন,
এই হৃদি মাঝে সুমঙ্গল সাজে
তাঁর রম্য নিকেতন।
জ্ঞানের জীবন অন্ন পান হন
সেই অখিলের স্বামী,
তিনি আমাদের সত্য মঙ্গলের
চিরন্তন ভিত্তি-ভূমি।
তিনি আমাদের অক্ষয় ধর্ম্মের
অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা,
তিনি আমাদের প্রতিষ্ঠা প্রাণের,
আত্মার আত্মা ও পিতা।
ব্রহ্ম-সনাতন আমাদের হন
হৃদয়ের প্রিয় ধন,

কেন তবে আর আমরা তাঁহার
পাইব না দরশন ?
ঈশ্বরের সনে কোন্ ব্যবধানে
দূরেতে রয়েছি মোরা ?
ব্যবধান ক'রে রাখি' আপনারে
রহিয়াছি আপনারা।
বিষয়-কামনা বিষয়-ভাবনা
বিষয়ের তৃষা যত
তাঁ হ'তে অন্তর করি' নিরন্তর
রাখিছে মোদের এত।
বস্তুতে বস্তুতে আকাশ-যোগেতে
যেইরূপ দূর হয়,
ঈশ্বর হইতে আমরা দূরেতে
থাকি যে, সেরূপ নয়।
স্বার্থপর-ভাব, কুটিল স্বভাব,
মোরা যা রাখি অন্তরে,
তাই আমাদের দূরে ঈশ্বরের
টানিয়া নিক্ষেপ করে।

ব্রাহ্মধর্ম্মে যেই শিক্ষা, তাহা এই,
"পাপ-রেখা পরিহর,
বিষয়-বন্ধন করিয়া খণ্ডন
ব্রহ্মানন্দ ভোগ কর।"
দুশ্চরিত্র হ'য়ে অশুচি হৃদয়ে
সময় কাটালে, কেন
শুদ্ধ সনাতন ব্রহ্মের সদন
যাইতে চাহিবে মন ?
তাহা হ'লে কেন পাইতে সে ধন
আসিবে রে ব্যাকুলতা,
পাপের কুহকে ভুলিয়া এ লোকে
মরিবে, মরিবে বৃথা।
পাপেতে ডুবিয়া জঘন্য হইয়া
ধরি' দীন হীন বেশ,
মনে করি, "বুঝি আমাদের ত্যজি,
রয়েছেন পরমেশ।
করুণার সাথ তাঁর দৃষ্টিপাত
মোদের উপরে নাই ;

হৃদয়-ঈশ্বরে খুঁজিয়া অন্তরে
আর না দেখিতে পাই।”
প্রত্যেক অন্তরে পশিবার তরে
সত্যের ধ্রুব-কাণ্ডারী
করিছেন যত যত্ন অবিরত,
মোরা তা বুঝিতে নারি!
নিকটে আপন করিতে দর্শন
ব্রহ্মকে যদি হে চাও,
তবে নিজ হিয়া পবিত্র করিয়া
প্রথমে বিশুদ্ধ হও।
গূঢ় পাপ কোন অন্তরে পোষণ
ক’রে থাক যদি, তবে
কর তা বর্জ্জন, প্রসন্ন বদন
তাঁহার দেখিতে পাবে।
আপন দূরেতে মোদের রাখিতে
না চান, চাহেন কোলে,
সদা অবসর দেখেন ঈশ্বর
কখন্ লবেন তুলে।

তবে কেন আর হৃদয়ের দ্বার
খুলিয়া দিব না তাঁরে?
হ'য়ে শান্তমনা কেন রহিব না
তাঁহার প্রসাদ তরে?
ব্যাকুল অন্তরে কেন না তাঁহারে
মোরা অন্বেষণ করি?
কৃতজ্ঞ হইয়া সর্ব্বস্ব লইয়া
তাঁহার চরণে ধরি?
মোরা সব ক্ষণে নাহি করি মনে
যে অসীম দয়া তাঁর,
তা হ'লে কি তাঁরে মনের বাহিরে
রাখিতাম কভু আর।
দেখ তিনি কোথা অচিন্ত্য দেবতা,
অসীম জগত-পতি,
কোথায় আবার আমরা ধরার
মলিন মনুষ্য-জাতি,
আমাদেরো কভু ভুলে ন'ন প্রভু,
এতও যে হীন হই।

আমরা তো তাঁর অশেষ দয়ার
কিছুতেই যোগ্য নই।
আমাদের হেতু সেই ধর্ম্ম-সেতু
ঢালিছেন বারে বারে
করুণার ধারা, কিন্তু, কি আমরা
দিতেছি তাঁহার তরে?
তিনি আমাদের প্রীতি হৃদয়ের
চাহেন শুধু সতত,
চল তবে ভাই তাঁর কাছে যাই
বলিগে হইয়া নত—
তোমাকে মোদের সব হৃদয়ের
প্রীতি করিতেছি দান,
প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করিয়া
শীতল কর এ প্রাণ।
হে দেব, হে পিত! আমাদের এত
নিকটে তো আছ তুমি,
তবে কেন দূরে ভাবিয়া তোমারে
ভ্রান্ত পথে সদা ভ্রমি।

করি না যতন, তোমার দর্শন
পাই না আমরা তাই,
নিজ দোষ ভুলি' তোমাকেই বলি
"তোমার সুদৃষ্টি নাই।"
তোমার লাগিয়া ব্যাকুল হইয়া
চাহিলেই দেখা দেও,
তবু বারে বারে ভুলি গো তোমারে
কিন্তু তুমি ভুলে নও।
হে পরমাত্মন্! তব অন্বেষণ
করিতে মোদের যেন
প্রাণের সম্বল সব বীর্য্য বল
করিতে পারি ক্ষেপণ।
সব প্রীতি যেন তোমাকে অর্পণ
আমরা করিয়া দেই,
সমস্ত জীবন করি সমর্পণ
কর অনুগ্রহ এই।

দ্বাবিংশ ব্যাখ্যান

——:০:——

মনকে উদাস ও পবিত্র করিয়া ঈশ্বরের মহিমা দেখ

দুরিত হইতে যেই নহেক বিরত,
ইন্দ্রিয়-চাপল্য যার
রহিয়াছে অনিবার,
একাগ্র হইতে পারে নাই যেই নর,
জ্ঞান মাত্রে পারে না সে লভিতে ঈশ্বর।

বিষয়-লালসা যবে চিত্তকে নাচায়,
জীবনের লক্ষ্য ভুলে
যবে নীচ চিন্তা-জালে
হই অভিভূত, করি মলিন কামনা,
তখন ব্রহ্মকে মোরা দেখিতে পাই না।

সেই জানে অনন্তের মহিমা কেমন!
বিষয়-কামনা ছেড়ে
যে জন এসেছে ফিরে,

হ'য়ে সমাহিত চিত্ত তাঁর ধ্যান ধরে,
তাঁরে যেই করে দৃষ্টি আপন অন্তরে।

পাপের কলঙ্কে চিত্ত যাহার মলিন,
মর্ত্ত্যের ভাবেই যত
মন যার প্রপূরিত,
জ্ঞান মাত্র অবলম্ব করিয়া কেবল
ব্রহ্ম-লাভ-চেষ্টা তার প্রসবে না ফল।

সংসারের মলিন পঙ্কিল সলিলেতে
মানবের প্রাণ মন
রহিলে হ'য়ে পূরণ
ব্রহ্মের অমৃত-বারি পশে না তথায়,
যদিও পড়ে সে বারি সহস্র-ধারায়।

যাহার বিষয়-চিন্তাতেই ক্ষিপ্ত মন
মৃত্যুর স্বরূপ এই
ভয়াবহ সংসারেই

হইয়া মিশ্রিত সর্ব্ব জীবন কাটায়,
অমৃত আস্বাদ সেই পাইবে কোথায় ?

বিষয়-কামনা দূরে করি' পরিহার
শূন্য না করিলে হিয়া
পারে না তথায় গিয়া
ঈশ্বরের মহাভাব প্রবিষ্ট হইতে,
পারে না সত্যের জ্যোতি তথা প্রবেশিতে।

অতএব হৃদয়েরে কর পরিষ্কার,
মলিন পঙ্কিল ভাব
দূর করি' দিয়া সব
ব্রহ্মের অমৃত সেই বারির লাগিয়া
থাক হে মানব সদা প্রতীক্ষা করিয়া।

সময়ের নাহিক কোনই নিরূপণ।
তাঁহার অমৃত কবে
স্বর্গ হতে বরষিবে

চাতকের প্রায় তার প্রতীক্ষায় রও,
যখনি পড়িবে তাহা আগ্রহেতে লও।

মনুষ্যের মন যবে হয় সমাহিত,
যখন বৈরাগ্য আসি,
মনের মাঝারে পশি,
বিষয় আসক্তি তার ছিন্ন করি দেয়,
তখন সে ব্রহ্ম পানে সহজেই ধায়।

চন্দ্রের মহিমা এই দেখ অদ্যকার,
অমৃত কিরণ তার
ঢালিছে সহস্র ধার,
রজত রঞ্জনে অদ্য পৃথিবী রঞ্জিত,
রৌপ্য-রঙে বৃক্ষলতা হয়েছে শোভিত।

মাসে মাসে চন্দ্রমার শুভ্র রশ্মি এই
ঢালিয়া সুধার ধারা
সুরঞ্জিত করে ধরা,

কিন্তু কহ কখন্ মাধুর্য্য তার হেরি'
অনন্তের মহিমাকে উপলব্ধি করি ?

কহতো জিজ্ঞাসা করি তোমাদেরি আজ।
ব'সে যদি গঙ্গা-তটে
সুনীল অম্বর-পটে
দেখে' থাক পূর্ণিমার চন্দ্র নবোদিত
সন্ধ্যা সমাগমে হ'লে রবি অস্তমিত।

সমীর বহিয়া মৃদু দোলাইয়া জল
ভেদিয়া হৃদয়-দেশ
হরে যবে দুঃখ ক্লেশ,
তখন্ কাহারো যদি অনন্তের ভাবে
হ'য়ে থাকে মন প্রাণ বিগলিত, তবে।

সেই সময়ের ভাব চিন্ত একবার।
বল কোন্ অবস্থায়
অনন্তের মহিমায়

সমাকৃষ্ট হয় মন? ঔদাস্যের ভাবে?
বিষয়-স্পৃহাতে কিম্বা তরঙ্গিত যবে?

মাসে মাসে এই চন্দ্র দেখিতেছি মোরা
হৃদয়-প্রফুল্লকর
কিন্তু এই চন্দ্র-কর
কখন্ সে অনন্তের মহিমা প্রকাশে?
অন্তরে মহিমা তাঁর কখন্ বিকাসে?

কহ দেখি মানসের কোন্ অবস্থায়,
এই যে মানস-লোভা
চন্দ্র কিরণের শোভা,
ইহার আকর যিনি অনন্ত অব্যয়,
তাঁহারে হেরিয়া চিত্ত হয় শান্তিময়?

সেই সময়েতে পাই তাঁর দরশন,
যখন মোদের হিয়া
মর্ত্ত্য-ভাব তেয়াগিয়া

উন্নত হইয়া করে বৈরাগ্য ধারণ
বিষয়-কামনা সব পায় নির্ব্বাপণ।

সংসারের দাস হ'য়ে আমরা যখন্
আমোদেই মত্ত হই
ইন্দ্রিয়-সেবায় রই
পূজি মনোদেবতারে, যে দিকেই চাই
ব্রহ্মের মহিমা আর দেখিতে না পাই

উন্মুখ ব্রহ্মের দিকে হয় মন যবে,
আপনার সুখ-দুখে
আশা ভয় নাহি থাকে
তখন্ উদাস ভাব করে সে ধারণ,
শিথিল হইয়া পড়ে বিষয়-বন্ধন।

সবি হ'য়ে অনুকূল চারি দিকে তার
সাধু ভাব শুদ্ধতাকে
পোষণ করিতে থাকে।

ঊষাকালে সন্ধ্যাকালে চন্দ্রমা-কিরণে
তাঁহারি মহিমা ব্যক্ত দেখে সে নয়নে।

দর্শন শাস্ত্রের শুধু করি' আলোচনা
আত্মস্থ পরমাত্মারে
কেহ না জানিতে পারে।
চাহি হেন মনুষ্যের নিস্পৃহ-স্বভাব,
চাহি হেন তাঁর তরে সমাকুল ভাব,

যেন তাঁকে নাহি দেখিলেই প্রাণ যায়
তাঁরে না পেলেই নয়,
তবে তো যেথা সেথায়
অনন্ত মহিমা তাঁর অনুভব করি,
চন্দ্র সূর্য্য তারা মধ্যে তাঁহাকেই হেরি।

কুটিল মনের কাছে সবি অন্ধকার,
সরল মনের কাছে
সবি অনুকূল আছে,

ঈশ্বরের স্নিগ্ধ প্রীতি-দৃষ্টির নিকটে
সকল সংশয় যায় একেবারে কেটে।

করি' যুক্তি তর্ক আর শাস্ত্র-আলোচনা
যা না হয়, তাহা ফলে
ব্রহ্মে অনুরাগ হ'লে,
মোহ হয় দূর। তাঁর প্রীতিতে কেবল
সকল প্রকার সত্য হয় সমুজ্জ্বল।

আমাদের হৃদয়ের পরিশুদ্ধ প্রেম
ব্রহ্মকে যেমন ক'রে
প্রকাশ করিতে পারে,
স্মৃতি দরশন তর্ক শাস্ত্রের তেমতি
ব্রহ্মেরে করিতে ব্যক্ত নাহিক শকতি।

আপন আত্মারে নাহি পবিত্র করিলে;
সাধুতার ভাব দিয়া
পূর্ণ না করিলে হিয়া

পুস্তকের কীট শুধু হইয়া থাকিলে
কি হবে ? জীবনে সত্য যদি না সাধিলে।

অধ্যয়নে অধ্যাপক হ'তে পারি মোরা,
ক্ষিতি মাঝে সুবিখ্যাত
হইতে পারি পণ্ডিত,
শাস্ত্র-আলোচনা করি' শাস্ত্রী হ'তে পারি,
বুদ্ধির ব্যুৎপত্তি-বলে তর্কে জয় করি।

এ সকলে ব্রহ্ম লাভ কভু নাহি হয়।
তাঁর কাছে যেতে চাও
সরল শিশুটি হও,
হৃদয়ের কপটতা কর পরিহার।
সরল পবিত্র হৃদে প্রকাশ তাঁহার।

সরল বিশুদ্ধ হ'লে দেখিতে পাইব
"আমিই কেবল তাঁর
কেবল তিনি আমার,

বিশাল সৃষ্টির মধ্যে কেহ নাহি আর
একমাত্র স্বামী তিনি হৃদয়ে আমার।"

তখন্ হৃদয় মাঝে বসিয়া ঈশ্বর
হইয়া আপনি তৃপ্ত,
করেন আমারে তৃপ্ত
তখন আমার প্রীতি তাঁর প্রতি ধায়,
তাঁর প্রীতি আসি পূরে আমার হৃদয়।

এই দুই প্রীতি হ'য়ে একত্রে মিলিত
প্রসবে অমৃত ফল,
সবি হয় সুমঙ্গল।
হে মানব, চাও যদি অমৃতে মিলন
করহ পবিত্র তবে আত্মারে আপন।

মর্ত্ত্যের মলিন ভাব করি' পরিহার
মনকে তাঁহার ভাবে
ভাবুক করহ তবে,

প্রেমিক তাঁহার প্রেমে আপনারে কর,
সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে হও তাঁর অনুচর।

ধর্ম্মাবহ! ধরমের প্রবর্ত্তক তুমি,
মোদের হৃদয়ে বসি'
কুপ্রবৃত্তি ফেল নাশি'
ইন্দ্রিয়-চাপল্য হ'তে বিরত রাখিয়া
দেও আমাদের মন পবিত্র করিয়া।

নিকৃষ্ট কামনা হ'তে দূরেতে রাখিয়া
তোমার প্রেমেতে নাথ
মগ্ন রাখ দিন রাত,
রাখ তব প্রিয় কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া,
জীবনের উচ্চ লক্ষ্য বেড়াই সাধিয়া।

ত্রয়োবিংশ ব্যাখ্যান

ঈশ্বরের অধীন হইয়া স্বাধীন হও।

"ইনিই প্রাণের স্বরূপ ঈশ্বর
সর্ব্বভূতে এই প্রকাশ যিনি।"
সজীবন্ত এই মহা-বাক্য মোরা
ব্রাহ্মধর্ম্ম হ'তে সতত শুনি।

সেই প্রাণময় ব্রহ্ম হ'তে এই
হয়েছে বিশ্বের সবি নিঃসৃত,
নির্দ্দিষ্ট তাঁহার নিয়মেই তারা
স্বকার্য্য সাধনে আছয়ে রত।

সেই প্রাণ-রূপ পরম ব্রহ্মের
ইচ্ছা-স্রোত যাই আজিও আছে,
সকলি অজিও তাই চরাচর
জীবন ধরিয়া রয়েছে বেঁচে।

ইনি আমাদের জাগ্রত দেবতা
ইনি আমাদের হৃদয় ধন,
এঁ'রি আরাধনা করি অভিলাষ
সমাজে মোদের এবে মিলন।

ইহাঁকেই প্রীতি করিতে প্রদান
এখানে এসেছি আমরা এবে,
নিরীক্ষণ করি' প্রীতি-দৃষ্টি তাঁর
জীবন সার্থক করহ সবে।

তিনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর
সবার বিধাতা সবার প্রভু,
তিনি আমাদের পরম শরণ
তাঁহা বিনা মোরা বাঁচি না কভু।

সেই মহাদেব উপাস্য একের
উপাসনা হেতু এসেছি হেথা,
তাঁর প্রীতি লাভ করিবার আশে
এখানে মোদের এই একতা।

অতএব সবে স্বীয় প্রেমানল
উদ্দীপ্ত করিয়া হৃদয়ে রাখ।
এখানে আসিয়া এখানেই তাঁকে
স্বীয় জ্ঞান নেত্র খুলিয়া দেখ।

সর্ব্বস্থ সর্ব্বজ্ঞ জানিয়া তাঁহায়
হও সমুৎসুক পূজিতে তাঁরে,
কুটিল বিষয়-চিন্তা যেন কারো
শ্রবণ মনন নাহিক হরে।

সমস্ত দিবস যাহার লাগিয়া
ছিলাম আমরা প্রতীক্ষা ক'রে,
সেই আমাদের অমৃত সময়
পেয়েছি এখন আপন করে।

অতএব এসো এসো রে এখন
হৃদয়ের দ্বার খোল যতনে,
ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ করিয়া হৃদয়
কর উপভোগ সকল প্রাণে।

এ কি আমাদের সৌভাগ্য অপার
অনন্ত সম্বন্ধ যাঁহার সনে
পূরিছেন তিনি এখনি মোদের
হৃদয়, বসিয়া হৃদয়াসনে।

সব দেশ হ'তে এই বঙ্গদেশ
অতীব দুর্ব্বল অতীব ক্ষীণ,
এখানে করিয়া জনম গ্রহণ
মোরাও হয়েছি অতি মলিন।

তবু ঈশ্বরের কত অনুগ্রহ!
দয়াময় পিতা, এখনি হের,
এই মন্দিরেতে আমাদের কাছে
এই ব্যক্ত হ'য়ে উজ্জলতর।

জননী যেমন দুর্ব্বল শিশুরে
করেন অধিক স্নেহে পালন,
বঙ্গের উপরে ঈশ্বরের স্নেহ
অধিক প্রকাশ হের তেমন।

এত অনুগ্রহ পাইয়াও তাঁর,
হৃদয়ের প্রীতি ভকতি সহ
তাঁরে কি প্রণাম করিব না মোরা ?
সর্ব্বস্ব মোদের সে অনুগ্রহ।

প্রচুর প্রসাদ আজি যথা তাঁর
ভুঞ্জিতেছি যথা মোরা সকলে,
এই পরসাদ প্রতি সপ্তাহেতে
আনে আমাদের যেন এস্থলে।

কিঞ্চিৎ মোদের দেখিলে উদ্যম
দেন তিনি দয়া মুকত করে,
পদ অগ্রসর দেখিলে মোদের
ঢালেন অমৃত সহস্র ধারে।

ঈশ্বরের সনে আমাদের যেই
অতুল্য সম্বন্ধ আছে বন্ধন,
মনুষ্য হইয়া আমরা কি তাহা
রাখিতে নারিব করি' যতন ?

সুন্দর মঙ্গল তাঁর সেই ভাব
দেখিয়া আত্মাকে উজ্জল কর,
কুটিল স্বভাব করি' পরিত্যাগ
আত্মাকে পবিত্র কর হে নর।

ঈশ্বরের আর সত্য-ধরমের
অধীন হইয়া স্বাধীন হও,
স্বেচ্ছাচারী কেহ হইও না কভু
আপন মঙ্গল যদি হে চাও।

স্বেচ্ছাচারী যারা প্রবৃত্তির দাস
তাহারা কখন স্বাধীন নয়,
জ্ঞানহীন আর ধর্ম্মহীন যারা
স্বেচ্ছাচারী সেই পশুরা হয়।

আপনাকে যারা করিতে স্ববশ
পারে নাই এই ধরণী পরে,
ধর্ম্মের অধীন করিতে যাহারা
পারে নাই স্বীয় বৃত্তি-নিকরে,

আপনার প্রভু হইতে আপনি
পারে নাই যেই মানব ক্ষীণ,
তাহা হ'তে আর কে কোথায় আছে
পরাধীন অতি পুরুষ দীন ?

স্বেচ্ছাচারময় ইন্দ্রিয়ের বশ
হয় মন যদি, তবে সে মন
পুরুষ-বুদ্ধিকে নাশে সেই রূপে
সিন্ধুতে নৌকারে বায়ু যেমন।

কত কষ্ট হায়, হ'লে পরাধীন,
বর্ণনার তাহা অতীত হয়,
পাপ-প্রবৃত্তির বশে যে যন্ত্রণা
এক মুখে তাহা বলা না যায়।

পাপের ঔষধ ব্রাহ্মধর্ম্ম শুধু
স্বয়ং ঈশ্বর তাহার প্রাণ,
সেই ধর্ম্ম-বলে লভিব আমরা
পুন স্বাধীনতা, বীরত্ব, মান।

স্বাধীনতা বিনা অসম্ভব সুখ।
শ্রীসৌভাগ্য তবে পাইবে কোথা
হারাইলে যদি স্বাধীনতা ধন ?
দুঃখের কারণ পরাধীনতা।

ব্রাহ্মধর্ম্মে এই শিখিয়াছি মোরা,
পাপমুক্ত হ'লে আত্মা স্বাধীন।
আত্ম-স্বাধীনতা হইলে অর্জ্জন
সর্ব্ব প্রকারেতে মোরা স্বাধীন।

এই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম হ'তে
কত যে মঙ্গল সাধন হবে,
মর্ম্ম এ ধর্ম্মের বুঝেছেন যাঁরা
তাঁহারাই তাহা জানেন সবে।

রাজ্য ঈশ্বরের আছে যত দূর,
যত দূরে তার সীমান্ত দেশ,
তত দূরাবধি ব্রাহ্ম-ধরমের
র'য়েছে প্রতাপ বল-বিশেষ।

কিছুও যতন তোমাদের যদি
থাকে স্বাধীনতা লাভের তরে,
আত্ম-পরসাদ পাইবার হেতু
বিন্দুও ব্যগ্রতা থাকে অন্তরে,

তবে তাহা শুধু ব্রাহ্ম-ধরমের
সাহায্যে সফল হইতে পারে।
ব্রাহ্ম-ধরমের অমৃত আশ্রয়
যে পায় সেইই পাপ সংহারে।

অভাগিনী এই বঙ্গের কপালে
শোচনীয় হেন অবস্থা একে,
তাহাতে আবার ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে যেন
কারো অবহেলা নাহিক থাকে।

সত্য শুদ্ধতম ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহা,
আত্মায় আত্মায় এ'র মহিমা,
এই ধর্ম্ম যদি দেশ ছাড়া হয়
তবে রে দুঃখের র'বে না সীমা।

মন প্রাণ সঁপি করহ প্রার্থনা
দেখিতে ব্রহ্মের সে প্রেম-মুখ,
ধর্ম্ম-বুদ্ধি আর শুভ-বুদ্ধি হেতু
থাক তাঁর প্রতি হ'য়ে উন্মুখ।

তোমার প্রার্থনা অবশ্য পূরায়ে
দিবেন ঈশ্বর দয়া-নিধান,
তাঁহার প্রসাদ-বারিতে তোমাকে
রাখিবেন সদা প্রহর্ষমান।

সকল প্রবৃত্তি ক্রমেতে তোমার
ব্রহ্ম-অনুগামী হইয়া রবে,
পাপ-অন্ধকার যাইবে কাটিয়া
পুণ্যের জ্যোৎস্না হৃদে ফুটিবে।

যদি দয়াবান্ মহান্ ঈশ্বর
স্বীয় প্রতিনিধি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মেরে
নাহি করিতেন এখানে প্রেরণ
মনুষ্য জাতির মঙ্গল তরে,

প্রিয়-বন্ধু-সম ব্রাহ্মধর্ম্ম এই
যদি না খাটিত মোদের হিতে,
সন্তাপ-পূরিত সংসারে মোদের
কি কষ্টই তবে হ'তো সহিতে!

কি নরক-ভোগ করিতে হইত!
ক্রমেতে পাপের হ'য়ে অধীন
সংসার-পিঞ্জরে পড়িতাম বাঁধা,
রহিতাম চির মুমূর্ষু দীন।

কিন্তু দেখ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রসাদে
ব্রহ্ম হ'তে মোরা নহি বঞ্চিত,
এই ধর্ম্ম হ'তে সত্যে আমাদের
ক্রমে বলীয়ান্ হ'তেছে চিত।

আত্মার মোদের উপযোগী যথা
এখানেতে ব্রাহ্ম-ধরম হয়,
ব্রাহ্ম-ধরমের আত্মা উপযোগী,
এমন অপর কিছুই নয়।

বিভাবসু যথা উদয়ের কালে
পূর্ব্বদিক্ হ'তে উদিত হ'য়ে
সমস্ত পৃথ্বীকে করে সুরঞ্জিত
স্বীয় সমুজ্জ্বল কিরণ দিয়ে,

পূর্ব্বস্থ তেমতি বঙ্গদেশ এই
ব্রাহ্ম-ধরমের উদয়-স্থান,
এ ধর্ম্ম এক্ষণে সমস্ত পৃথ্বীকে
ক্রমে ক্রমে আলো করিবে দান

এ ধর্ম্মকে যদি কর অবহেলা
যাইবে শরীর ভগন হ'য়ে,
বিকৃত হইয়া পড়িবে হৃদয়
জীবাত্মা তোমার যাবে শুকায়ে :

হ'বে বলীয়ান্ এই ধর্ম্ম-বলে
ইহার আশ্রয় লইলে পরে,
সহস্রও জনে যদিও তোমার
বিপক্ষেতে অসি ধারণ করে,

তথাপি ঈশ্বর-দত্ত মহাধন
অভেদ্য কবচে আবৃত হ'য়ে
সকল আপদ করিবে বিনাশ
করিবে নিরাস সকল ভয়ে।

অতএব সবে একত্রে মিলিয়া
রাখো এ ধর্ম্মেরে যতন করি',
তা হ'লে নিশ্চয় তোমাদের ইনি
রাখিবেন জেনো বুকেতে ধরি'।

যেই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম ধর্ম্ম পৃথিবীর,
অসীম বিশ্বের ধরম যাহা,
তাহা দিয়ে কর হৃদয় পূরণ,
মন প্রাণে রক্ষা করহ তাহা।

তাহা হ'লে দে'খো তোমাদের এই
সাধু দৃষ্টান্তের স্বর্গীয় বলে,
সমুদ্র হইতে সমুদ্র তরিয়া
হ'বে ব্যাপ্ত ইহা পৃথিবীতলে।

হে ব্রহ্মন্ ! কবে এই মর্ত্ত্য লোকে
সত্যের প্রকাশ জাজ্জ্বল্য হবে ?
বঙ্গদেশ হ'তে দ্বেষ কুটিলতা
কবে দূরীভূত হইয়া যাবে ?

কবে গো তোমার প্রেমে সর্ব্বজন
মগন হইয়া রহিবে সুখে ?
ব্রাহ্ম-ধরমের সহায়তা-বলে
আপ্ত-কাম হবে লভি' তোমাকে ?

সর্ব্ব-ফল-দাতা তুমি জগদীশ !
তোমার নিকটে চাহি এ বর,
অন্তরের মম এ নির্ম্মল স্পৃহা
করি' অনুগ্রহ সফল কর ।

চতুর্বিংশ ব্যাখ্যান।

ঈশ্বরই মনুষ্যকে শ্রেয়ের পথে আকর্ষণ করেন।

চৈতন্য হারায়ে যবে সংসারের স্রোতে
যাইতেছিলাম মোরা ভাসিতে ভাসিতে
প্রেয়ের হইয়া বশ, আছিলাম মদে
ডুবিয়া ইন্দ্রিয়-সুখে বিষয়-আমোদে,
কোথায় হইতে শক্তি আসিল তখন
করিলাম প্রতিস্রোতে যাহাতে গমন ?
সমুদায় দুঃখ আশা ভরসা যখন
সংসার-পাথারে এই করিয়া অর্পণ
কেবল প্রেয়ের পথ অবলম্ব করি,
ভ্রমিতেছিলাম ভুলে দিবস শর্ব্বরী,
কহ কে তখন হস্ত ধরিয়া আমার
দিলেন দুর্গতি হ'তে করিয়া উদ্ধার ?
পূর্ব্বেতে যখন বয়স্যের সঙ্গে মিলে
ছিলাম প্রমত্ত আমোদের কোলাহলে,

যখন একটি সাধু ভক্তের আনন
পাই নাই ক্ষণেকেও করিতে দর্শন,
ব্রহ্মের পথের আনি এক রজ-কণা
জাগাতে আত্মাকে যবে কেহই ছিল না,
কে তখন সুমধুর উপদেশ দিয়া
শ্রেয়-পথে আনিলেন মোদের ডাকিয়া ?
মনে করি, দেখ দেখি তোমরা বারেক,
আসে কি না এমন সময় এক এক,
এক এক দশা কি না আইসে এমন
প্রবল প্রেয়ের যবে হয় আকর্ষণ,
সাংসারিক সুখ যবে চিত্তকে ভুলায়
সমুদয় মন প্রাণ মুগ্ধ হ'য়ে যায়,
মোদের উপরে, সেই কালে মোহময়
কাহারো করুণা-দৃষ্টি রয় কি না রয় ?
সকলেই সমবেত হইয়া যখন
মোদের আত্মাকে আ'সে করিতে হনন,
তখন সহায় নাহি হন কি ঈশ্বর ?
থাকে না কি দৃষ্টি তাঁর মোদের উপর ?

প্রেয়ের কুটিল পথ হইতে কখন্
শ্রেয়-পথে আমরা করিব উত্তরণ,
দেখাবেন কবে পর-জ্যোতি আপনার
নাহি কি খুঁজেন তিনি অবসর তার ?
সার বলি সংসার যখন বোধ হয়
বিষয়-ভোগের আশে প্রবৃত্তি খেলায়,
সমস্ত কামনা আর প্রীতি সমুদয়
মোহাগার সংসারেই বদ্ধ যবে রয়,
তখন মোদের সে সংসার আকর্ষণ
স্বয়ং ঈশ্বর দেন করিয়া ছেদন।
অনুগ্রহ করি' তিনি মোদের তখন
আত্মাতে উদাস-ভাব করেন প্রেরণ।
সংজ্ঞা পে'য়ে আপনারে জিজ্ঞাসি তখন
কোথা হ'তে করিয়াছি আমি আগমন ?
কোথায় যাইতে হবে পুন এ'র পর,
কিবা কর্ম্ম করিতেছি সংসার ভিতর ?
ক্ষুদ্র এই সংসারের বিষয় লইয়া
থাকিব কি চিরকাল এখানে পড়িয়া ?

মোহ-ঘন হ'য়ে পড়ে তখন বিলয়
সংসারের অসারতা প্রতিভাত হয়।
নাহি পাই যদি মোরা ব্রহ্মের করুণা
কোন রূপে মোহ-জাল কাটিতে পারি না।
নানা শাস্ত্র আলোচনা করি দিন রাত
সাধুর সঙ্গেতে বসি' করি দিন-পাত,
তবু প্রতিহত হ'য়ে জল যথা ফিরে,
ফিরে আমাদের মন তেমতি সংসারে
যখন নির্ভর করি বলে আপনার
তখন কোনই আশা নাহি থাকে আর,
কিসে এ দুর্গতি হ'তে পা'ব পরিত্রাণ
ভাবিয়া কিছুই তার না পাই সন্ধান।
কিন্তু ঈশ্বরের হস্ত নিরখি যখন
সকল ভরসা পাই হৃদয়ে তখন।
এমন অবস্থা কোন আমরা ভাবিতে
পারি কি, যাহাতে সেই মহেশ্বর হ'তে
কোন আমাদের আর না থাকে ভরসা
একেবারে নষ্ট হয় উন্নতির আশা ?

এমন অবস্থা কোন অন্ধকারময়
মোদের ভাগ্যেতে পারে হ'তে কি উদয়,
শোধন অতীত যেন মোদের দেখিয়া
দিয়াছেন তিনি নিজ সম্বন্ধ কাটিয়া ?
নিরুপায় হইতাম মোরা তাহা হ'লে
বদ্ধ হ'য়ে মরিতাম বিপদের জালে।
নিজের বলেই নিজে করিতে নির্ভর
দিতেন ছাড়িয়া যদি মোদের ঈশ্বর,
নিজের উপরে মোরা যত কেন পাপ
করি না, পাই না কেন যতই সন্তাপ,
তিনি যদি না দিতেন তাহা মিটাইয়া
যাইত মোদের আত্মা অসাড় হইয়া,
থাকিত না উদ্ধারের আশা আর তার,
বিনষ্ট করিত তারে নিষ্ঠুর সংসার।
কিন্তু আমাদের পিতা নহেন এমন
মলিন সন্তানে নাহি ত্যজেন কখন।
যোগ্য না হ'লেও মোরা প্রীতি আসি তাঁর
করিছে মোদের পরে অমৃত সঞ্চার।

অখিল সংসারে আছে যত পুত্র তাঁর
একটিও পরিত্যজ্য নহেক তাঁহার।
এই যে তরঙ্গময় ভীষণ সংসার
তিনিই এখানে আমাদের কর্ণধার।
তিনি আমাদের সঙ্গী হইয়া আছেন
সঙ্গে থেকে সঙ্গে পুন কার্য্য করিছেন।
[illegible]নিছেন ধর্ম্ম-বুদ্ধি নিয়ত আত্মাতে
বলের বিধান করিছেন হৃদয়েতে।
তাঁরি বল হৃদে মোরা করিয়া ধারণ
সংসার-সমর যেন করি সম্পাদন।
আমাদের থাকে যদি কিঞ্চিত যতন
শতগুণ বল তিনি করেন প্রেরণ।
আমরা প্রেয়কে যদি ত্যজিবারে চাই,
শ্রেয়ের আশ্রয় লইবার চেষ্টা পাই,
তা হ'লে অলঙ্ঘ্য-গিরি সমুদ্রের প্রায়
শত শত বাধা যদি সম্মুখে দাঁড়ায়,
সকল সংসার যদি প্রতিকূল হয়,
তথাপি কিছুই নাই আমাদের ভয়।

যে হেতুক আমাদের ঈশ্বর অমৃত
করিছেন শুভ কার্য্যে সাহায্য সতত।
কি তাহে, আমরা যদি হ'লেম দুর্ব্বল ?
ঈশ্বর মোদের হন দুর্ব্বলের বল।
যে সময়ে তাঁহাকে আমরা পরিহরি,
সংসার সর্ব্বস্ব ব'লে যবে জ্ঞান করি,
সেই সময়েই হয় আমাদের ভয়,
হৃদে শোক নিরাশা আসিয়া উপজয়।
তখন সংসারে গিয়া হই নিমগন
কিন্তু সে পারে না হিয়া করিতে পূরণ।
দিই আমাদের প্রীতি সংসারে ঢালিয়া
কিন্তু তারে চাহিলে সে না চায় ফিরিয়া।
সংসার করিতে যাই সুখের উপায়
বঞ্চনা করিয়া সুখ আসিয়া পলায়।
অমৃত ভাবিয়া মনে সেখানেতে যাই
বিষের আস্বাদ মোরা রসনায় পাই।
দুঃখেতে ক্লেশেতে মোরা হ'তেছি আবৃত,
পাপেতে তাপেতে হইতেছি দগ্ধীভূত,

রুগ্ন হইতেছে আমাদের কলেবর,
ক্লিষ্ট হইতেছে আত্মা, হৃদয় জর্জ্জর,
তথাপি জানি না মোরা কোন্ স্থানে গেলে
থাকিতে পারিব অনাহত কি করিলে?
তাই বলি, যদি চাও আপনার হিত,
এখন্ হইতে হও ব্রহ্মের আশ্রিত।
যাঁর বলে সকল সংসার বল ধরে,
তাঁর বল লভি' রহ নির্ভয় অন্তরে।
ঘুরিছে সকল বল ঈশ্বরের বলে,
তাঁহারি শরণে আমাদের প্রাণ চলে।
সেই সবিতার যদি আলোক এখন
আত্মার অন্তরে হ'য়ে উঠে প্রজ্জ্বলন,
নবীন স্বভাব এক নবীন আকার
এখনি হইয়া উঠে মোদের সবার।
সেই সূর্য্য পরকাশে আপনার যত
আছে ক্ষুদ্র ভাব, সব হয় অস্তমিত।
গগনে হ'লে প্রখর সূর্য্যের উদয়
তবে কি চন্দ্রের শোভা আর শোভা পায়?

হৃদয় উজ্জ্বল করি' ঈশ্বর যখন
হন প্রকাশিত, কহ আর কি তখন
সেই হৃদয়েতে পারে করিতে নিবাস
মলিন প্রবৃত্তি ? না না সবি পায় নাশ।
আপনার শোভা আর মহত্ত্ব আপন
মান অভিমান থাকে মনে কি তখন ?
অস্তাচল-গত যবে হন দিবাকর
আঁধারে আবৃত যবে হয় চরাচর,
তখনি সে খদ্যোতেরা সবে আপনার
সামান্য আলোক থাকে করিতে বিস্তার।
তেমতি হৃদয় যবে অন্ধকার হয়
ব্রহ্ম-জ্যোতি সেখানে যখন নাহি রয়,
তখনি মানব খুঁজে প্রতিপত্তি খ্যাতি
তখনি সে চাহে নিজ মহত্ত্বের প্রতি।
তখন সে অন্ধকার গভীর নিশায়
সামান্য আপন আলো পরকাশ পায়।
ব্রহ্ম-প্রীতি আসি' পূরে হৃদয় যখন
আপনার প্রতি দৃষ্টি থাকে না তখন।

তখন তাঁহার পূজা উপাসনা তাঁর
কেমনে জগত মধ্যে হইবে প্রচার,
তাঁহার পবিত্রতম মঙ্গল কিরণে
সকল হৃদয় হবে রঞ্জিত কেমনে,
সর্ব্বত্র তাঁহার জ্ঞান কিসে ব্যাপ্ত হবে,
তাতেই শরীর মন ব্যাপ্ত থাকে তবে।
আপনার প্রতি তবে দৃষ্টি নাহি রয়।
ব্রহ্মের মহিমা কিসে মহীয়ান্ হয়,
দিবা নিশি যায় কাটি' এই ভাবনায়।
এই লক্ষ্য রাখি' করি কার্য্য সমুদায়।
আপনারে ভুলে হেরি ঈশ্বরে যখন
আপন মহত্ত্ব হয় তখনি সাধন।
ঈশ্বরে ভুলিয়া যবে দেখি আপনারে
তখনি হইয়া মুগ্ধ ডুবি এ সংসারে।
ঈশ্বর! মোদের তুমি শুভ বুদ্ধি দাও,
প্রেয় হ'তে শ্রেয়ের সুপথে লয়ে যাও।
অতীব দুর্ব্বল এই আমাদের মন,
তাহাতে তোমার বল করহ প্রেরণ।

যেন পিতা তব বল হৃদয়েতে ধরি,
তোমার পবিত্র নাম সর্ব্বত্র প্রচারি।
এই অনুগ্রহ কর, এই বর দান
দেও আমাদের প্রতি প্রভু ভগবান—
তোমার মহিমা যেন করিতে কীর্ত্তন
সমুদয় মন প্রাণ করি সমর্পণ।

পঞ্চবিংশ ব্যাখ্যান

——:o:——

ধীরেরা প্রেয়কে পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে অবলম্বন করেন।

শ্রেয় কারে কয়   শুন সুধী জন,
আজি তোমাদের কহি।
সৃজন পালন   করিছেন যিনি
স্থূলেতে অণুতে রহি,'
সে ব্রহ্মের প্রতি   শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি
সদা প্রস্ফুটিত রাখা,
তাঁহার সহিত   নিগূঢ় সংযোগ
করিয়া প্রসন্ন থাকা,
তাঁহার পথের   অনুগামী হওয়া,
তাঁর আদেশের তলে
রহি' কর্ম্ম তাঁর   করা সম্পাদন,
তাহাকেই শ্রেয় বলে।
প্রেয় কারে কয়   তাও শুন বলি,
স্বেচ্ছাচারী যদি হ'য়ে

ইন্দ্রিয়-সুখেতে বিষয়-আমোদে
নিয়ত মত্ত থাকিয়ে
ধর্ম্ম ও ঈশ্বর করি' পরিত্যাগ
সদা সংসারের মোহে
মুগ্ধ হ'য়ে রও সত্যে নাহি চাও
তাহাকেই প্রেয় কহে।
কল্যাণ-আকর শ্রেয়ের আশ্রয়
যদি হে থাকিবে ল'য়ে,
তিনি আমাদের যাইবেন ল'য়ে
ব্রহ্মের অমৃতালয়ে।
ইন্দ্রিয়-সুখের অভিলাষ করি'
প্রেয়ের হইলে সাথি
উন্নতির পথ রোধিবে, কেবল
পাইবে সংসার-গতি।
শ্রেয় আর প্রেয়, ইহারা দুজন
দুইটি পৃথক্ পথে
মনুষ্য-হৃদয় করে আকর্ষণ
নিয়ত বলের সাথে।

শাণিত ক্ষুরের ধারের সমান
যে পথ দুর্গম অতি,
সেই পথে শ্রেয় যদিও লইয়া
মোদের চালান গতি,
কিন্তু অবশেষে অমৃতের কাছে
আমাদের যান ল'য়ে,
সেথা আমাদের করেন অমর
বদনে অমৃত দিয়ে।
আর যিনি প্রেয় বাহিরে সুন্দর
বিষকুম্ভ পয়োমুখ
নানা প্রলোভনে করি' প্রলোভিত
দেখায়ে আপাত-সুখ
ধর্ম্ম ও ব্রহ্মের উল্টা পথ দিয়া
আনিয়া সংসার-গেহে
করেন নিক্ষেপ অগ্নি তুল্য তার
সন্তপ্ত-তৈল-কটাহে।
এক দিকে আছে ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ
প্রভুত্ব বিষয়-সেবা

মান অভিমান স্বেচ্ছা-ব্যবহার
আমোদ যৌবন-লোভা।
আর দিকে তার আছে ধর্ম্ম-লাভ
আত্মার প্রসাদ-ভাব
সাধুতা শুদ্ধতা আর স্বাধীনতা
ব্রহ্ম আর মুক্তি-লাভ।
কহ তো যুবক এ দুই পথের
কোন্ দিকে তব মতি ?
শ্রেয় কিম্বা প্রেয় কাহার পথের
হইবারে চাও পথি ?
যদি অব্যাহত ধর্ম্ম-বল চাও
যদি চাও আত্ম-বল,
আত্মার প্রসাদ লভিবার স্পৃহা
মনে দিতে চাহ স্থল,
ব্রহ্মে আলিঙ্গন করিবার স্পৃহা
যদি তব হৃদে জাগে,
যাও যাও যাও শ্রেয় পথ গিয়া
অবলম্ব কর আগে।

ইনি হৃদয়ের শতেক গ্রন্থির
বন্ধন খুলিয়া দিয়া
ঈশ্বরের সেই প্রসারিত ক্রোড়ে
যাবেন তোমারে নিয়া ।
শ্রেয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলে
ধর্ম্ম-রত্ন লাভ হয়,
নিত্য ঈশ্বরের দক্ষিণ আনন
দরশন করা যায় ।
তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে ধাইয়া
আনন্দ ক্রোড়েতে তাঁর
উপবিষ্ট হয়ে হয় উপভোগ
বিমল আনন্দ-ধার ।
শ্রেয়ের পথই মনুষ্যের পথ,
শ্রেয়ই দেবের পথ,
অনন্ত কালের অবলম্ব শ্রেয়,
শ্রেয়ের সাধন সৎ ।
অতএব যেন শ্রেয়কেই মোরা
হৃদয়ে গ্রহণ করি,

দূর হ'তে দূরে প্রেয়কে আমরা
যেন সবে পরিহরি।
হে যুবক ভ্রাত! হও সাবধান
সংসার অতি দুস্তর,
যৌবনেই হেথা সতর্ক হইয়া
পদ বিনিক্ষেপ কর।
এখন তোমার জ্ঞান-চক্ষু ফুটে
সহজ সতেজ আছে,
দেহ মন প্রাণ উৎসাহের বলে
সুবলিষ্ঠ রহিয়াছে।
এই সময়েই দেখ যেন ভুলে
প্রেয়ের পথে না যাও,
তৃণাচ্ছন্ন তার তিমির আবৃত
কূপে না পতিত হও।
শুন শুন বাণী কহিছেন শ্রেয়
হও হও অবহিত,
"তোমাদের আমি জ্যোতির্ম্ময় ধামে
করিব রে উপনীত।"

আমাদের হৃদে শ্রেয় আর প্রেয়
উভের সংগ্রাম অতি,
এই দুজনের সন্ধির মাঝারে
মোদের চির বসতি।
এক দিকে প্রেয় সবলে টানিয়া
আমাদের পদদ্বয়
সংসার-সাগরে তরঙ্গ মাঝারে
নিমগ্ন করিতে চায়।
আর দিকে শ্রেয় মাতৃ-স্নেহে ভরা
ধরি' আমাদের কর
অমৃত-কেতনে লইয়া যাইতে
চাহিছেন নিরন্তর।
অন্তর-গরল মধু-মাখা-বাণী
কহিল প্রেয় যুবারে
"শত-আয়ু-যুত পুত্র পৌত্র চাহ
দিতেছি আমি তোমারে।
হয় হস্তী রথ সাম্রাজ্য বৃহৎ
এখনি সকলি লও,

তোমার লাগিয়া সকলি প্রস্তুত
মম পথবর্ত্তী হও।
সুগন্ধ সমীর তোমার শরীর
শীতল করিয়া দিবে,
তোমার প্রাসাদে নৃত্য গীত হাস
উল্লাস সদা বহিবে।
ইন্দ্রিয়-সুখদ গন্ধামোদ আর
মর্ত্ত্যের দুর্ল্লভ যারা
অপ্সরা সুন্দরী তুষিবে তোমায়
আমোদ উল্লাসে ভরা।
হবে নর যত তব পদানত,
তুমি সকলের প্রভু
হইবে, হইবে মহারাজ্যে রাজা
অন্যথা নহেক কভু।
যশ কীর্ত্তি তব হইবে ঘোষিত
চারি দিকে নিরন্তর,
বরিলে আমারে হইবে এখনি
সকলের অধীশ্বর।”

মহানর্থকর প্রেয়ের বচনে
অটল স্থির গম্ভীর
সাগর সদৃশ অক্ষুব্ধ হৃদয়ে
তাহারে বলিল ধীর।
যেই প্রলোভনে ফেলিতে আমারে
প্রেয় ওগো তুমি চাহ,
শীঘ্রই তাহাতে জীর্ণ হবে মোর
দেহ সর্ব্বেন্দ্রিয় সহ।
অন্তক আমার পার্শ্বেতে লুকায়ে
সদাই সন্ধান করে,
ক্ষুদ্র রন্ধ্র পেলে লবে সে অমনি
মম ধন প্রাণ হ'রে।
অতএব তব অশ্ব রথ গীত
তোমারি থাকুক সদা,
তুমি যাহা দিতে পার গো আমায়
তাহে তৃপ্তি নাহি কদা।
ভুলিবার আমি নহি কোন রূপ
সাংসারিক প্রলোভনে,

মম চিত্ত কভু নির্ভর করিতে
পারে না নশ্বর ধনে।
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি আমি
পড়িয়া সংসার ঘোরে,
বিগত সময়ে পারে নাই সে যে
কিছু সুখ দিতে মোরে।
কেবল চিন্তায় শোক পরিতাপে
দগ্ধ করিয়াছে চিত,
ভবিষ্যেও জানি সুখ শান্তি দিয়া
নারিবে করিতে প্রীত।
অতএব আমি মোহ-বাক্যে তব
আর না বঞ্চিত হ'য়ে
করিব ভ্রমণ দুষ্ট সংসারের
কুটিল পথেতে গিয়ে।
তোমার নিকটে যদি কিছু হেন
অমূল্য পদার্থ রয়,
যাহাতে করিলে প্রীতি সম্প্রদান
বিশ্বে প্রেম দেওয়া হয়,

আমার হৃদয়ে সকল প্রীতির
পর্য্যাপ্তি যাহাতে হয়,
কস্মিন্ কালেও কোন অবস্থায়
না হয় যাহার ক্ষয়,
তবে সে রতন হস্তে দিয়ে মম
ব্যাকুলতা কর নাশ,
তাহা হ'লে চির জীবনের তরে
হইব তোমার দাস।
সুবুদ্ধি যুবার এই কথা শুনি'
কথা না কহি' দ্বিতীয়,
তাহারে ত্যজিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া
প্রস্থান করিল প্রেয়।
একাকী তখন সেই সাধু যুবা
আঁধার দেখিল চখে,
অবসন্ন প্রাণ অবসন্ন হিয়া
পড়িল ঘোর বিপাকে।
বিষয়-প্রলোভ তেয়াগিল বটে,
কিন্তু হৃদয়ের তায়,

দারুণ অভাব হ'লো না মোচন
কি যেন খুঁজে না পায়।
অবস্থার এই সন্ধির মাঝারে
পড়িয়া আকুল যুবা,
পার্থিব স্বর্গীয় কোন সুখ নাই,
নাই যেন রাত্রি দিবা।
বিষাদ-সাগরে ডুবিল যুবক,
সংসার তাহার কাছে
বোধ হ'লো যেন শ্মশান হইয়া
গ্রাসিবারে আসিতেছে।
ভয়ানক দশা! এই দশাপাতে
থাকে না সংসার-সুখ,
ঈশ্বরের সহ না হয় সম্ভোগ,
উভেই রহে' বিমুখ।
ঈশ্বরের তরে একটি কেবল
গভীর অভাব বুঝি,
কিন্তু কিসে তার হ'বে যে নিরাস,
নাহি পাই তাহা খুঁজি'।

এই সময়েতে তৃষিত মৃগের
সমান ব্যাকুল হই,
এই সময়েতে সংসার-অনলে
তীব্র-দগ্ধ হ'তে রই।
এই দুঃখ হ'তে পরিত্রাণ পেতে
কাতরে সবে সুধাই,
কাহারো নিকটে শান্তিকর তার
উত্তর নাহিক পাই।
এই অবস্থাতে হইয়া পতিত
হারায়ে লাবণ্য শোভা
বিলাপ ক্রন্দনে আকুল যখন
হইয়াছিলেন যুবা,
হইয়া যখন অসহায় দীন
নিরাশ হইয়া মনে
জীবন-সহায় নিত্য ঈশ্বরের
আছিলেন অন্বেষণে,
বিশুদ্ধ-বসন মঙ্গলেচ্ছু শ্রেয়
যুবার সম্মুখে আসি'

সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন বাণী
তখন তাঁহারে তুষি'।
"কেন তুমি বাছা শোকেতে মগন,
বিষাদে জর্জ্জর কেন,
শান্তিহীন হ'য়ে অরণ্যের মাঝে
করিছ কেন ভ্রমণ?
যিনি পরাৎপর মঙ্গল-আকর
দয়ার সাগর যিনি,
প্রেমার্ণবে যাঁর জগৎ সংসার
ভাসিছে দিন রজনী,
তাঁর প্রেম-রূপ মঙ্গল মূরতি
দেখিতে নয়নে চাও,
শোকাশ্রু-ধারাকে প্রেমাশ্রু-ধারায়
পরিণত করি' দাও।
যেখানে করিলে প্রীতির স্থাপন
সমস্ত প্রীতির আশ
পরিপূর্ণ হয়, কখনো যাহার
কোথাও নাহিক নাশ,

যাঁর সঙ্গে যোগ করিলে বন্ধন
সে যোগের নাহি শেষ,
তাঁহারি প্রেমেতে হইয়া মগন
হর হৃদয়ের ক্লেশ।
উঠ উঠ জাগ মোহ-নিদ্রা হ'তে
আমার আশ্রয় তুমি
করহ গ্রহণ, তোমারে লইয়া
ব্রহ্মধামে যাব আমি।”
স্নেহ-পূর্ণ এই মৃত-সঞ্জীবন
শ্রেয়ের বচন শুনে
ভাঙ্গিয়া প্রাচীর আশা-নির্ঝরিণী
ছুটিল যুবার মনে।
ব্যগ্র হ'য়ে অতি করিল জিজ্ঞাসা
কে তুমি হেথায় এলে?
এ দুঃসহ মম যাবে ব্যাকুলতা
কহ গো কোথায় গেলে?
কার প্রেম-নীরে ভাসিলে শীতল
হইবে হৃদয় মম?

উজ্জ্বল কিরণে সব উজ্জ্বলিবে
বিনষ্ট হইবে তম ?
ইহা শুনি তারে কহিলেন শ্রেয়
তবে এ করুণ বাণী,
"মহান্ আত্মারে কর দরশন
তোমার অন্তরে তিনি।
পরিমিত এই আত্মাতেই তব
সেই সে অপরিমিত
অমৃত পুরুষ প্রাণের আরাম
রয়েছেন অধিষ্ঠিত।
ব্যাকুল হৃদয়ে কাতর পরাণে
তাঁহারে সতত ডাক,
তাঁহার দর্শন পাইবার তরে
জ্ঞান-নেত্র খুলে রাখ।
তাহা হ'লে তিনি তোমার সম্মুখে
হইবেন প্রকাশিত,
ধর্ম্ম-পথ আর স্ব-মঙ্গল-জ্যোতি
করিবেন আবিষ্কৃত।

শাণিত ক্ষুরের ধারের সমান
ধর্ম্ম-পথ সুদুর্গম,
ঈশ্বর-শরণ লও তাহা হ'লে
সে পথো হ'বে সুগম।
ধর্ম্ম-অনুগামী হইতে হইলে
সুখের দুঃখের প্রতি
নিরপেক্ষ হ'য়ে থাকিতে হইবে
ধৈরয ধরিয়া অতি।
সুখেও ধরম হয় প্রবর্দ্ধিত,
দুঃখেও বর্দ্ধিত হয়,
বিপদ সম্পদ সকল সময়
ধর্ম্মের উন্নতি জয়।
শ্রীসম্পন্ন আর বিপন্ন জনেরে
ধর্ম্মই করেন ত্রাণ।
পৃথিবী মোদের শেষ গতি নহে
শিক্ষা পরীক্ষার স্থান।
দুঃখ তো এখানে হবেই সহিতে
সত্য ও ধর্ম্মের তরে,

বন্ধু ভাবে দিতে হ'বে আলিঙ্গন
বিপদে পড়িলে তাঁরে।
ত্যাগেরে স্বীকার করিতেই হ'বে
হেন কি, সময় মতে
সঙ্কট বিশেষে তাঁহার ইচ্ছায়
হবে প্রাণ বলি দিতে।
সুখের আশ্বাসে ধর্ম্ম-আচরণ
করিতে প্রবৃত্ত হ'লে,
সরলতা তারে নাহি বলা যায়
কপটতা তারে বলে।
আমি কিছু হেথা সুখের আশ্বাস
আসি নি তোমারে দিতে,
প্রেয়ের সমান মিথ্যা প্রলোভনে
আসি নি মন হরিতে।
সুখেরো সময়ে মানবের বটে
ধর্ম্মের উন্নতি হয়,
ধর্ম্মের লাগিয়া সুখ কিন্তু তার
কভু পুরস্কার নয়।

নশ্বর অস্থায়ী সাংসারিক সুখ
এই আছে এই নাই,
দেব-সেব্য সেই ধর্ম্ম-পুরস্কার
হইতে কি পারে তাই ?
পার্থিব কাঞ্চন মুদ্রার উপরে
যে সুখ নির্ভর করে,
করে চলাচল যে সুখ নিয়ত
রক্ত-মজ্জা-স্নায়ু পরে,
কুপথে ভ্রমিয়া বঞ্চনা করিয়া
যে সুখের প্রাপ্তি হয়,
তাই কি ধর্ম্মের হ'লো পুরস্কার?
তাহা নয়, তাহা নয়।
ধর্ম্ম-পুরস্কার নিজেই ধরম,
আরো পুরস্কার তার
মানব হৃদয়ে আত্ম-পরসাদ,
স্বয়ং ঈশ্বর আর।
অতএব তুমি হৃদয়ের প্রেম
উজ্জ্বল প্রসর করি'

হের পরাৎপরে ডোবো তাঁর ভাবে
ক্ষুদ্রতারে পরিহরি'।
কিছুই তোমার আপনার লাগি'
রাখিও না, সবি তাঁরে
করি' সমর্পণ দেখ তাঁরে, কর
চরিতার্থ আপনারে।"
গূঢ় হিতকর এ সকল কথা
শ্রেয়ের যুবক শুনে,
পরম কারণ ব্রহ্মের শরণ
নিলেন সরল মনে।
আপন হৃদয়ে লভিয়া ব্রহ্মের
সাক্ষাৎ উজ্জ্বলতর,
আপনারে তিনি কৃতার্থ করিয়া
মানিলেন বহুতর।
ধরিল সংসার তাঁহার নিকটে
মূর্ত্তি এক নবতর,
সকল অভাব পূরিল তাঁহার
সবল হ'লো অন্তর।

প্রাণের স্বরূপ   পরব্রহ্মে তিনি
  সঁপিলেন মন-প্রাণ,
লভিলেন চির [illegible]   অমৃতের খনি,
  মৃত্যুতে পেলেন ত্রাণ।
এই কথা শুনে   বিবেকের গুণে
  আর যে কোনই জন
শ্রেয়েরে ধরিয়া   এই রূপ ক'রে
  ঈশ্বরে দিবেন মন,
তিনিও দুস্তর   সংসারের পারে
  হইবেন উপনীত,
তিনিও অমৃত   করিবেন লাভ,
  করিবেন সুনিশ্চিত।

ষড়বিংশ ব্যাখ্যান

সেই অমৃত পুরুষকে লাভ করিয়া আপ্তকাম হও।

পরম অমৃত সেতু হয়েন ঈশ্বর,
কিন্তু তাঁর সব ভাব নহেক ব্যকত
কেবল অমৃতসেতু বলিলেই তাঁরে,
অমৃত-কেতন তিনি, নিজেই অমৃত।

ব্রহ্ম পানে ব্রহ্মের বিমল স্তুতি-বাদ
সমাজ-মন্দির হ'তে উঠিছে যেমন,
তিনিও তেমতি হেথা চতুর্দ্দিক হ'তে
করিছেন দিব্য তাঁর অমৃত বর্ষণ।

সমস্ত দিবস সেই প্রভাত হইতে
তোমরা বিষয়-বিষ করিয়াছ পান,
সে বিষ দলন হেতু বিন্দুও অমৃত
যেন এবে পায় তোমাদের হৃদে স্থান।

এখানে অমৃত বারি অজস্র ধারায়
করিছেন দয়াময় এখন বর্ষণ,
যত পার তত তাহা করিয়া সঞ্চয়
হৃদয়-কলস রাখ করিয়া পূরণ।

এই ভক্ত-মাঝে সেই উপাস্য দেবের
উপাসনা তরে সবে করি' আগমন
জড়ের সমান জড়ীভূত হ'য়ে যদি
রহিলাম, যদি ব্রহ্মে না সরিল মন,

এমন জাজ্জ্বল্য তাঁর আবির্ভাব মাঝে
শুনে মনোহর তাঁর মহিমা-কীর্ত্তন,
ক্ষণেও আমরা যদি সে অমৃত বারি
নাহি পারিলাম হৃদে করিতে ধারণ,

এই যে পড়িছে তাঁর এত প্রেম-ধারা,
এখানে থাকিয়া যদি সিক্ত হ'য়ে তায়
নাহি পারিলাম তাঁকে কণা মাত্র দিতে
আমাদের নিজ প্রীতি খুলিয়া হৃদয়,

অনন্ত কালের উপজীবিকা যে তবে
সেই আমাদের নিরবদ্য দয়াময়
সুন্দর পবিত্র নিরঞ্জন পরমেশ,
তাঁহাকে পাইতে আছে কি অন্য উপায় ?

দিবেন মোদের তিনি প্রীতি-আলিঙ্গন,
আমরাও দিব প্রীতি-আলিঙ্গন তাঁরে,
মর্ত্ত্যের মানব মোরা, ইহা হ'তে আর
কি সৌভাগ্য আমাদের কহ হ'তে পারে ?

ইহারি লাগিয়া মোরা জন্মেছি এখানে।
অতএব যেন মোরা প্রীতির সহিত
জীবন-যৌবন দিয়া ঈশ্বরের করে
জনমের সফলতা করি সম্পাদিত।

একবার দেখ মনে করিয়া ভাবনা,
যে সুন্দর পুরুষের অমৃত মিলন
লভিবার হেতু মোরা কত কি যে করি,
সদা ব্যাকুলিত থাকে আমাদের মন,

ক্ষণ অদর্শনে যাঁর দেহ আমাদের
শুষ্ক হয়, আত্মা পায় দারুণ বিকৃতি,
একি ভাগ্য আমাদের তিনিই নিয়ত
দেখিছেন আমাদের প্রেম-দৃষ্টি পাতি

শুধুই যে নিরীক্ষণ করিছেন, নয়,
পিতা যথা বক্ষে চাপি হৃদয়ে আপন
দেখান স্নেহের কাষ্ঠা, তেমতি ঈশ্বর
রয়েছেন আমাদের দিয়া আলিঙ্গন।

সরল মনের প্রীতি আমাদের যবে
স্বর্গীয় প্রেমের তাঁর পেয়ে আকর্ষণ
তাঁহার দিকেতে ধায়, তখনি আমরা
পারি বুঝিবারে তাঁর প্রেম-আলিঙ্গন।

ক্রমে আমাদের যথা মর্ত্যলোক ত্যজি'
দেবলোক হ'তে দেবলোকে গতি হবে,
ততই তাঁহার প্রেম সমুজ্জ্বল রূপে
মোদের আত্মার মাঝে প্রকাশ পাইবে,

ততই মোদের তিনি গাঢ়তর রূপে
করিবেন আলিঙ্গন-পাশেতে বন্ধন,
মোরাও ততই তাঁরে ধরিব চাপিয়া
গৃহাগত প্রবাসস্থ শিশুর মতন।

এই যে জীবন্ত আশা সঞ্চারে হৃদয়ে
হইতাম যদি মোরা ইহাতে বঞ্চিত,
কি নীরস হ'তো তবে মোদের জীবন!
কি বিষাদে মন-প্রাণ রহিত পূরিত!

আহা! দেখ, দেখ এই প্রত্যক্ষ কেমন
সমাজেতে সমুজ্জ্বল প্রকাশ তাঁহার,
সর্ব্বত্র তাঁহার জ্ঞান-জ্যোতি বিকীরিত,
বাহিরেতে জ্যোতি, জ্যোতি অন্তর মাঝার

সেই স্বপ্রকাশ শুভ্র জ্যোতির নিকটে
বিদ্যুতের প্রভা যায় হইয়া নির্ব্বাণ,
সূর্য্যও নাহিক সেথা পরকাশ পায়
অনল চন্দ্রমা তারা হয় অবসান।

অতল গভীর জ্যোতি অন্ত নাই তার,
গভীর জ্যোতির সেই নাহিক সীমানা,
ছায়াহীন জ্যোতি সেই, সমস্ত জগত
হয়েছে উজ্জ্বল তার পেয়ে এক কণা।

দগ্ধ-দারু-বিনিঃসৃত অগ্নির সমান
স্বপ্রকাশ জ্যোতি দীপ্ত আপনার বলে।
ইন্ধনে যেমন অগ্নি প্রবিষ্ট হইয়া
পোড়ায়ে সকলি তার উৰ্দ্ধমুখে জ্বলে,

সেইরূপ জগতের অন্তর বাহিরে
প্রত্যেক বিন্দুতে প্রতি কণায় দীপিত
সেই ব্রহ্ম-অগ্নি সর্ব্ব বিশ্বেরে ব্যাপিয়া
ভূলোক দ্যুলোক ভেদি অনন্তে উত্থিত।

এখনি তাঁহার এই দীপ্যমান রূপ
দেখ জ্ঞান-নেত্র খুলি, কি অপূর্ব্ব ভায়!
এখানেই তাঁরে যদি না পেলে দেখিতে,
তবে আর তোমাদের ভরসা কোথায়?

এমন পবিত্র স্থানে হইয়া আগত
আসীন হইয়া হেন সাধুর সঙ্গেতে
সূর্য্য-প্রকাশের ন্যায় ব্রহ্মের প্রকাশ
এখনো নারিলে যদি অন্তরে দেখিতে,

কিবা আবশ্যক আর তবে এ জীবনে।
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ সে জীবন প্রতি,
যে জীবনে নাহি হয় ব্রহ্ম দরশন।
শূন্য সে জীবন, শূন্য ধন মান খ্যাতি।

সাধু যুবাগণ! হ'য়ে ব্যাকুল-হৃদয়
বারেক দেখিতে তাঁরে কর আকিঞ্চন,
পাষাণো হইলে হিয়া তাঁহারি প্রসাদে
হইবে কোমল তাহা পুষ্পের মতন।

কোনই কুটিল চিন্তা যেন তোমাদের
দংশে না। শ্রেয়ের পথে করহ গমন।
নিয়ন্তা হয়েন সেই পথের ঈশ্বর
সেই পথে সর্ব্বদাই কর বিচরণ।

হে পরমাত্মন্ ! ওহে সর্ব্বশক্তিমৎ !
তুমিই মোদের হও সম্পত্তি সহায়,
তুমিই মোদের হও পরম সুহৃৎ,
জনক জননী তুমি, তুমিই আশ্রয়।

ঊর্দ্ধ-অগ্নি-শিখা-সম প্রীতিকে মোদের
তোমার দিকেতে নিত্য রাখহ উন্নত,
আমাদের সমুদয় হৃদয়ের ভাব
মঙ্গল ভাবের তব কর অনুগত।

তোমা হ'তে পাইয়াছি সকল শকতি,
তোমাতেই করি যেন তার ব্যবহার।
যে দিকেই করে গতি কার্য্য আমাদের
সে দিকেই দৃষ্টি যেন নিরখি তোমার।

হে ঈশ্বর ! তব এ অধম পুত্রগণে
ল'য়ে যাও তব সত্য-ধর্ম্মের পথেতে
মোদের সম্মুখে তুমি হও আবির্ভূত
একান্ত প্রার্থনা এই তোমার কাছেতে।

প্রথম প্রকরণ সম্পূর্ণ।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	১৩	কর্ম্মাচরি	ধর্ম্মাচরি
২৭	১৩	কিরে	ফিরে
৫৮	২	ডবিয়ে	ডুবিয়ে
৭৪	১০	স্বয়ের	স্বরযের
১৩১	৮	স্থুল	স্থূল
২১৪	১২	ধরণা	ধরণী
২১৫	১৪	আমাদের	আমোদের